পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 259 Wednesday, 20 August, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ২৫৯ সংখ্যা ✻ ৩ ভাদ্র ১৪৩২, বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

এসএসসি কাণ্ডে সুপ্রিমকোর্টে খারিজ রাজ্যের রিভিউ পিটিশন

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিযুক্ত ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর নিয়োগ বাতিল করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছিল রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে চাকরিহারা শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরাও আবেদন জানিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার সেই সব আবেদন খারিজ করে দিল সর্বোচ্চ আদালত। নিয়োগপ্রক্রিয়ায় দুর্নীতি এবং অনিযমের অভিযোগে এর আগে গত ৩ এপ্রিল এসএসসির ২৬ হাজার (২৫,৭৩৫) চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল করে দেয়। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, তথ্য সঠিক না থাকার কারণে যোগ্য এবং অযোগ্যদের আলাদা করা সম্ভব হয়নি। সেই কারণে পুরো প্যানেলটাই বাতিল করা হচ্ছে। শুধু প্যানেল বাতিল করা নয়, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, নতুন করে নিয়োপ্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এসএসসি-কে। দাগি তথা চিহ্নিত অযোগ্যদের বেতনের টাকা ফেরত দিতে হবে। ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট এসএসসি মামলার রায় ঘোষণা করেছিল। আর ৩ মে রাজ্য সরকার রিভিউ পিটিশন করতে চেয়ে আবেদন জানায়। তবে সেই সময়েই আইনজীবীদের অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদন গ্রহণ করার সম্ভাবনা কম। ফিরদৌস শামিমের মতো আইনজীবীদের বক্তব্য ছিল, যে কারণে সর্বোচ্চ আদালত গোটা প্যানেল বাতিল করেছে, তার পর এই রায় পুনর্বিবেচনা হওয়ার আশা ক্ষীণ। তিনি বলেছিলেন, বেশির ভাগ মামলায় দেখা দিয়েছে, তথ্যগত কোনও বিভ্রান্তি বা ভুল থাকলে আদালত রায় পরিবর্তন করে। এ

ক্ষেত্রে তেমন কিছু নেই। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে এসএসসি। এবার সেই পরীক্ষার দিন ঘোষণা করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। একদিন নবম-দশম ও আর একদিন একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হবে। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ও ১৪ সেপ্টেম্বর এসএসসি-র নিয়োগের পরীক্ষা হবে। ৭ তারিখে নবম-দশম ও ১৪ তারিখে একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা হবে। আর সেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে শুক্রবার মুখ্যসচিব বৈঠক ডাকলেন সব জেলাশাসক এবং পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে। মঙ্গলবার ছাব্বিশ হাজারের চাকরি বাতিলের রায় যাতে পুনর্বিবেচনা করা হয় সেই নিয়ে এসএসসি-রাজ্য সরকার ও চাকরিহারা সহ ১৭৮ টি আর্জি দায়ের হয়েছিল। তবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চ তা খারিজ করে দেন। ফলত, আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর নতুন করে পরীক্ষায় বসতেই হচ্ছে চাকরিহারাদের। সেই কারণে পরীক্ষা নিয়ে যাবতীয় আলোচনা করতে বৈঠক ডাকলেন মুখ্যসচীব। সূত্রের খবর, নির্বিঘ্নে পরীক্ষা যাতে হয় তা আলোচনা করতেই এই বৈঠক। চাকরিহারা চিন্ময় বলেন, ''বিচার ব্যবস্থার উপর আমাদের আর আস্থা থাকল না। আশা করেছিলাম চোরেদের শাস্তি সরকার দেবে বিচারব্যবস্থা। যাঁরা সঠিকভাবে নিযুক্ত তাঁরা উপযুক্ত বিচার পাবেন। তবে আজ দেখলাম বিচারপতি বলছেন যাঁরা স্বচ্ছভাবে পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁদের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষা হয়েছিল রায়ের শেষ অনুচ্ছেদে।'' তিনি আরও বলেন, ''চোরেদের শাস্তি হল না। বিচারপতি শুধু কটা মন্তব্য করে ছেড়ে দিলেন। আমরা সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ। এসএসসি-র প্রতি বিক্ষুব্ধ। বিচার ব্যবস্থার প্রতি বিক্ষুব্ধ।'' তিনি আরও বলেন, ''পরীক্ষার আর উনিশ-কুড়ি দিন বাকি। আইনিভাবে আরও এগোবো। তবে এটা চাইব পরীক্ষার তারিখ যেন পিছনো হয়।''

অর্থ অনুমোদন নিয়ে রাজ্যের অবস্থান কী? যাদবপুর ক্যাম্পাসে সিসি ক্যামেরা নিয়ে রিপোর্ট তলব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিটিভি বসানো নিয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। জেইউ-এর নিরাপত্তার জন্য দুই ক্যাম্পাস মিলিয়ে প্রায় ৭৫ টি সিসিটিভি বসানোর জন্য ৬৮ লক্ষ টাকা অনুমোদন করার ব্যাপারে ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যকে তাদের অবস্থান জানাতে হবে হাইকোর্টে। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে সিসিটিভি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য। সঙ্গে নিরাপত্তা

সংক্রান্ত তথ্য। কোন কোন জায়গায় সিসিটিভি বসানো হবে, তাই নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হবে। ২৫ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানি। বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে এদিন মামলায় যুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করে এনআইএ ও সিআরপিএফ। যদিও আগামী দিনে তাদের যুক্ত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় আদালত। যদিও মামলাকারীর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে সিসিটিভি বসানো, কলকাতা পুলিশের অধীনে আর্মড ফোর্সের নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি করা হয়েছে মামলায়। ফলে কেন দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার মামলায় যুক্ত হওয়ার আবেদন, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। গত কয়েক বছরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনাক্রম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলাকারীর বক্তব্য, যাদবপুরে সিসিটিভি বসাতে হবে রাজ্যকে। কারণ গোটা ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২২-২৩ তারিখ বড়সড় নিষেধাজ্ঞা উত্তর বঙ্গোপসাগরে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ রোদের দেখা মিললেও সিংহভাগ সময় মেঘলাই থাকবে কলকাতার আকাশ। প্রত্যেকদিনই বিক্ষিপ্তভাবে মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি হবে। আবহাওয়া দফতর বলছে আগামী কয়েকদিন এমনই থাকবে কলকাতার আবহাওয়া। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করতে পারে ২৯ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। অন্যদিকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে। এদিন রাতের দিকে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। বৃষ্টি হতে পারে পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অধিকাংশ স্থানে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হবে। বাদবাকি জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবারও দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব দিকে নদিয়া এবং দুই চব্বিশ পরগনায় হালকা, মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। তবে বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া বাদ দিয়ে সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার ঝোড়ো হওয়া সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। মৎস্যজীবীদের জন্য ২২-২৩ তারিখ উত্তর বঙ্গোপসাগরে যেতে মানা করা হয়েছে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলায় হালকা মাঝারি বৃষ্টি হবে। এদিন জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। বুধবারও উত্তরবঙ্গেও ঝড় বৃষ্টি চলবে। তবে ভারী বৃষ্টি হবে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে।

তৃণমূলের 'ভাবনা', দক্ষিণের ছোঁয়া! ইন্ডিয়ার 'তুরুপের তাস' বি সুদর্শন রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্টঃ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পদপ্রার্থী হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির নাম ঘোষণা করল বিরোধী জোট ইন্ডিয়া ব্লক। মঙ্গলার সাংবাদিক বৈঠক করে এই নাম ঘোষণা করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে। প্রথম থেকেই ইন্ডি জোটের পদপ্রার্থী নিয়ে একাধিক নাম ভেসে বেড়াচ্ছিল রাজনৈতিক মহলে। বিশেষ করে শাসকজোট এনডিএ তামিলনাড়ু থেকে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণার পরই বিরোধী জোট ইন্ডিয়া ব্লকের অন্দরে তৈরি হয়েছিল একাধিক সমীকরণ। কখনও উঠে এসেছে ইসরোর প্রাক্তন বিজ্ঞানী তথা পদ্মশ্রী স্মারক সম্মানিত এম আন্নাদুরাইয়ের নাম। কখনও আবার উঠে এসেছে মহাত্মা গান্ধীর প্রপৌত্র তুষার গান্ধীর নাম। তবে অবশেষে সব জল্পনাকে দূরে সরিয়ে দক্ষিণী 'অরাজনৈতিক' মুখ বি সুদর্শন রেড্ডিতেই 'আস্থা' ইন্ডি জোটের। যেমনটা জোটের কাছে দাবি জানিয়েছিল তৃণমূল। সুদর্শন রেড্ডি অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা। ১৯৪৬ সালে ওই রাজ্যের রাঙ্গা রেড্ডি জেলার একটি প্রান্তিক গ্রামে জন্ম হয় তাঁর। কৃষক পরিবারের সন্তান। পরবর্তীতে হায়দরাবাদে আইন নিয়ে পড়াশোনা। স্বাভাবিক ভাবেই কর্মজীবন শুরু হয় আইনজীবী হিসাবে। ১৯৮৮ সালে সরকারি আইনজীবী হিসাবে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট নিযুক্ত করা হয় তাঁকে। ১৯৯৩ সালে পান বিচারপতির পদ। এরপর ২০০৫ সালে গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন বি সুদর্শন রেড্ডি। ২০০৭ সালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি। অবশেষে ২০১১ সালে অবসর গ্রহণ। এরপর ২০১৩ সালে গোয়ার প্রথম লোকায়ুক্ত হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। মার্চে দায়িত্বগ্রহণ, অক্টোবরেই ইস্তফা দিয়ে দেন বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী। ইন্ডিয়া জোটের উপরাষ্ট্রপতি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মোট দুটি সমীকরণ তৈরি হয়েছিল। এক তৃণমূল অনড় থেকেছিল অরাজনৈতিক প্রার্থী বাছাইয়ে। অন্যদিকে, ডিএমকে অনড় থেকেছিল তামিলনাড়ু থেকে কোনও প্রার্থী বাছাইয়ের দাবিতে। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, বিরোধী জোট উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে 'তৃণমূলী ভাবনা'তেই বেশি জোর দিয়েছে। তবে ডিএমকে-র দাবিকে একেবারে যে সরিয়ে দিয়েছে এমনটা নয়। দক্ষিণী প্রার্থী কার্যত সেই সূত্র ধরেই। কিন্তু অন্ধ্রের বাসিন্দা কেন? যেখানে বিজেপি প্রার্থী দিল তামিলনাড়ু থেকে। তার বিপরীতে অন্ধ্রকে কেন হাতিয়ার করল 'ইন্ডিয়াঈ? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা বি সুদর্শন রেড্ডিকে প্রার্থী করে চন্দ্রবাবু নায়ডুকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা বিরোধীদের। অন্ধ্রের বাসিন্দাকে সমর্থন না করলে স্থানীয় আবেগে আঘাত লাগতে পারে বলে ধারণা।

সুপ্রিম কোর্ট রিভিউ পিটিশন খারিজের পর বল নবান্নের কোর্টে

'প্ল্যান-বি রেডি আছে' বলেছিলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগে ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার সহ সমস্ত রিভিউ পিটিশনও খারিজ করে দিল সর্বোচ্চ আদালত। যার অর্থ এখন গোটা বিষয়টাই ফের আছড়ে পড়ল নবান্ন ও বিকাশ অন্যদিকে এদিন সুপ্রিমকোর্ট এক যোগে সব রিভিউ পিটিশন বাতিল করে দেওয়ায় নতুন পরীক্ষার ওপরই চাকরিহারা ও চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বলে মনে করা হচ্ছে। গত ৩০ মে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন। বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন প্রক্রিয়া

ভবনের দোরগোরায়। গত ৩ এপ্রিল এ ব্যাপারে রায় ঘোষণা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তার পর ৭ এপ্রিল সোমবার চাকরি হারাদের বরাভয় দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি বেঁচে থাকতে কোনও যোগ্য প্রার্থীর চাকরি যাবে না। মমতা বলেছিলেন, ''পরিষ্কার করে বলছি কোনও রাখঢাক নেই, যাঁরা যোগ্য তাঁদের চাকরি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। কোনও রাখঢাক নেই। সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম মেনেই করব।'' কীভাবে তা করবেন তা অবশ্য সেদিন স্পষ্ট করেননি মুখ্যমন্ত্রী। শুধু এটুকু বলেছিলেন, ''পথ হারিয়ে গেলে নতুন পথ খুঁজে পাওয়া যায়। পথে চলতে গেলে ভাঙা রাস্তা আসতেই পারে। সেই রাস্তা পেরিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। আমাদের প্ল্যান এ রেডি, বি রেডি, সি রেডি, ডি রেডি, ই রেডি।'' এদিকে চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য ভাতার কথাও ঘোষণা করেছে রাজ্য। তা নিয়েও আদালতে দায়ের হয়েছে মামলা। থেকে শুরু করে পরীক্ষা, প্যানেল প্রকাশ ও কাউন্সেলিং-সব কিছু বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছিল। চলতি বছরের ১৬ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত আবেদন সংক্রান্ত তথ্য জমা নেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিতে এও জানানো হয়েছিল, লিখিত পরীক্ষা সম্ভাব্য তারিখ সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। সেক্ষেত্রে আদালতের এই নির্দেশের পর ওই পরীক্ষা কবে হবে তা নিয়েও সব মহলে কৌতূহল। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অক্টোবরের চতুর্থ সপ্তাহে ফল প্রকাশ করতে হবে। সেই সূত্রে ইন্টারভিউ সম্ভাব্য সময়কাল-নভেম্বরের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ এবং ফাইনাল প্যানেল প্রকাশ হতে পারে চলতি বছরের ২৪ নভেম্বর। ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলের চাকরিহারাদের মধ্যে যাঁদের বয়সসীমা পেরিয়ে গিয়েছে, তাঁদের জন্যও বয়সে ছাড় দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারেও মামলা গড়িয়েছিল শীর্ষ আদালতে।

ডেঙ্গিতে রাজ্যে শীর্ষে মুর্শিদাবাদ, আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছুঁই ছুঁই

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৯ আগস্টঃ গত দু'সপ্তাহের মধ্যে পরপর ডেঙ্গিতে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। স্বাভাবিকভাবেই বাংলায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ডেঙ্গি নিয়ে। ডেঙ্গির পাশাপাশি জেলায় চোখ রাঙাচ্ছে ম্যালেরিয়া। আর মুর্শিদাবাদে এই দুটি রোগের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। তবে এখন ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যাকে ছাপিয়ে গিয়েছে ম্যালেরিয়া। জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত জেলায় প্রায় ৭৫০ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। সেখানে জেলায় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় পৌনে আটশো জন। তবে পরিস্থিতি যেরকম, তাতে ডেঙ্গি ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা। এবছর জানুয়ারি মাস থেকে পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় ৭৭৫ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। গত বছর এই সময় পর্যন্ত জেলায় ৭৮০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এবারে ম্যালেরিয়ার প্রভাব সব থেকে বেশি নবগ্রাম, সামসেরগঞ্জ, ভগবানগোলা ২ ব্লক ও রানিনগর

এক ব্লকে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, নবগ্রামে ৯৫ জন, সামসেরগঞ্জে ৬১ জন, ভগবানগোলা দুই ব্লকে ৫৭ জন এবং রানিনগর এক নম্বর ব্লকে ৫০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের সিংহভাগ ভিন রাজ্য ফেরত। তাঁরা ভিন রাজ্য থেকে জ্বর নিয়ে জেলায় ফিরছেন। তার পরে পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ম্যালেরিয়া হয়েছে। অন্যদিকে, জুলাই মাসের শেষে জেলায় যেখানে প্রায় ৫০০ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত ছিলেন। আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে তা বেড়ে সাড়ে সাতশো জন অতিক্রম করেছে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের একটা বড় অংশ ভিন রাজ্য এবং কলকাতা ফেরত। তবে ডেঙ্গি ম্যালেরিয়া রুখতে স্বাস্থ্য দফতর জেলায় কাজ চালাচ্ছে। সেই সঙ্গে ডেঙ্গি ম্যালেরিয়া রুখতে ১০টি সন্দেহজনক জায়গা চিহ্নিত করে সে সব জায়গায় মশানাশক স্প্রে করা হচ্ছে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সময় বাড়িতে বাড়িতে, জ্বর, সর্দি, কাশির মতো রোগ দেখা দিচ্ছে। জ্বর হলেই স্বাস্থ্য কর্মীরা রোগীদের ডেঙ্গি ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করাচ্ছেন। ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়া পজিটিভ হলে সেই মতো চিকিৎসা করানো হচ্ছে। তবে গত বছর শেষের দিকে বিশেষ করে অক্টোবর থেকে এবছর জানুয়ারি পর্যন্ত ডেঙ্গির দাপট জেলায় যথেষ্ট ছিল। এবছরও ডেঙ্গি প্রতি মাসেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ২০২৪ সালে তা কমে হয়েছিল ৫ হাজার ৬৪৭ জন। ২০২৪ সালের মতো ২০২৫ সালে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গি আক্রান্তের নিরিখে রাজ্যের শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ।

প্রায় ৮ পাতার সুপারিশ! পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে কেন্দ্রকে রিপোর্ট পাঠালেন রাজ্যপাল

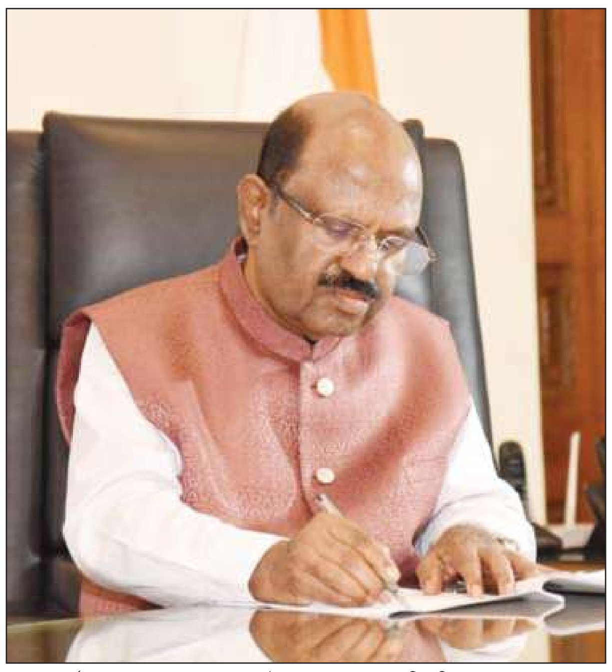

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ ভিন রাজ্যে কাজে যাওয়া বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে সুর চড়িয়েই চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক মহলেও উঠেছে ঝড়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই ইস্যু যে বড় ছাপ রাখতে চলেছে তা এথায় মেনে নিচ্ছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশ। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিন রাজ্য থেকে ফিরে এলে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলছে সরকার। চালু হচ্ছে শ্রমশ্রী। এই আবহে এবার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে রিপোর্ট পাঠালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সোজা কথায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার নিয়ে সরব, তাঁদের ফিরে আসার কথা বলছেন, তখন কেন এখানকার মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে বাইরের রাজ্যে কাজে যাচ্ছেন তা নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস! এ রাজ্যে কাজ না থাকা এবং কম মজুরি, কোনও সামাজিক সুরক্ষা না থাকার কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতিকে চিঠি বোসের! সূত্রের খবর, রাজ্যপাল সাতটা সুপারিশ করেছেন। প্রায় আট পাতার সুপারিশ। বাংলার গ্রামাঞ্চলে কাজের অভাব এবং মজুরি কম। একইসঙ্গে উল্লেখ করছেন, এখানের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২১ লাখের বেশি পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে আছে। 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে মমতা সাফ জানিয়েছিলেন, মন্ত্রিসভাতেই এই নতুন প্রকল্প পাশ হয়েছে। কোনও বাংলার কোনও পরিযায়ী শ্রমিক ভিন রাজ্য ছেড়ে বাংলায় এসে থাকতে চাইলে তাঁদের আর্থিক সাহায্য করবে সরকার। এককালীন দেওয়া হবে ৫ হাজার টাকা। পরে মাসে মাসে ৫ হাজার দেওয়া হবে। স্বাস্থ্যসাথী সহ অন্যান্য সুযোগ মিলবে।

প্রবীণদের বিশেষ গুরুত্ব, দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এড়াতে বড় বার্তা অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ বারাসত সাংগঠনিক জেলা নিয়ে বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বৈঠকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন অভিষেক। আলোচনায় প্রবীণদের বিশেষ গুরুত্বও দিয়েছেন তিনি। পুরনোদের সম্মান দিয়ে নতুনদের নিয়ে চলার বার্তা দিয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রবীণ-নবীনদের মধ্যে একপ্রকার ভারসাম্য বজায় রেখে দলের সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও মজবুত করার বার্তা দিয়েছেন তিনি। বারাসত সাংগঠনিক জেলায় একাধিকবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের খবর সামনে এসেছে। সে কারণে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়েও কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। অভিষেক স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনওরকম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বরদাস্ত করা হবে না। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে আলাদা করেও কথা বলেন তিনি। জ্যোতিপ্রিয়র শারীরিক অবস্থান খোঁজ নেন তিনি। ব্লক সভাপতির বদল নিয়েও আলোচনা হয় বৈঠকে। তিনি সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, ব্লক সভাপতি নিয়ে দলই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন অভিষেক। তিনি এদিনের বৈঠকে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি দুই পদ আঁকড়ে রাখতে পারবেন না। একটা সময়ে 'যুব তৃণমূল' করার জন্য ৪০ বছর ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে সেটা মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ ওঠে। এই বিষয়টি সঠিকভাবে মানতে হবে বলে এদিন আরও ভালভাবে স্পষ্ট করে দেন অভিষেক। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, এদিনের বৈঠকে স্পষ্টতই বোঝা গিয়েছে ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে দলের সাংগঠনিক ভিত আরও মজবুত করতে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব এখন পিছনে ফেলে এসেছে তৃণমূল।

সব ভাষাই জানা উচিত, কিন্তু মাতৃভাষাকে ভুলবেন নাঃমুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ সব ভাষাই জানা উচিত, কিন্তু মাতৃভাষাকে ভুলবেন না। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল বাংলার। সম্প্রতি গত বৃহস্পতিবার কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠান থেকে দেশের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিতে বাংলা ভাষার গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে এ কথা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি বলেন, দেশভাগের পর যাঁরা সব কিছু ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছিলেন। তাঁরা তো এদেশেরই নাগরিক। আমরা যদি অন্য ভাষাকে সম্মান করি, তোমরা কেন বাংলা ভাষাকে সম্মান করবে না? নয়ডাতে বাংলা বললে বার করে দেওয়া হচ্ছে। বাংলা না থাকলে স্বাধীনতা আসত?' প্রশ্ন তোলেন তিনি।বাঙালি মনীষীদের অবদানের কথাও স্মরণ করান মুখ্যমন্ত্রী। মমতার কথায়, বাংলা ভাষার যে মাধুর্য আছে, তা কোথাও পাবেন না। তিনি জানান, প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষাও শেখা দরকার। কারণ, সেটি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সব ভাষাই জানা উচিত। যত ভাষা শিখবেন, তত উন্নত হবেন। কিন্তু দয়া করে মাতৃভাষাকে ভুলবেন না। মাটিটাকে ভুলবেন না।তাঁর বক্তৃতায় উঠে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজি নজরুল ইসলাম, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকি, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ-সহ অন্য বাঙালি মণীষীদের নামও। তিনি জানান, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সবচেয়ে বেশি জেলে ছিলেন বাঙালিরাই। সেই ইতিহাস বোঝানোর জন্য মেয়েদের আলিপুর মিউজিয়াম ঘুরিয়ে দেখানোরও পরামর্শ দেন মমতা। এই কথা তিনি বলেন যে মাতৃ ভাষা আমাদের জানা দরকার আগে, তারপর বিদেশীভাষা জানা দরকার, মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধাকর

বুধবার গোষ্ঠ পালের জন্মদিন

কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ গোষ্ঠ পাল। এই বিখ্যাত বাঙালি ফুটবলারের বুধবার জন্মদিবস। রক্ষণে খেলার জন্য তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। দৈনিক ইংলিশম্যান তাকে চিনের প্রাচীর উপাধিতে ভূষিত করেছিল।গোষ্ঠ পাল ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলা আরম্ভ করেছিলেন। ১৯০৭ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি কুমারটুলি ক্লাবে যোগ দেন এবং ১৯১৩ সাল পর্যন্ত সেখানে থাকার পর মোহনবাগানের খেলোয়াড় রাজেন সেনের সাহায্যে তিনি ১৯১২ সালে ঐতিহ্যবাহী মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন। এর আগের বছর অর্থা ৎ১৯১১ সালে মোহনবাগান বিদেশীদের হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জয় করেছিল।১৯১৩ সালে মোহনবাগানের হয়ে তিনি প্রথম খেলেন। ২৩ বছর তিনি মোহনবাগানের হয়ে খেলেন। ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম যে দল গড়ে তাতে ছিলেন কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পাল। ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল একটাই টুর্নামেন্ট হারকিউলিস কাপে খেলতে মোহনবাগান থেকে তাকে হায়ারে নিয়েছিল এবং চ্যাম্পিয়নও হয় লাল-হলুদ।১৯২১ থেকে টানা ৫ বছর তিনিই ছিলেন মোহনবাগানের অধিনায়ক। ১৯২৪ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় দলেরও অধিনায়কত্ব পান। তিনি খেলতেন রাইট ব্যাক পজিসনে। সেই সময় তিনি বুটপরা ইউরোপিয়ান খেলোয়াড়দের খালি পায়ে খেলে প্রতিরোধ করতেন। তিনি হকি খেলাতেও দক্ষ ছিলেন, খেলতেন ক্রিকেট ও টেনিসও। ১৯৩৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।১৯৬২ সালে গোষ্ঠ পালকে ভারত সরকার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। তিনি ছিলেন প্রথম ফুটবল খেলোয়াড় যিনি পদ্মশ্রী উপাধি পেয়েছিলেন।মোহনবাগান ক্লাব ২০০৪ সালে তাকে মরনোত্তর মোহনবাগান রত্ন উপাধিতে ভূষিত করে।মোহনবাগান ক্লাবের ভিতরে তার নামে একটি সংগ্রহশালা গোষ্ঠ পাল সংগ্রহশালা তৈরি হয়েছে। তাছাড়া তার স্মরণে ডাকটিকিটও প্রকাশিত হয়েছে।১৯৮৪ সালে কলকাতা ময়দানে স্থাপিত হয় তার ভাস্কর্য। খালি পায়ে ফুটবল খেলার উৎকর্ষতা বোঝানো হয়েছে এই ভাস্কর্যে।

এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে রাধাকৃষ্ণণকে অভিবাদন, উপ-রাষ্ট্রপতি পদে সমর্থন সবার

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃএনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে মঙ্গলবার উষ্ণ অভিবাদন জানানো হয়েছে এনডিএ-র উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সি পি রাধাকৃষ্ণণকে। উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে সি পি রাধাকৃষ্ণণকে সবাই সমর্থন জানিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, বৈঠকে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য এনডিএ প্রার্থী সি পি রাধাকৃষ্ণণকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এনডিএ-র ফ্লোর লিডার, সাংসদরা, সি পি রাধাকৃষ্ণণজিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান, তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয়ের পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবেদন করেছেন, সমস্ত দল এবং দলের সব সাংসদ একত্রিত হয়ে এনডিএ কর্তৃক উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত প্রার্থীকে সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করুন।রিজিজু আরও বলেছেন, সি পি রাধাকৃষ্ণণ উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য খুব ভালো একজন নাম। সকলেই এটি মেনে নিয়েছেন। তাঁর জীবনে কোনও বিতর্ক নেই, কোনও দুর্নীতি নেই, কোনও কলঙ্ক নেই, তিনি খুব সরল জীবনযাপন করেছেন এবং কেবল সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করেছেন। যদি এমন একজন ব্যক্তিঃ দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি হন, তবে এটি দেশের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হবে। রাজনাথ সিংও সকলের সঙ্গে কথা বলছেন এবং আমরা চাই, আমরা সকলে মিলে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাধাকৃষ্ণণকে সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করি এবং এটি আমাদের গণতন্ত্রের জন্য খুবই কার্যকর হবে, আমাদের দেশের জন্য এবং রাজ্যসভা পরিচালনার জন্যও।

পুতিন ও জেলেনস্কি খুব শীঘ্রই মুখোমুখি বসবেন, জানালেন ডোলান্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৯ আগস্ট ঃ ভ্লাদিমির পুতিন ও জেলেনস্কি খুব শীঘ্রই মুখোমুখি বসবেন, এমনটাই আশা প্রকাশ করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোলান্ড ট্রাম্প। ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, তিনি আশা করছেন খবু শীঘ্রই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে।ভলোদিমির জেলেনস্কি জানান, ট্রাম্পের সঙ্গে ' খুব ভাল' বৈঠক হয়েছে তাঁর। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আমাদের খুব ভাল এবং গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। আমরা খুবই সংবেদনশীল বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। এ দিনের বৈঠক হয়েছিল, ভূমি বিনিময় ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে। ইউক্রেন ও রাশিয়া শান্তি চুক্তির জন্য কী ভূমিকা পালন করবে তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।সোমবার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে বৈঠক শেষে জেলেনস্কি জানান, হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে অস্ত্র কেনা নিয়ে আলোচনা হয়। ইউক্রেনের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ইউরোপীয় তহবিল থেকে ৯০০০ কোটি ডলার তাদের দেওয়া হবে যাতে তারা আমেরিকা থেকে অস্ত্র কিনতে পারে। পাশাপাশি, জেলেনস্কির আরও একটি প্রস্তাব ছিল, ইউক্রেন যেই ড্রোন তৈরি করবে, তার মধ্যে কিছু আমেরিকাকে কিনতে হবে। তবে এ বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।বৈঠক শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের ধন্যবাদ জানান। তিনি তাঁর সমাজমাধ্যম ' ট্রুথ এ লেখেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালেকজান্ডার স্টাব, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মার্জ, ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভনডের লেইন এবং ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটের সঙ্গে ওভাল অফিসে আমার খুব ভাল বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে আমরা ইউক্রেনের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। এ ব্যাপারে ইউরোপীয় দেশগুলি তাদের সহমত জানিয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেনের ' নিয়ে সবাই খুব খুশি।

পিএমও থেকে পাওয়া তথ্যই পড়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ঃ তেজস্বী যাদব

গয়া, ১৯ আগস্ট ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে তীব্র কটাক্ষ করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। গত রবিবারের সাংবাদিক সম্মেলনকে কটাক্ষ করে তেজস্বী বলেছেন, তিনি এখনও তথ্য-সহ কোনও স্পষ্ট উত্তর দেননি। আমাদের বলুন কেন জীবিত ব্যক্তিদের মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল। এরকম হাজার হাজার উদাহরণ আমরা উপস্থাপন করতে পারি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্যই পড়েছেন। তিনি কেবল তাই বলছেন, যা তাকে বলা হয়েছিল। যদি তিনি বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তাঁর বলা উচিত। এতে লজ্জা পাওয়ার কী আছে।মঙ্গলবার সকালে গয়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভোটার অধিকার যাত্রা প্রসঙ্গে তেজস্বী বলেছেন, এই যাত্রা জনগণের কাছ থেকে প্রচুর ভালোবাসা এবং সমর্থন পাচ্ছে এবং জনগণ এখন বুঝতে পারছে যে বিজেপির লোকজন কীভাবে প্রথমে নির্বাচন কমিশন চুরি করেছিল। এখন যেহেতু ভোট চুরি হচ্ছে, জনগণ সচেতন এবং বিহার থেকে গণতন্ত্রকে ধ্বংস হতে দেওয়া হবে না, যে ভূমিতে গণতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল। এটি একটি ঐতিহাসিক যাত্রা হতে চলেছে।

বন্যায় মাটিতে মিশে গেল আখ গাছ, মোরাদাবাদে মাথায় চাষিদের

মোরাদাবাদ, ১৯ আগস্ট ঃ রামগঙ্গা নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। নদীর জল পৌঁছে গিয়েছে কৃষি জমিতে। মাটিতে মিশে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা আখ গাছ। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সঞ্জয় বলেন, আখ ছিল, ধান ছিল, বন্যায় সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে। যখন জলস্তর কমে যাবে, তখন আমাকে আবার সব ফসল লাগাতে হবে। এতে ২০,০০০ টাকার ক্ষতি হয়েছে। সরকারের এটা নিয়ে ভাবা উচিত। আমাকে আবার ঋণ নিতে হবে।রামগঙ্গা নদীতে বন্যার কারণে ফসল নষ্ট হওয়ার বিষয়ে মোরাদাবাদের উদ্যান পালন বিভাগের বিভাগীয় পরিসংখ্যান আধিকারিক হরজি সিং বলেন, ক্ষতির সঠিক হিসাব এখনও আমাদের কাছে নেই। 'ফসল বীমা যোজনা'র অধীনে কৃষকদের বীমা থাকলে, তাঁদের সেই অনুযায়ী বীমা করা হবে। সরকার কৃষকদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে। আমরা যতটা সম্ভব কৃষকদের সাহায্য এবং দিকনির্দেশনা দিচ্ছি।

উত্তর প্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত অটোচালক

বারাণসী, ১৯ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশের বারাণসীর জেলায় গাড়ি-অটোর সংঘর্ষে প্রাণ হারান এক অটো চালক। ঘটনাটি ঘটেছে , সোমবার রাতে সর্কিট হাউস-ভোজুবীর রোডের কাছে। জানা গেছে, একটি যাত্রিবাহী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোতে ধাক্কা মারায় অটোচালকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন যাত্রী। খবর পেয়ে পুলিশ

ইরান পশ্চিম এশিয়ায় টেকসই নিরাপত্তা গড়তে চায় যে কৌশলে

বিশ্বসংবাদসংস্থা(ইরান)ঃ - ইরান থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র আরমানে মেল্লি একটি প্রবন্ধে পশ্চিম এশীয় অঞ্চলে টেকসই নিরাপত্তার বিষয়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে।সোমবার ইরান থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র আরমানে মেল্লি-তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছেঃইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব আলী লারিজানি দায়িত্ব গ্রহণের পর তার প্রথম বিদেশ সফরে ইরাক এবং লেবানন ভ্রমণ করেছেন।এই সফরের মূল লক্ষ্য ছিল নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক সহযোগিতা জোরদারের পাশাপাশি এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও স্বাধীনতা বজায় রাখার ওপর জোর দেয়া। বাগদাদে লারিজানি প্রধানমন্ত্রীসহ ইরাকি ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত ও আলোচনা করেন।আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ এবং বিজাতীয় গোষ্ঠীগুলোকে দুই দেশের ভূখণ্ড শোষণ থেকে বিরত রাখার জন্য একটি নিরাপত্তা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এই অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর আলোকে এই পদক্ষেপটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।বৈরুতে তিনি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সংসদের স্পিকার এবং লেবাননের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতাদের সাথেও সাক্ষাত করেন। এই আলোচনার সময়, লেবাননের স্বাধীনতা এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতি ইরানের সমর্থনের উপর জোর দেয়া হয় এবং আরব এই দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যেকোনো বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করা হয়।প্রতিরোধ আন্দোলনকে সমর্থন এবং হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার বিদেশী চাপের বিরোধিতা সংক্রান্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অবস্থানও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় লারিজানির এই সফরে। লারিজানি এমন সময় এইসব সফর করলেন যখন পশ্চিম এশিয়া নানা ধরনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এইসব চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে সম্প্রতি ইরানে ইসরাইলি হামলা বা ইরান-ইসরাইল যুদ্ধ এবং লেবাননের প্রতিরোধ আন্দোলনের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপের জন্য আন্তর্জাতিক চাপের প্রেক্ষাপটে। নিরাপত্তাগত পরিস্থিতির কারণে ইরান ও ইরাকের মধ্যে নিরাপত্তা ও সীমান্ত রক্ষা সংক্রান্ত সহযোগিতাও বেশ জরুরি হয়ে উঠেছে। এটা স্পষ্ট বর্তমান স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে টেকসই নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক ও প্রতিবেশি দেশগুলোর সঙ্গে সংলাপ ও সমন্বয়সহ নানা ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বেশ জরুরি। এরই প্রেক্ষাপটে লারিজানির সফর এখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ সফর হিসেবে আলোচিত। এ বিষয়টিকে এখন মার্কিন পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাগুলোর সঙ্গে তুলনা করে দেখা হচ্ছে। ইরাক ও লেবাননে সফর প্রসঙ্গে লারিজানি বলেছেন, ইরান আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটকে তার জাতীয় নিরাপত্তা নীতি বা কৌশলের মধ্যে গুরুত্ব দিচ্ছে। মার্কিন সরকার ও ইসরাইল কোনো রাখঢাক না রেখেই বলছে যে আমরা শক্তির পথ ধরে শান্তি চাই! এর অর্থ হয় আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর নতুবা যুদ্ধ কর! এমন নীতি পুরো অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করবে। আমরা সিরিয়াতে এর বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখেছি। অন্যদিকে ইরান এ অঞ্চলের দেশগুলোকে নিয়ে টেকসই নিরাপত্তার বলয় সৃষ্টি করতে চায়। এ পরিকল্পনায় আঞ্চলিক সব দেশই হবে শক্তিশালী। এরই আলোকে আমরা টেকসই নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইরাকের সঙ্গে নিরাপত্তা সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করেছি যাতে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে টেকসই নিরাপত্তা জোরদার হয়। তিনি ইরানের ওপর মার্কিন ও ইসরাইলের আরোপিত সাম্প্রতিক যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেছেন, এটি ছিল তাদের ধারাবাহিক পরিকল্পনার অংশ এবং তারা সব সময়ই এ অঞ্চলে অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছে। আগে তারা নানা ঘটনা ও পদক্ষেপের আড়ালে থেকে সন্ত্রাসী বা দুস্কৃতিমূলক তপরতা চালাত, এবার তারা সরাসরি সক্রিয় হয়েছে।ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব আরও বলেছেন, ''তারা ভেবেছিল কোনো কোনো মতভেদ বা রক্ষণশীলতার কারণে মুসলিম দেশগুলোর মাঝে ইরান একঘরে হয়ে পাবে, কিন্তু বাস্তবে মুসলিম জাতি ও সরকারগুলো ইরানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে ইউরোপ ইসরাইল ও মার্কিন সরকারের পক্ষ নিয়েছে। ইরানের সশস্ত্র বাহিনী শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, তারা ভেবেছিল তাদের কাছে সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে. ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের বৃষ্টি তাদেরকে পুরোপুরি বিচলিত বা অসহায় করে তুলেছিল। ইসরায়েলের মোকাবেলায়. ইরানের কৌশল এবং সামরিক পদক্ষেপ ছিল একটি ব। সাফল্য। অবশ্য আমাদেরও দুর্বলতা ছিল। ইরানের অভ্যন্তরে শত্রু অনুপ্রবেশের বিষয়টি একটি গুরুতর বিষয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতাগুলো ছিল বেদনাদায়ক, কিন্তু আমাদের শক্তিও ছিল এবং আমাদের সেগুলির কার্যকর বা প্রভাবশালী দিকগুলোকে দেখতে হবে।

এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ বিরোধীদের, শামিল তৃণমূলও

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃবিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধন (এসআইআর)-এর বিরোধিতায় মঙ্গলবারও সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন কংগ্রেস-সহ ইন্ডি জোটের সদস্যরা। নির্বাচন কমিশনের আপত্তি সত্ত্বেও 'ভোট চুরি' স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী দলের সাংসদরা।কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি-সহ বিভিন্ন দলের সাংসদরা বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা, তৃণমূলের শতাব্দী রায় প্রমুখ নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ান।

বড় ঘোষণা কেন্দ্রের, কাঁচা তুলা আমদানির ওপর এআইডিসি মকুবের সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় সরকার কাঁচা তুলা আমদানির ওপর শুল্ক এবং কৃষি অবকাঠামো ও উন্নয়ন সেস (এআইডিসি) সম্পূর্ণ মকুবের ঘোষণা করেছে। এই মকুব ১৯ আগস্ট, মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হয়েছে এবং চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৈধ থাকবে।মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, কাঁচা তুলা আমদানির ওপর শুল্ক এবং কৃষি অবকাঠামো ও উন্নয়ন সেস (এআইডিসি) সম্পূর্ণ মকুবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তা মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর হয়েছে এবং আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৈধ থাকবে।

দিল্লিতে যমুনার জল ঢুকে পড়ল লোকালয়ে, দুর্ভোগের কথা শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃ আশঙ্কা ছিলই, আর তাই হল। যমুনার জলস্তর বৃদ্ধি পেতেই লোকালয়ে ঢুকে প।ল জল। মঙ্গলবার দিল্লির যমুনা বাজারে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে যমুনার জল। এই দু ঃসময়ে স্থানীয়দের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তিনি দুর্ভোগে থাকা মানুষজনের দু ঃখ-কষ্টের কথা শোনেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। সকালে জলস্তর প্রায় ২০৬ মিটার ছিল, কিন্তু এখনও এই সীমা অতিক্রম করেনি। এক-দুই দিনের মধ্যে জল কমে যাবে। আমরা খাবার ও জল সরবরাহ করছি এবং এখানে একটি চিকিৎসা সুবিধাও দিচ্ছি। দিল্লিতে কোনও বন্যা পরিস্থিতি নেই।উল্লেখ্য, গত কয়েক দিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে দিল্লি-সহ লাগোয়া রাজ্যগুলিতে। আবার হরিয়ানার যমুনানগরে হথিনিকুন্ড ব্যারেজের ১৮টি গেট দুই দিন আগে খোলার পর যমুনা নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। দিল্লিতে রীতিমতো ফুঁসছে যমুনা। যমুনার জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে রাজধানীতে।স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, প্রতি মুহূর্তে জলের স্তর বাড়ছে। যার জেরে আতঙ্কও বাড়ছে। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন এবং সেচ দফতর।

মণিপুরে হাইওয়ে অপারেশন নিরাপত্তা বাহিনীর, উদ্ধার ৩.২ কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট, গ্রেফতার এক

ইমফল, ১৯ আগস্টঃ মণিপুরের ২ নম্বর জাতীয় সড়কে রুটিন অভিযানে ৩.২ কেজির বেশি মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। মাদক পাচারের অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল সোমবার রাতে থউবাল জেলার অর্ন্তগত সেনাপতি থানাধীন থউবাল মইজিং এলাকায় ২ নম্বর জাতীয় সড়কে রুটিন অভিযান পরিচালিত করেছিল নিরাপত্তা বাহিনী। এক সময় টি খুলেন এলাকায় একটি চার চাকার মাহিংদ্রা বলেরোর গতিরোধ করে ৩.২ কেজি ওজনের মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেন অভিযানকারীরা। এর সঙ্গে মহম্মদ সাজিদ খান (৩৫)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে।নিরাপত্তা কর্মীরা মাদক পাচারে ব্যবহৃত মাহিন্দ্রা বলেরো গাড়ি, মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট এবং আধার কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছেন। উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেট সহ মাদক পাচারকারী সাজিদ খানকে থউবাল থানায় হস্তান্তর করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।থউবাল থানায় সাজিদ খানের বিরুদ্ধ নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল, বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

শিমলা, ১৯ আগস্ট ঃ গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশের জনজীবন। এর মধ্যেই সোমবার গভীর রাতে কুল্লু জেলার কানোন গ্রামে মেঘভাঙা বৃষ্টি শুরু হয়। তার জেরে হড়পা বানে ভেসে গিয়েছে সেখানকার একটি সেতু এবং অন্তত তিনটি দোকান। তবে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। মঙ্গলবার স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে কুল্লু এবং বানজার এলাকার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কয়েক দিনের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এই মরসুমে হিমাচলে অন্তত ৩৭ বার মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে। ৭৫টি হড়পা বান নেমেছে রাজ্যের নানা জায়গায়। হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় এযাব বন্ধ রয়েছে ৪০০-র বেশি রাস্তা। হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় বেশ কয়েকটি স্থানে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে এবং তিনটি ন্যাশনাল হাইওয়ে-সহ ৪০০টি রাস্তা বন্ধ হয়ে রয়েছে বলে জানা গেছে খবর সূত্র থেকে।

রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আচমকা ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিক্রিয়া

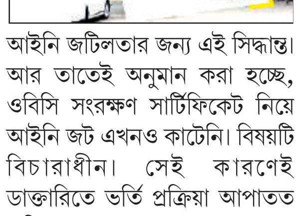

কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আচমকাই বন্ধ হয়ে গেল ভর্তি প্রক্রিয়া! এমবিবিএস, বিডিএস কোর্সে আপাতত কাউকে ভর্তি করা হচ্ছে না। স্বাস্থ্যভবনের এহেন নোটিশ পেয়ে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মুখে নিট উত্তীর্ণরা।স্বাস্থ্যভবনের এই নোটিশের বিরোধিতা করেছে বিভিন্ন সংগঠন। ফের কবে তাঁরা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে ডাক্তারি কোর্স শুরুর সুযোগ পাবেন, জানেন আগ্রহীরা। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের অনুমান, ওবিসি জটের কারণেই রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে নতুন কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না।স্বাস্থ্যভবনের অন্দরের খবর, কিছু আইনি জটিলতার জন্য এই সিদ্ধান্ত। আর তাতেই অনুমান করা হচ্ছে, ওবিসি সংরক্ষণ সার্টিফিকেট নিয়ে আইনি জট এখনও কাটেনি। বিষয়টি বিচারাধীন। সেই কারণেই ডাক্তারিতে ভর্তি প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত করা হল। হয়ত মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার অপেক্ষা করছে কর্তৃপক্ষ।উল্লেখ্য, ওবিসি নিয়ে এই জটিলতার কারণে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফলও প্রকাশ করা যায়নি।

রাশিফল

মেষঃরাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। আপনার পছন্দের কাজে লিপ্ত হয়ে আপনি আপনার মনকে খুশি রাখবেন। সামাজিক যোগাযোগ এবং নতুন সম্পর্ক তৈরির জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সময়। যদি আপনি কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন, তবে আপনাদের মধ্যে একটি বিশেষ মুহূর্ত তৈরি হবে।

বৃষঃ সাফল্য হাতের নাগালে এলেও শক্তি কমে আসবে। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আপনার মামা বা মাতামহের পক্ষে আপনাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা সম্ভব।

মিথুনঃ আজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সুযোগে পূর্ণ হবে। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা এই দিন খুব শক্তিশালী হবে, যা আপনাকে স্পষ্টতার সঙ্গে আপনার চিন্তাভাবনা

কর্কট রাশি ঃ অপ্রত্যাশিত ভ্রমণ ক্লান্তিকর হতে পারে যা আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। আপনার শরীরকে তেল দিয়ে মালিশ করা পেশীগুলিকে আরাম দেবে।

সিংহঃসিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের ক্রমবর্ধমান উস হতে চলেছে। আপনি যে কাজেই হাত দিন না কেন, তাতেই সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন, যা আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

কন্যা ঃযার অস্তিত্ব আছে সেইদিকে আপনার চিন্তা এবং উদ্যম চালনা করুন। শুধু চিন্তা করে গেলে কিছু লাভ নেই। আপনার সমস্যা হল আপনার চেষ্টা করেন না কেবল সে সম্পর্কে ধারণা পোষণ করেন। যদি আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন তবে চিন্তাভাবনা ।

তুলাঃ আজকের দিনটি তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে নতুন সতেজতা এবং উৎসাহ নিয়ে. আসতে চলেছে। আপনি আপনার কল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। এটি আপনার আইডিয়াগুলি বাস্তবায়নের সময়।

বৃশ্চিকঃস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এই সময়কালটি মন্দ যাবে, কাজেই আপনি কি খাচ্ছেন সে ব্যাপারে সতর্ক হোন। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা হবে- কোনো প্রতিশ্রুতি করার আগে ভালো করে

ধনুঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি শক্তিতে পূর্ণ হতে চলেছে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন, এতে আপনার চারপাশের মানুষেরা আপনাকে বুঝতে পারবেন। ।

মকরঃ ভালো করে না ভেবে লগ্নি করলে অর্থের অপচয় হবে। চর্মরোগ ও শারীরিক অবসাদে ভুগবেন।

কুম্ভঃ আজকের দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক শক্তি এবং নতুন সুযোগে পূর্ণ হবে।

মীনঃ ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে। গ্রহ এবং নক্ষত্রের উপকারী স্থানের কারণে আপনি আজ অর্থ উপার্জনের অসংখ্য সুযোগ পেয়ে যাবেন। অবিলম্বে আপনার বাড়ির চারপাশে কিছু

আবহাওয়া

বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। ভ্যাপসা গরমে নাস্তানাবুদ শহরবাসী, একটু একটু করে বাড়ছে তাপমাত্রাও। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহঃবার রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চলতি সপ্তাহে আবারও বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ অঞ্চল। তার প্রভাবে সপ্তাহের মধ্যভাগে কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরের জেলাগুলিতে দুর্যোগ চলতে পারে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। রয়েছে অতি প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৮৮-সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১০.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৩মিনিটে

শ্বশুরকে বাবা বানিয়ে এদেশের নাগরিক! বনগাঁর পঞ্চায়েত কর্মী বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী?

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯ আগস্টঃ বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী এদেশের পঞ্চায়েত কর্মী। তিনি আবার শ্বশুরকে বাবা বানিয়ে ভোটার কার্ডও তৈরি করে ফেলেছেন। বাংলায় এসআইআর আবহেই ভয়ঙ্কর অভিযোগ। ঘটনাটি বনগাঁর পাটশিমুলিয়াতে। জানা যাচ্ছে, পাটশিমুলিয়া ২৪৯ নম্বর বুথে ভোটার তালিকায় সাহিদ মণ্ডলের বাবার নাম ওহিদুল মণ্ডল। আবার এদিকে, সাহিদের স্ত্রী সাবানা মণ্ডলের বাবার নামও ওহিদুল মণ্ডল। বিজেপির অভিযোগ, সাহিদ বাংলাদেশ থেকে এসে সাবানাকে বিয়ে করেন। সাবানার বাবা ওহিদুলকে বাবা বানিয়ে ভোটার কার্ডও তৈরি করে ফেলেন। বনগাঁর বিডিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাগদার বিজেপি মণ্ডল সভাপতি সুমন মণ্ডল। তিনি বলেন, ''শ্বশুরকে বাবা বানিয়ে সাহিদ বর্কমানে সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠিকাকর্মী হিসাবে কাজও করছেন। আসলে সাহিদের বাবা বাংলাদেশের বাসিন্দা। তিনি এদেশে এসেছেন, সবে ৩-৪ বছর হয়েছে। এর মধ্যেই ভোটার লিস্টে নাম তুলেছে, ভোটার কার্ড হয়ে গিয়েছে, বাংলাদেশের

কোভিড কার্ড আমাদের কাছে আছে (এটি সংবাদমাধ্যমের সামনেও দেখান তিনি)। এটাই প্রমাণ দেয় সাহিদ বাংলাদেশি।'' যদিও অভিযুক্ত সাহিদের দাবি, ''আমি ভারতীয়, অবিবাহিত। আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড সবই এখানে রয়েছে। এখানকারই বাসিন্দা। আমার এখানকারও কোভিড কার্ড রয়েছে, সেটা আমি অনলাইন থেকে বার করেও দিতে পারি।'' শ্বশুরকে বাবা বানানোর বিষয়ে তিনি বলেন, ''মিথ্যা অভিযোগ। আমি অবিবাহিত।'' পঞ্চায়েত প্রধান কামরুন নাহার মণ্ডল বলেন, ''সাহিদের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। এখানে কাজও করে। বিজেপি যে অভিযোগ এনেছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবুও আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব।''

দু'বেলা খেতে দেওয়া নিয়ে সমস্যা, মেরে মায়ের মুখ ফাটিয়ে দিল ছেলে!

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯ আগস্টঃ বারুইপুরে বৃদ্ধা মাকে মেরে মুখ ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল গুণধর ছেলের বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে শাশুড়িকে শারীরিক নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে বৌমার বিরুদ্ধেও। বারুইপুর থানার ইন্দ্রপালা এলাকার ঘটনা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত বৃদ্ধার নাম বিমলা দে। বিমলার অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বড় ছেলে স্বপন দে ও বৌমা তাঁর উপর অত্যাচার চালিয়ে আসছেন। ছেলে তাঁকে ঠিকমতন

খেতেও দেন না, উল্টে নানাভাবে হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। এর আগে বিষয়টি নিয়ে পাড়ায় সালিশি সভাও বসেছিল। কিন্তু কোন কিছুতেই ছেলের অত্যাচার থেকে মুক্তি মেলেনি বলে বৃদ্ধার দাবি। সোমবার বিষয়টি চরমে পৌঁছয়। সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে ছেলে ও বৌমা মিলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। গুণধর ছেলে স্বপন দে ঘুষি মেরে মায়ের মুখ ফাটিয়ে দেন বলে অভিযোগ। বৃদ্ধার ছোট ছেলে বৃদ্ধাকে বাঁচাতে এলে তাঁকেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বৃদ্ধা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। বৃদ্ধার বক্তব্য, ছেলেকে এত কষ্ট করে বড় করেছি, কখনই ভাবিনি বড় হয়ে এমনটা হবে। যত্ন করা তো দূরের কথা। দুবেলা দুমুঠো খেতে পর্যন্ত দেয় না ঠিক করে। পাড়ার লোক অনেক বুঝিয়েছে। কিছুতেই কিছু হয়নি।

রাজ্যে স্থগিত ডাক্তারিতে ভর্তি!

স্বাস্থ্যভবনের নোটিস, কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ ওবিসি জট বাধ সাধল ডাক্তারিতেও। সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে ডেন্টাল-সহ এমবিবিএস-র ভর্তি প্রক্রিয়াতেও কাউন্সিলিং অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। সূত্রের খবর, ওবিসি সংক্রান্ত মামলার জটিলতার কারণেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে তাদের। সপ্তাহ দেড়েক আগেই এমবিবিএস ও বিডিএস অর্থাৎ ডেন্টালের কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম দাখিলের কাজ রবিবার রাতে মিটে গিয়েছিল। যার ভিত্তিতে বুধবার ফলপ্রকাশের কথা ছিল। রাজ্যে ৫ হাজারের অধিক যে আসন রয়েছে, তাতে চয়েজ ফিলিং বা পছন্দের ভিত্তিতে নাম দাখিলের হিসাবে ইতিমধ্যেই যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ১১ হাজার পড়ুয়া। কিন্তু পর মুহূর্তেই স্থগিত করে দেওয়া হল কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া। যার জেরে আপাতত এই ১১ হাজার পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ ঘিরে অনিশ্চিয়তা তৈরি হয়েছে বলেই মনে করছেন একাংশ। কারণ, ডাক্তারি পড়ুয়াদের ভর্তি থেকে বার্ষিক পরীক্ষা, সমস্তটাই গোটা দেশজুড়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা এনএমসি'র গাইডলাইন মেনে প্রায় একই সময়ে হয়ে থাকে। কিন্তু স্বাস্থ্য ভবনের এই একটা সিদ্ধান্তের জন্য গোটা প্রক্রিয়া থেকে দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় পিছিয়ে পড়বে বাংলার মেডিক্যাল পড়ুয়ারা। এছাড়াও, একাংশের মেধাবী পড়ুয়া রাজ্যের বাইরে পাড়ি দিয়ে দেবে এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। স্বাস্থ্যভবনের এই নোটিসের বিরোধিতা করেছে বিভিন্ন পড়ুয়া ও মেডিক্যাল সংগঠনগুলি। স্বাস্থ্যভবনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নিট-এ উত্তীর্ণদের এমবিবিএস ও বিডিএস, এমডিএস অর্থাৎ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া আপাতত বন্ধ। কারণ হিসেবে কিছু জানানো হয়নি। তবে স্বাস্থ্যভবনের অন্দরের

খবর, কিছু আইনি জটিলতার জন্য এই সিদ্ধান্ত। আর তাতেই অনুমান করা হচ্ছে, ওবিসি সংরক্ষণ সার্টিফিকেট নিয়ে আইনি জট এখনও কাটেনি। বিষয়টি বিচারাধীন। সেই কারণেই ডাক্তারিতে ভর্তি প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত করা হল। হয়ত মামলার নিস্পত্তি হওয়ার অপেক্ষা করছে কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, ওবিসি নিয়ে এই জটিলতার কারণে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফলও প্রকাশ করা যায়নি।

এনিয়ে এআইডিএসও রাজ্য মেডিকেল ইউনিটের আহ্বায়ক ডাঃ সামস মুসাফিরের বক্তব্য, ''স্বাস্থ্যভবন একটি নোটিস জারি করে এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিয়েছে। এর ফলে নিট-ইউজি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল। এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত করে দেওয়া বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। যেভাবে আইনি জটিলতা তৈরি করে সেটাকে অজুহাত করে উচ্চশিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে ভর্তি প্রক্রিয়া বানচাল করে রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে গেলে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের সময় সংকুচিত হবে, যার প্রভাব কেবল ডাক্তারি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ওপর নয়, স্বাস্থ্য পরিষেবার মানের উপরও পড়বে। তাই আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে সমস্ত রকম সমস্যা তপরতার সাথে সমাধান করে ভর্তি প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে হবে এবং ক্লাস চালু করতে হবে। অবিলম্বে এই পদক্ষেপ না নিলে রাজ্যজুড়ে ছাত্র সমাজ বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে।'' একদিকে জয়েন্ট। অন্যদিকে নিট। এই সমাজের অন্যতম দু'টি পেশার জন্য প্রয়োজনীয় পড়াশোনার প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল ঘিরে হাজার জটিলতা। ডাক্তারি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফল প্রকাশ হলেও, রাজ্যে শেষ মুহূর্তে এসে আটকে গেল কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া। অন্যদিকে, রাজ্য জয়েন্ট তার ফলপ্রকাশ কবে হবে, সেই প্রশ্নের উত্তর এখন পড়েছে গিয়ে সময়ে ঘাড়ে। ওবিসি জটিলতার কারণেই পুরোটাই এখনও আঁধারে। এদিন চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''যে সমস্ত পড়ুয়ারা পাশ করে ভর্তি প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করেছেন, তারা এবার হতাশ হয়ে পড়বেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হবে। আর গোটা সেশন দেরিতে শেষ হলে পরবর্তী জীবনেও নানা সমস্যা হবে। বিশেষ করে ইন্টার্নশিপ ও চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে।'' এই বিড়ম্বনা থেকে ফের দুর্নীতি তৈরি হতে পারে বলেও মনে করছেন তিনি। তাঁর কথায়, ''ভর্তি বিলম্বিত হওয়ার কারণে বহু পড়ুয়াই এখানে ভর্তি হবে না। আসন ফাঁকা থাকবে। তখনই টাকা নিয়ে র‍্যাঙ্ক জাম্প করিয়ে পড়ুয়া ভর্তি করানো হতে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে।''

গড়িয়া-শিয়ালদহ থেকে দমদম, নতুন মেট্রো চালু হলেই লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের বিরাট সুবিধা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ তিনটি নতুন রুটে চালু হচ্ছে মেট্রো পরিষেবা। আগামী ২২ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কলকাতায় সেই নতুন রুটগুলির উদ্বোধন করবেন। প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। ওইসব রুটের নিত্যযাত্রীরাও আশায় আছেন এই রুট নিয়ে। এবার মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হল যে নতুন রুটগুলি চালু হলে ঠিক কতটা সুবিধা হবে লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ লোকাল ট্রেনে যাতায়াত

করেন নিজের কর্মস্থলে। কিন্তু স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছতে যে যানজটের যন্ত্রণা পেরতে হয়, সেই সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মেট্রোর তরফ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, কোন কোন রুট দিয়ে সহজেই রেল স্টেশনে পৌঁছনো যাবে। আগামী ২২ আগস্ট সব মিলিয়ে ১৪ কিলোমিটারের মেট্রো পথ উদ্বোধন করা হবে, যা কার্যত রেকর্ড। রুট তিনটি হল শিয়ালদহ-এসপ্লানেড (২.৪৫ কিলোমিটার), নোয়াপাড়া-জয়হিন্দ বিমানবন্দর (৬.৭৭ কিলোমিটার), হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (রুবি)-বেলেঘাটা (৪.৩৯ কিলোমিটার)। ১. বেলেঘাটা ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তথা রুবি জুড়ে গেলে, বেলেঘাটা থেকে যাত্রীরা সোজা কবি সুভাষ অর্থাৎ নিউ গড়িয়া পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবেন। আর কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে যোগ রয়েছে নিউ গড়িয়া রেল স্টেশনের। অর্থাৎ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সঙ্গে সরাসরি জুড়ে যাবে মেট্রো স্টেশন। ফলে, যাত্রীরা মেট্রোতে চেপে পৌঁছে যেতে পারবেন স্টেশনে। ২. শিয়ালদহ-এসপ্লানেড রুট চালু হলে প্রায় ১ ঘণ্টার রাস্তা পার করা যাবে ১১ মিনিটে। এটি হাওড়া ময়দান-সেক্টর ৫ রুটের একটি অংশ। ফলে এই রুটে পড়ছে, হাওড়া ও শিয়ালদহের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন। দুটি স্টেশনের সঙ্গেই মেট্রো স্টেশনের সংযোগ থাকছে। এই দুই স্টেশনেই সহজে যেতে পারবেন রেলযাত্রীরা। অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর বা গড়িয়া থেকে হাওড়া স্টেশন যেতে গেলেও এসপ্লানেড হয়ে যাওয়া যাবে। ৩. নোয়াপাড়া-এয়ারপোর্ট মেট্রো রুট চালু হলেও উপকৃত হবেন রেলযাত্রীরা। এই রুটে নোয়াপাড়া ও এয়ারপোর্ট ছাড়া রয়েছে দুটি স্টেশন- যশোর রোড ও দমদম ক্যান্টনমেন্ট। ঠিক যেভাবে শিয়ালদহ আর দমদমে রেল স্টেশনের সংযোগকারী মেট্রো স্টেশন রয়েছে, সেভাবেই আরও দমদম ক্যান্টনমেন্টেও সংযোগকারী মেট্রো স্টেশন তৈরি হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, শুধুমাত্র নিত্যযাত্রীরাই নন, এই মেট্রো চালু হলে পুজোর দর্শণার্থীদেরও বিশেষ সুবিধা হবে। রাস্তার যানজটও অনেকটা কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রথমার আগেই বিনামূল্যে দুর্গা পূজা দেখার বড় সুযোগ এবার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বাংলার দুর্গাপুজো এখন হেরিটেজ। আর 'ইউনেসকো'র সহযোগিতায় এবারও উদ্বোধন বা বোধনের অনেক আগেই দেখা যাবে ঠাকুর। চতুর্থ বারের জন্য পুজোর আগেই পুজো দেখার সেই সুযোগ নিয়ে বিশ্বের দরবারে

হাজির হয়েছে 'মাস আর্ট' সংস্থাটি। সেরা শিল্পীদের সেরা সৃষ্টি দেখার সুযোগ থাকছে এবারের দুর্গাপুজোতেও। বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে ও বেশি সংখ্যক বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এই উদ্যোগ। বিশেষ করে যাঁরা শিল্পের মর্যাদা বোঝেন, তাঁদেরকে আরও ভাল করে দুর্গাপুজো শিল্পকে বোঝাতেই পূজার আগে পুজো দেখার এই ব্যবস্থা চালু করে মাস আর্ট। গত কয়েক বছরে পুজোর আগে বাছাই করা কয়েকটা পুজোর প্যান্ডেল দেখতে হলে বা রিভিউ পাস পেতে গেলে টাকা খরচ করতে হয়েছে। তবে এ বছর প্রয়োজন নেই কোনও টাকার। একেবারে বিনামূল্যে পুজোর আগেই পুজো দেখা যাবে। সংস্থার ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট কিছু নথি দিয়ে। নথি ও আবেদন যাচাই করে এই সংস্থাই পাস দেবে। তবে এ ক্ষেত্রে যে কেউ চাইলেই পাস পাবেন না, নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে সংস্থার তরফে। মাস আর্টের তরফে সোমবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করে জানানো হয়, এ বছর ১৮ থেকে ২২ অক্টোবর কলকাতায় হবে পুজো প্রিভিউ। এবছর বিশেষভাবে সক্ষম ও অটিজম আক্রান্তদের জন্যও পুজো দেখার আলাদা বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। প্রত্যেকবার পুজোর প্রথমার আগে কলকাতার দুর্গাপুজোর শিল্প দেখার এই বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়।

একে ডেঙ্গি, তারপর আবার ম্যালেরিয়া!

শহরের 'হটস্পট জোন' চিহ্নিত করল পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ ডেঙ্গি নিয়ে সতর্ক হয়েছে কলকাতা পুরসভা। তবে এখন যে 'ঘুম ভেঙেছে', এমনটা নয়। শহরের ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদের সদস্য অতীন ঘোষ বলছেন, এই সতর্কতা, তৎপরতা সারাবছরের। গত দু'সপ্তাহের হিসাব অনুযায়ী, ডেঙ্গিতে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। তাই ঘনবসতি পূর্ণ এই শহরে কোথাও বাড়তি জল জমে বিপদ ডেকে আনা হচ্ছে কিনা সেই নিয়েই সমীক্ষা চলছে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি মেয়র। এদিন তিনি বলেন, ''কলকাতায় যে পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে, তা গোটা বিশ্বে কোথাও নেই। কিন্তু এই শহরে মোট ৪৫ লক্ষ বাসিন্দা, যাদের মধ্যে ১৮ লক্ষ বস্তিতে বাস করে। যেখানে জল জমানোর উপায় বালতি, গামলা। আর জমা জলেই মশার উৎপত্তি। যা রুখতে সর্বত্র পরিসরে লড়াই চালাচ্ছে পুরসভা।'' ইতিমধ্যেই যে ওয়ার্ডগুলি ডেঙ্গি সংক্রমণের দিক থেকে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে, সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলেই সোমবার জানিয়েছেন অতীন ঘোষ। এই সংক্রান্ত একটি তালিকাও প্রদান করেছেন তিনি। যাতে দেখা গিয়েছে, ওয়ার্ড নম্বর ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭৭, ৯৩ এবং ১০৮-এর বেশ কিছু এলাকা সেই 'হটস্পট জোনের' মধ্যে পড়ছে। এছাড়াও, চলতি বছরের শুরু থেকে কত জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন, সেই নিয়ে তথ্য তুলে ধরেছেন কলকাতার ডেপুটি মেয়র। প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরু থেকে ১০ই আগস্ট পর্যন্ত মোট ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ২৯০ জন। গতবছর এই এখনও পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল ২৫৫ জন। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে

এখনও পর্যন্ত মোট ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬৭২। অতীন ঘোষের সংযোজন, ''গতবছরের তুলনায় ডেঙ্গি বেড়েছে। তবে আমরা ২০২৩ সালের পরিসংখ্যানকে মাথায় রেখেই কাজ করছি। পরের মাস থেকেই পুজো শুরু হয়ে যাবে। প্রায়ই দেখা গিয়েছে, প্যান্ডেল তৈরির সময় বাঁশের মাথায় বৃষ্টির কারণে জল জমে, যা মশার উৎপাত বাড়াতে যথেষ্ট। তাই আগাম সচেতন হয়ে শহরের প্রতিটি পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, এই বছর প্রচুর বৃষ্টির কারণে মানুষ নানা জ্বর-ব্যাধীতেও পড়েছেন। ইমিউনিটি কমেছে। আর সেই সময় মশা কামড়ালে ডেঙ্গি আক্রান্তের পরিমাণও বাড়বে।'' শুধুই ডেঙ্গি নয়, কলকাতা পুরসভা উদ্বিগ্ন ম্যালেরিয়া নিয়েও। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরু থেকে ১০ই আগস্ট পর্যন্ত ম্যালেরিয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১১৫৬ জন। যা গতবছর এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছিলেন ১৩৫৮ জন। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৮৮৮ জন।

১২ বছর পর বেকসুর খালাস! কবে জেল থেকে ছাড়া পাবেন সুদীপ্ত-দেবযানী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ ২০১৩ সালে চিটফান্ড মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়। ২০২৫-এ সেই সারদা সংক্রান্ত মামলায় প্রথম রায়দান হল। তিনটি মামলায় বেকসুর খালাস হলেন সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী। আজ, মঙ্গলবার বড় স্বস্তি পেলেন সারদা মামলার দুই মূল অভিযুক্ত। এদিন সারদার তিনটি মামলায় বেকসুর খালাস হলেন সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়। ১১ নম্বর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিধিশ্রী দুজনকেই বেকসুর খালাস করেন। কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানায় ২০১৩ সালে রাজ্য সরকার মামলা করে। তিন আমানতকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে হয় মামলা হয। সেই মামলাতেই স্বস্তি পেলেন দুজন। সরকার পক্ষের

দিকে ৫০ জন সাক্ষী ছিলেন। তবে মাত্র ১৫ জনকে পাওয়া যায়। তাদের সাক্ষ্যে জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণ হয়নি। সেই কারণেই বেকসুর খালাস করা হল। তবে আপাতত জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না তাঁরা। সুদীপ্ত-দেবযানীর বিরুদ্ধে মোট ২৫০টি মামলা রয়েছে রাজ্যের করা। এর মধ্যে ২১৪টি মামলায় জামিন পেয়েছেন তাঁরা। বাকি মামলায় জামিন পাননি। ফলে এদিন বেকসুর খালাস হওয়ার পরও দুজনকেই জেলে থাকতে হবে। দেবযানী রয়েছেন দমদম সেন্ট্রাল জেলে ও সুদীপ্ত রয়েছেন প্রেসিডেন্সি জেলে। ২০১৩-র ২৩ এপ্রিল কাশ্মীরের শোনমার্গ থেকে সুদীপ্ত সেন ও তাঁর সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয় দেবযানীকে। জেলে থাকাকালীন যৌথ জেরা হয় তাঁদের। একসময় সঙ্গী দেবযানীর বিরুদ্ধেই জোর করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ তোলেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন।

বেহালার শেল্টারে পড়ে আছে কুকুর-বিড়ালের কাটা হাত-পা, প্যাকেটে উড়ছে পোকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ কুকুর-বিড়ালের আশ্রয় বা শেল্টার খুলেছিলেন এক ব্যক্তি। বেহালায় চলছিল সেই শেল্টার। কিন্তু দুর্গন্ধ ছড়ানোতেই সন্দেহ বাড়ে। আজ, মঙ্গলবার এত বেশি পচা গন্ধ বেরতে শুরু করে যে পশুপ্রেমী সংগঠন গিয়ে হাজির হয়। সেই ঘরের ভিতর থেকে বেরোল একাধিক কুকুর-বিড়ালের দেহ। হাত-পা কাটা দেহ পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ। বেহালার পর্ণশ্রী সাগর মান্না রোডের একটি বাড়িতে দেড় মাস ধরে কুকুর এবং বিড়ালের আশ্রয় কেন্দ্র চালাচ্ছিলেন বেশ কয়েকজন ব্যক্তি। প্রতিবেশীদের দাবি, বেশ কয়েকদিন ধরেই এই শেল্টারের ভিতর থেকে পচা গন্ধ বেরচ্ছিল। স্থানীয় মানুষজন জিজ্ঞেস করলেও কেউ কোনও উত্তর দিচ্ছিল না। সোমবার রাতে এলাকায় মানুষজন জোর করে ওই শেল্টারের ভিতর ঢুকে পড়ে। ভিতরে ঢুকে তাঁদের চোখ কপালে। একাধিক মৃত কুকুর এবং বিড়ালের বাচ্চা পড়ে রয়েছে ভিতরে! চারিদিকে রক্ত পড়ে রয়েছে। আরও অভিযোগ, একাধিক কুকুরের শাবকদের বডি পার্টস কাটা অবস্থায় পড়েছিল অনেক জায়গায়। শুধু তাই নয়, সেগুলি প্লাস্টিকের মধ্যে

ঢুকিয়ে রেখে দেওয়ায়, সেগুলিতে পোকা হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, এই সেন্টার চালানোর পিছনে কোনও অৎস উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যারা সেন্টার চালাচ্ছিল, এলাকাবাসী তাদের ধরে মারধর করে বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে পর্ণশ্রী থানার পুলিশ গিয়ে অভিযুক্ত কর্মীদের ধরে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে বেশ কিছু পশুপ্রেমী সংগঠন ঘটনাস্থলে যায়। পর্ণশ্রী থানায় লিখিত অভিযোগ করতে চাইলেও কোনওরকম অভিযোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে দাবি পশুপ্রেমী সংগঠনগুলির। এমনকী যারা এই শেল্টার চালাত, তাদেরকেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় মানুষজন চায় শেল্টারের পিছনে কী কী কাজ হত, কেন কুকুরের বডি পার্টস আলাদা করা হল, তা নিয়ে তদন্ত করতে হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে যে ইতিমধ্যে পর্ণশ্রী থানার তরফ থেকে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হয়েছে। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পর্ণশ্রী থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে যায় ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্চিতা মিত্র। তাঁর সন্দেহ ওই শেল্টার থেকে কুকুর-বিড়ালের মাংস পাচার হত! বেশ কিছু কুকুর-বিড়ালকেও উদ্ধার করা হয়েছে।

মাপা হাসি চাপা কান্নায় অভিমান হয় তারকাদেরও!

বাইরের টিপটপ সৌন্দর্য কি লুকোতে পারে মনের ভার?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কখন কোন তারা ঝরে গেল / মানুষ কি তার খবর রাখে? / কোথাও কেউ নেই দুঃসময়ে
নিজেকে নিয়ে সবাই থাকে / অভিমান নিয়ে দিন কেটে যায়
অভিমান কেন অকারণেই?

চার অক্ষরের একটা শব্দ। তবে সেই শব্দের দায়ভার নেহাত কম নয়! পাহাড়প্রমাণ তাঁর বিশালতা, সমুদ্রের চেয়েও গভীর তার তল। তাঁকে ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে হলেও সাহসের অভাব দেখা যায় প্রায়শই। তার নাম 'অভিমান'। তাতে অভিযোগ নেই, নেই শিখরছোঁয়া ইগো, যা আছে তা হল অধিকারবোধ থেকে নির্গত হওয়া দলা পাকানো কষ্ট। হলই বা সে তারকার, কুসুম তো নয়, মন তো তারও আছে, নয় কি? মাস খানেক ধরে 'ধূমকেতু' ছবির প্রচারে কাছাকাছি এসেছেন দেব-শুভশ্রী। পেশাদারিত্বের মাধুর্য বজায় রেখে যুক্ত হয়েছেন প্রচারে। শুভশ্রীর আঁচল ধরে জয়ধ্বনি কুড়িয়েছেন দেব। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে ভক্তদের চোখ ঝাপসা করেছেন শুভশ্রী। আর এ সব কিছুর মাঝেই সমাজের একটা বড় অংশ আপাত 'ভিলেন' সাজিয়েছেন যাকে, তিনি রুক্মিণী মৈত্র। 'হোমব্রেকার' থেকে শুরু করে লেখার অযোগ্য ভাষায় নানাভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তাঁকে। রুক্মিণী চুপ ছিলেন। সংযত ছিলেন, আছেনও। মিডিয়ার ফোন

এড়িয়েছেন সযত্নে, হঠাৎ আগত বুমের সামনে পেশাদারের মতো অনভিপ্রেত প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন হাসিমুখে। কিন্তু অভিমান? তা কি মুছেছে একেবারেই? কষ্ট কি হয়নি তাঁর? চোখের কোণে মেঘ জমেনি একবারও? না, হিংসে নয়, ক্রমাগত কটাক্ষে মেঘভাঙা কান্না জাপটে কি ধরেনি তাঁকে? সম্প্রতি এক সুপ্রসিদ্ধ গয়নার ব্র্যান্ডের মুখ হয়েছেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানেরই কিছু ছবি পোস্ট করেছেন ইনস্টাগ্রামে, সেটাই দস্তুর। দীর্ঘদিনের প্রেমিক দেব সেখানে কমেন্টও করেছেন। তা খানিক এরকম, 'দু'টো ভালবাসার লাল হৃদয় আর মাঝে নজর থেকে বাঁচানোর এক ইমোজি'। প্রেমিক প্রেমিকার ছবিতে কমেন্ট করবে, হৃদয় দেওয়া-নেওয়া হবে, এ আবার নতুন কী? ভক্তদের চোখে এড়ায়নি ভালবাসা নেওয়া হলেও দেওয়া হয়নি রুক্মিণীর, অন্তত ওই কমেন্টের পোস্টে। মিলেনিয়ন আর জেন-জি ইমোজি ব্যবহারে বেশ দক্ষ। প্রতিটি ইমোজির অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল। একটা সোজা, আর একটা উল্টো হাসির ইমোজি। কিন্তু মিলেনিয়ান-জেনজি'র মনস্তত্ত্ব বলছে এর অর্থ আরও গভীর। হাসি নেহাত হাসি নয়, এই হাসির নেপথ্যে নাকি লুকিয়ে যন্ত্রণা, সব পেয়েও না পাওয়ার কষ্ট, অথবা মেনে নেওয়ার অদ্ভুত অনুভূতি। তাই কি? মিলেনিয়াল এজগ্রুপের অন্তর্গত রুক্মিণীর কাছেও কি এই দুই ইমোজির সংজ্ঞা খানিক এরকমই? নাকি এ সবই ভক্তদের 'ওভারথিঙ্কিং'? প্রশ্ন উঠলেও উত্তর কোথায়? ব্যক্তিগত জীবনকে 'খেলো' করতে চান না ওরা কেউই। তাই তো 'ধূমকেতু'তে শুভশ্রীর গানের সঙ্গে লিপ মেলাতে অসুবিধে হয়নি রুক্মিণীর। লাগাতার ট্রোলিংয়ে শিকার হওয়ার কারণে দেব যখন জনসমক্ষে প্রেমিকার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তখন হাসিমুখে রুক্মিণী বলেছেন, 'দেবকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না'। পেশাদারের প্রকৃত সংজ্ঞা জানেন তাঁরা, বোঝেনও সবটাই। কিন্তু, অনুভূতি? তা লুকিয়ে রাখার সাধ্যি কার? মধ্যরাতে ভেজা বালিশই হয়তো শুধু প্রমাণ রাখে নায়িকা-হৃদয়ের জমা নালিশের গোপন কথনের।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৫৯, বুধবার, ৩ ভাদ্র ১৪৩২

ঠাকুর বাড়িতে বিধবা বিবাহ

প্রতিমা ঠাকুর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ এবং রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী এই পরিচয়ের অন্তরালে তিনি বিশেষ গুণে গুণান্বিতা স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে লেখিকা, কবি, চিত্রশিল্পী এবং নৃত্যবিশারদ। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন বিনয়িনী দেবীর কন্যা, পিতার নাম শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়। জন্মসূত্রে তাঁর ঠাকুর পরিবারে ছিল অবারিত দ্বার। এহেন ছোট্ট প্রতিমাকে দেখে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী তাকে নিজের পুত্রবধূ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মৃণালিনীর অকালমৃত্যুতে তাঁর সে সাধ অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল সেদিন। এরপর মাত্র ১১ বছর বয়সে প্রতিমার বিয়ে হয় যায় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটবোন কুমুদিনীর ছোট নাতি নীলানাথের সাথে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই গঙ্গাবক্ষে সাঁতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয় নীলানাথের। এই ঘটনার পাঁচ বছর পর যখন রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে দেশে ফিরে আসেন তখন রবীন্দ্রনাথ নিজে রথীন্দ্রনাথের সাথে প্রতিমার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি সেদিন সমাজ সংস্কারকে অগ্রাহ্য করেই এই বিয়ে দিয়েছিলেন এবং এই বিয়ে ছিল সেই সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রথম বিধবা বিবাহ। প্রতিমা বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্বামীর সাথে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের নানাবিধ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ চিত্রশিল্পীও ছিলেন এবং কিছুদিন ইতালীয় শিক্ষক গিলহার্ডির কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। আজও স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির নৃত্যনির্দেশনা ও পরিকল্পনায় তাঁর ভূমিকা। তাঁর বিয়ের কিছুদিন পরে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের প্রথম অভিনয় লক্ষ্মীর পরীক্ষাতে তিনি ক্ষীরির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এরপর নিজে অভিনয় না করলেও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের তিনিই ছিলেন প্রধান উৎসাহী। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রথমে চিত্রাঙ্গদা বা পরিশোধ নিয়ে নৃত্য নাট্য রচনার পরিকল্পনা করেন নি, কিন্তু প্রতিমা দেবী যখন নৃত্য নাট্যের খসড়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথসমীপে উপস্থাপন করেন তখন তিনি এই নতুন শিল্পকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিমা দেবী প্রথাগত ভাবে কখনও নাচ শেখেননি এবং নিজেও নৃত্যশিল্পী ছিলেন না। তিনি বর্ষামঙ্গলের কিছু নৃত্যে রূপ দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন পূজারিণী কবিতার নৃত্যনাট্যরূপ লিখে দেওয়ার জন্য এবং রবীন্দ্রনাথ লিখলেন নটীর পূজা। প্রতিমা দেবী অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের মেয়েদের দিয়ে সেটি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে অভিনয় করালেন। এই নৃত্যনাট্যে শ্রীমতীর ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করেছিলেন নন্দলাল বসুর মেয়ে গৌরী।

শিল্পী জর্জ বিশ্বাস

দেবব্রত বিশ্বাস এক স্বনামধন্য রবীন্দ্রসংগীত গায়ক ও শিক্ষক। দেবব্রত বিশ্বাস ভারতের গণনাট্য আন্দোলনেরও অন্যতম পুরোধাপুরুষ ও একজন বিখ্যাত গণসঙ্গীত গায়কও বটে। রাজা পঞ্চম জর্জের দিল্লি দরবারে আগমনের অব্যবহিত পূর্বে জন্ম বলে তার ডাকনাম রাখা হয় জর্জ। পরবর্তীকালে অনুরাগীমহলে তিনি জর্জ বিশ্বাস বা জর্জদা নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। দেবব্রত বিশ্বাসের জন্ম অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জে। তার পিতা দেবেন্দ্রমোহন বিশ্বাস। পিতামহ কালীমোহন বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে নিজগ্রাম ইটনা থেকে বিতাড়িত হন। শৈশবে কিশোরগঞ্জের বিদ্যালয়ে দেবব্রত সেই কারণে 'ম্লেচ্ছ' বলে বিবেচিত হতেন। ব্রাহ্মসমাজেই মা অবলা দেবীর মাধ্যমে ব্রহ্মসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে পরিচিত হন। মহেন্দ্র রায়ের কাছে দেশাত্মবোধক গান শেখেন এবং কিশোরগঞ্জের স্বদেশী সভায় অল্পবয়স থেকেই গান গাইতেন। ১৯২৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতার সিটি কলেজে ভর্তি হন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজ ও পরে শান্তিনিকেতনে গান গাইবার আমন্ত্রণ পান। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও বাড়ে। ১৯২৮ সালের ব্রাহ্ম ভাদ্রোৎসবে কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন দেবব্রত। ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পাস করেন এবং ১৯৩৪ সালে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে বিনা মাইনের চাকরিতে যোগদান করেন। পরের বছর চাকরি পাকা হয় ও বেতন হয় ৫০ টাকা। এই চাকরিসূত্রে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার পুত্র সুবীর ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়ে দেবব্রত। মূলত এঁদেরই সূত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে পদার্পণ করেন দেবব্রত। ১৯৩৮ সালে কনক দাশের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে প্রথম তার রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড। হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও অন্যান্য রেকর্ড সংস্থা তার গান রেকর্ড করতে শুরু করে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

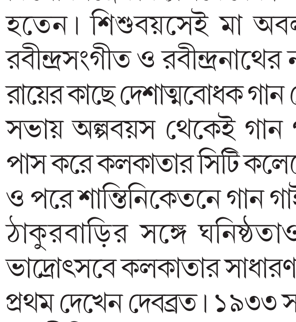

করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন একমাত্র সময় কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই শ্রেষ্ঠ পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। জাগারিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ

ভগিনী নিবেদিতা

শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। মনটাকে শুদ্ধ করে রাখতে হবে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারণ করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। দান, ধ্যান এবং শিক্ষা দান করলে কোনও সময় তা কমে না। বরং বৃদ্ধি পায়। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি শিক্ষা এবং জ্ঞান দান করেন তিনি শেষ হয়ে যান না।

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান গড়ে তোলার জন্য বৃহৎ শিল্প গড়ার দিকে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে

বিশেষ প্রতিবেদক

দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান সমাধান শিল্পোন্নয়নই একমাত্র পথ। ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বের বৃহত্তম। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির একটি। আজকের দিনে বেকারত্ব

এমন এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা যা শুধু ব্যক্তিকে নয়, গোটা সমাজকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ক্ষুদ্র বা স্বল্পমেয়াদি সমাধান দিয়ে এই সমস্যাকে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। সময়ের দাবি হল দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খোঁজা, আর তার জন্য শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়াই সর্বাধিক জরুরি।

কর্মসংস্থানের মূল ভিত্তি হল উৎপাদনশীলতা। কৃষিভিত্তিক সমাজে যেমন জমি ও চাষবাস ছিল মানুষের জীবিকার উৎস, তেমনি আধুনিক সমাজে শিল্পই কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। কৃষি আজও গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তা প্রায়শই সীমিত সুযোগ দেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌসুমভিত্তিক। একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে জমির পরিমাণ সীমিত। ফলে শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে কর্মসংস্থানের সঙ্কট কাটানো সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষাপটে শিল্পই হতে পারে স্থায়ী কর্মসংস্থানের উৎস।

শিল্পোন্নয়নের অর্থ শুধু বড় বড় কারখানা গড়ে তোলা নয়, বরং এক সমন্বিত অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করা। ক্ষুদ্র শিল্প, মাঝারি শিল্প এবং বৃহৎ শিল্প; সব ক্ষেত্রেই নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া দরকার। যেমন তথ্য প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, ইলেকট্রনিক্স, গাড়ি উৎপাদন, ওষুধশিল্প, ইস্পাত এবং নির্মাণ শিল্প; সব ক্ষেত্রে প্রসার ঘটালে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হবে। এর পাশাপাশি হস্তশিল্প, টেক্সটাইল এবং গ্রামীণ শিল্পকে উৎসাহিত করা হলে প্রান্তিক মানুষও কাজের সুযোগ পাবে।

ভারতে কর্মসংস্থানের সমস্যার অন্যতম কারণ হল শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের চাহিদার অসামঞ্জস্য। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর লাখ লাখ স্নাতক বেরিয়ে আসছে, অন্যদিকে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর অভাব দেখা দিচ্ছে। ফলে বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ছে, অথচ শিল্পক্ষেত্রে পদ শূন্য থাকছে। এর দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং শিল্পমুখী শিক্ষা। বিদ্যালয় ও কলেজ স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদেরকে কর্মমুখী দক্ষতা শেখানো উচিত। তথ্যপ্রযুক্তি, যন্ত্রবিদ্যা, ডিজিটাল উদ্ভাবন, ই-কমার্স এবং সবুজ প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করলে তরুণ প্রজন্ম সহজেই কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে শুধু কর্মসংস্থানই নয়, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও নিশ্চিত করা সম্ভব। নতুন শিল্প গড়ে উঠলে তার চারপাশে বহু সহায়ক শিল্প ও পরিষেবা খাত জন্ম নেয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি গাড়ি কারখানা স্থাপিত হলে কাঁচামাল সরবরাহকারী, যন্ত্রাংশ নির্মাতা, পরিবহণ ব্যবস্থা, বিপণন সংস্থা; সব ক্ষেত্রেই নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। অর্থাৎ এক শিল্প বহু মানুষের জীবিকার উৎস হতে পারে। এভাবেই শিল্প অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে দেয় এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

এছাড়া শিল্পোন্নয়ন সামাজিক স্থিতিশীলতাও আনে। বেকারত্বের কারণে সমাজে হতাশা, অপরাধ প্রবণতা এবং অস্থিরতা বাড়ে। তরুণরা কাজের অভাবে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে, যদি তাদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়, তবে তারা সমাজের মূলধারায় যুক্ত থাকবে, পরিবারে আর্থিক নিরাপত্তা আসবে এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। দীর্ঘমেয়াদে এটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতারও ভিত্তি তৈরি করে।

ভারতের নীতি-নির্ধারকদের এ ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া জরুরি। শুধু বিদেশি বিনিয়োগ টেনে আনার দিকে নয়, দেশীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দেওয়াও সমান প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ ঋণ, করছাড়, এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া হলে তারাও এগিয়ে আসবে। পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, পরিবহণ অবকাঠামো উন্নত করা; এসব কাজ না হলে শিল্পায়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না।

এক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখাও অত্যন্ত জরুরি। শিল্পোন্নয়নের নামে যদি প্রকৃতি ধ্বংস হয়, তবে দীর্ঘমেয়াদে সেই উন্নয়ন টেকসই হবে না। তাই সবুজ শিল্পনীতি গ্রহণ করতে হবে। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ, এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিলে একদিকে কর্মসংস্থান তৈরি হবে, অন্যদিকে পরিবেশও রক্ষা পাবে। আজকের বিশ্বে পরিবেশবান্ধব শিল্পকেই ভবিষ্যতের শিল্প বলা হয়।

ভারতের শিল্পোন্নয়নে প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, জৈব প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা, এবং প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এই ক্ষেত্রগুলি শুধু কর্মসংস্থানই দেবে না, বরং ভারতের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অবস্থানও শক্তিশালী করবে। একই সঙ্গে গ্রামীণ শিল্পে প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগাতে হবে, যাতে ঐতিহ্যবাহী কারিগর এবং শিল্পীরাও বিশ্ববাজারে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান তাই কোনও একক সূত্রে নয়, বহুমুখী শিল্পনীতির মাধ্যমেই সম্ভব। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে ভারসাম্যপূর্ণ শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হওয়া সময়ের দাবি। সরকার, শিল্পপতি, উদ্যোক্তা, শিক্ষাবিদ এবং সমাজ; সবাইকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। শিল্পের প্রসার ঘটলে কর্ম সংস্থানের দরজা খুলবে, মানুষের জীবনে নিরাপত্তা আসবে, দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে এবং ভারত সত্যিকারের উন্নত রাষ্ট্রের পথে অগ্রসর হবে।

কর্মসংস্থানের সমস্যার জন্য শুধুমাত্র সাময়িক পদক্ষেপ নেওয়া অর্থহীন। প্রকৃত সমাধান হবে তখনই, যখন শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী কর্মসংস্থানের পথ তৈরি হবে। কারণ শিল্পই পারে হাজার হাজার মানুষের হাতে কাজ তুলে দিতে, সমাজে স্থিতিশীলতা আনতে এবং দেশের ভবিষ্যৎকে মজবুত করতে। তাই যদি আমরা সত্যিই কর্মসংস্থান সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান চাই, তবে শিল্পপথেই আমাদের হাঁটতে হবে।

বাংলার রূপকার মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় বুঝতে পেরেছিলেন যে আধুনিক শিল্প বাংলায় গড়তে হবে। সেই কারণে তিনি ইস্পাত শিল্পে বাংলাকেশক্তিশালী করার কথা ভেবেছিলেন। দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ এবং আসানসোল এলাকায় ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে সায় দিয়েছিলেন। আজকের যুগ হচ্ছে প্রযুক্তির যুগ। এই যুগে দাঁড়িয়ে বাংলাকে প্রযুক্তি শিল্প হাব গড়ার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলার তরুণ সমাজ প্রযুক্তি বিদ্যায় দক্ষ এটা সঠিক।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা অতি অবশ্যই দরকার

শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রযাত্রা একদিনও নষ্ট করা চলবে না। শিক্ষা একটি জাতির ভিত্তি। যে সমাজ শিক্ষার মূল্য বোঝে, সেই সমাজই সভ্যতা, অগ্রগতি এবং মানবিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। ভারতের মতো বৃহৎ দেশে যেখানে বিপুল জনগোষ্ঠী এখনও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত অথবা আংশিক সুযোগ সুবিধা পায়, সেখানে প্রতিটি স্কুলের দিন হয়ে ওঠে অত্যন্ত মূল্যবান। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন মহল থেকে একথা উঠে এসেছে যে, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি সত্যিই অগ্রসর করতে হয়, তবে একটি দিনও নষ্ট করা চলবে না। অর্থাৎ, ছুটি, অজুহাত, প্রশাসনিক জটিলতা বা অব্যবস্থার কারণে স্কুল বন্ধ থাকলে তার ক্ষতি শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের নয়, গোটা জাতির ভবিষ্যতের ওপর পড়ে।

বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের সামনে একাধিক চ্যালেঞ্জ হাজির করছে। কোভিড মহামারির সময় শিক্ষার ক্ষেত্রে এক দীর্ঘ খরা তৈরি হয়েছিল। ডিজিটাল অবকাঠামোর অভাব, ইন্টার নেট সংযোগে বৈষম্য, এবং আর্থিক সঙ্কটের কারণে বহু শিক্ষার্থী কার্যত পড়াশোনার বাইরে চলে গিয়েছিল। সেই ক্ষতি এখনো পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। ঠিক এই সময়ে যদি শিক্ষা ব্যবস্থায় আরও অপচয় হয়, তবে তা মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা; প্রতিটি স্তরে একদিনের পড়াশোনা হারানো মানে এক ধাপ পিছিয়ে পড়া।

গ্রামীণ ভারতের স্কুলগুলিতে দেখা যায়, অনেক সময় শিক্ষকের অনুপস্থিতি বা অব কাঠামোগত সমস্যার কারণে স্কুলে নিয়মিত পড়াশোনা হয় না। কখনও পানীয় জলের সমস্যা, কখনও মিড-ডে মিল বিতরণের সমস্যা, কখনও আবার স্থানীয় উৎসব বা প্রশাসনিক কাজে স্কুল বন্ধ থাকে। এগুলি হয়তো ছোট ঘটনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব ভয়ানক। একজন শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ভিত নড়বড়ে হয়ে গেলে সে উচ্চশিক্ষায় গিয়ে সফল হতে পারবে না। শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁকফোকর রোধ করাই সবচেয়ে বড় কাজ।

অন্যদিকে, শহরাঞ্চলেও সমস্যা কম নয়। সেখানে বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে সরকারি স্কুলগুলির ব্যবধান দিন দিন বাড়ছে। সরকারি স্কুলের শিক্ষকেরা প্রায়ই বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে ব্যস্ত থাকেন, যেমন নির্বাচনের কাজে, গণনা, অথবা জরুরি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে। এর ফলে নিয়মিত ক্লাস পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটে। অথচ শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রতিটি দিন অমূল্য। একদিন স্কুল বন্ধ থাকা মানে একদিন জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া। শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো এমন হওয়া উচিত যেখানে শিক্ষকদের ওপর অশিক্ষাগত চাপ কমানো হবে এবং তাদের পুরো সময়টুকু শিক্ষাদানে নিয়োজিত করা হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য শুধু পড়াশোনার দিন বাড়ানো যথেষ্ট নয়, প্রতিটি দিনকে অর্থবহ করে তোলা জরুরি। পাঠ্যক্রম এমন হতে হবে যাতে শিশুর কৌতূহল জাগে, সে আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় স্কুল খোলা থাকলেও পাঠদানের মান দুর্বল হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা শেখার আগ্রহ হারায়। ফলে একদিন স্কুল খোলা থাকা মানেই কার্যকর শিক্ষা নয়। তাই শিক্ষা সংস্কারে গুরুত্ব দিতে হবে মানোন্নয়নের দিকে। দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, এবং শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব বোঝার উপর জোর দিতে হবে।

আজকের বিশ্ব প্রতিযোগিতামূলক। যেসব দেশে শিক্ষা শক্তিশালী, সেসব দেশ প্রযুক্তি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি; প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। ভারত যদি আগামী দিনে বৈশ্বিক নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চায়, তবে শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও শৈথিল্য চলবে না। সরকারকে বুঝতে হবে, শিক্ষা শুধু এক প্রজন্মের নয়, সমগ্র দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি। যদি প্রতিটি স্কুলের দিন কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে তা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক সাম্য এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে বড় অবদান রাখবে। শিক্ষার ভাঙন রোধ করা উচিত

'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ' বইটি লিখে সুস্মিতা তালিবানদের শত্রুতে পরিণত হন

বিশেষ প্রতিবেদক

আখরোটের দেশে এক বাঙালি মেয়ে। 'মা খু চিহল পঞ্জম হস্তম' .....! এই একটা বাক্য দিয়েই বাঙালির আফগান ভাষা 'পুস্তু' র সাথে পরিচয়। তার আগে অবশ্য রবিঠাকুর রহমত নামে এক কাবুলির সাথে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই আফগান সমাজের মেয়েদের জীবন নিয়ে

একটি কথাও বলেননি। অর্ধ শতাব্দী পরে সে দেশের মেয়েদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা সামনে নিয়ে এলেন এক বঙ্গ ললনা। পুরস্কার ও পেলেন হাতেনাতে, নৃশংস অত্যাচারের পর কালাশনিকভ রাইফেলের একঝাঁক বুলেট। নেমে এলো গোরস্থানের নিস্তব্ধতা!

৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৩। আফগানিস্তানের পাকতিকায় বেশ ঠান্ডা পড়ে গিয়েছে। ঘরে হাত পা বাঁধা জাঁবাজ চিৎকার শুনছেন। মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে গোঙানি। বার বার ডাকছেন, সাঈদা..... সাঈদা ...সাঈদা। ওরা যা বলছে মেনে নাও... । পাশের ঘরে বছর পঞ্চাশের সাঈদা শুনবে কি করে? মাথায় পাগড়ি পরা দাড়িওয়ালা ৫-৬ জন নরপশু তখন টানা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। হাত দিয়ে টেনে মাথার চুল পর্যন্ত উপড়ে নিয়েছে ওরা। রাইফেলের বাট দিয়ে মারছে, লাথি-ঘুসি চলছে। খুলে নিয়েছে পরণের পোষাক। তবুও ওরা যেমনটা বলছে তার সঙ্গে একমত হননি তিনি। একসময় গর্জে উঠলো তাদের কালাশনিকভ, চিরশান্তিতে চলে গেলেন কলকাতা থেকে এক কাবুলিওয়ালাকে বিয়ে করে আসা বাঙালি মেয়ে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওদেশে যার নামকরণ হয়েছিল সাঈদা কামাল!

আফগানিস্তানের মহিলারা কী ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করেন, সুস্মিতা লেখার আগে তা কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। তাঁর চোখ দিয়ে দুনিয়া প্রথম দেখলো ধর্মের দোহাই দিয়ে তালিবানদের অবাধ যৌনাচার, নির্লজ্জ বহুগামিতা। মাঝে দেশে ফিরে পরিচিতদের বলতেন, 'আমি একদিন গিয়ে তাঁদের মুক্ত করব।' মুক্ত আর করা হল না। নিজেই তার আগে পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।

জুলাই ১৯৮৮, কলকাতা। চোখে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে লম্বা সুপুরুষ আফগান যুবক জাঁবাজ খান-কে বিয়ে করেন সুস্মিতা। বাড়িতে বাবা-মায়ের প্রবল আপত্তি, ব্রাহ্মণ হয়ে ভিনদেশী এক মুসলমানকে বিয়ে করা মেনে নিতে পারেননি তাঁরা। সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে যান তারা শহর ছেড়ে। কয়েক হাজার মাইল পেরিয়ে সুস্মিতাও জাঁবাজের সঙ্গে চলে আসেন শ্বশুরবাড়ির মুলুক আফগানিস্তানে।

বাঙালি মেয়ের রঙিন স্বপ্ন স্থায়ী হলো না। যে মানুষটিকে বিশ্বাস করে তিনি ঘর পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে বিদেশে এক কথায় চলে এসেছিলেন, সেই জাঁবাজ মিথ্যে বলেছিল। প্রথম স্ত্রী গুলগুটি থাকা সত্ত্বেও সুস্মিতাকে বিয়ে করে জাঁবাজ। শুধু স্ত্রী নয়, এক সন্তানও ছিলো। আফগানিস্তানে গিয়ে এ সব জানতে পেরে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন সুস্মিতা। নিজের কষ্ট ভুলতে চেয়েছিলেন সেখানকার দুর্দশাগ্রস্ত মেয়েদের সাহায্য করে। নার্সিং এবং ফার্স্ট এডের শিক্ষা ছিল তাঁর। তাই দিয়েই মেয়েদের চিকিৎসা শুরু করলেন। নিজে মা হতে পারবেন না জেনে আপন করে নিয়েছিলেন সৎ মেয়ে তিন্নিকে! তবে বছর খানেকের মধ্যেই তালিবানি শাসন শুরু হয়ে গিয়েছিল আফগানিস্তানে। মনগড়া শরিয়তি আইন দেখিয়ে নারী জাতিকে কী ভাবে দিনের পর দিন বে-ইজ্জত করা হয়েছে তা দেখেছেন নিজের চোখে। মেয়েদের তখন একা বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ। বেরুতে গেলে পুরুষ সঙ্গী থাকা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গী আবার রক্তের সম্পর্কের হওয়া চাই। বহুবার রুখে দাঁড়িয়েছেন সুস্মিতা, এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে। শুধু নিজের জন্যে নয়, সেইসব আফগান মহিলাদের জন্য যাঁরা নিজের হয়ে কথা বলতে পারতো না। তারজন্য তাঁকে মারধরও খেতে হয়েছে। এসত্ত্বেও শুধু জাঁবাজের মুখ চেয়ে পড়ে ছিলেন ওদেশে।

জাঁবাজ একদিন কিছু না জানিয়ে ফিরে যান ভারতে। একা পড়ে থাকেন সুস্মিতা। শ্বশুরবাড়িতে তাঁর তালিবানী অত্যাচার। তার ফলেই মৃত্যু।

লেখকের কলমে দ্য পটলা

বিশেষ প্রতিবেদক

পটলাকে বিশ্বাস করার আর নিজের বিপদ ডেকে আনার কোনো বয়স হয় না, যে কোনো বয়েসেই এই ভুলটা বারংবার করা হয়েই যায়। পটলার বাড়িতে হুলুস্থুল চলছিল। আমি ফেরার পথে ওদের বাড়িতে ঢুকে বললাম, কী ব্যাপার কি, ছেলেটাকে বকাঝকা করছো কেন? আরে দুষ্টু ছেলেরা বেশি ব্রিলিয়ান্ট হয়, তাদের একটু অন্যরকম করে ম্যানেজ করতে হয়। ওদের সাইকোলজিটা বুঝতে হবে তো? পটলা সেটা শুনে বলল, দেখো না মিষ্টি আন্টি আমি এটাই মাকে বোঝাতে পারছি না। আমার গুণের কোনো প্রশংসা নেই এই বাড়িতে। ঘটনাটা হলো পটলার স্কুলের নতুন জামার পিছনে কেউ একজন সুপারম্যান লিখে দিয়েছে, তাই স্কুল থেকে বলেছে এই জামা বাতিল। পটলার মা বলছে, দিদিভাই জামাটা এক সপ্তাহ হলো কিনেছি, এভাবে নষ্ট করলে চলে? পটলা বলল, দেখো আন্টি এটা পিছনে লিখেছে, আমি যখন মন দিয়ে অঙ্ক করছিলাম তখন লিখেছে কেউ। ক্লাসের কোনো একটা বেয়াদপ ছেলের কাজ, এতে পটলার মতো শান্ত ছেলের কী করার থাকতে পারে? আমি বললাম, সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে চাওয়া উচিৎ, এভাবে জামার পিছনে লিখছে স্কুলে আর স্কুল আবার সেই জামা রিজেক্ট করছে তাকে কোনো শাস্তি না দিয়ে এটাও তো ঠিক নয়! পটলার মা বলল, না দিদিভাই এ যা স্যাম্পেল এর হয়ে সিসিটিভি দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। বেইজ্জত হয়ে ফিরবো।

পটলা মনমরা হয়ে বলল, দেখেছ তো দোষটা আমারই হলো শেষপর্যন্ত। পটলার স্কুলের তিনজন ম্যাম আমার বিশেষ পরিচিত, তাই ভাবলাম একবার গিয়ে দেখি আসল বিষয়টা কী? পটলা সরল নিষ্পাপ দেবশিশু মার্কা মুখ করে বলল, আন্টি তুমি চলো দেখবে চলো, আমি শান্ত বাচ্চার মতো বসে ছিলাম, আমার পিঠে ও লিখেছে। পটলার কথায় বিশ্বাস করে আমি জীবনের চল্লিশতম ভুলটা করে বসলাম। গতকাল গেলাম ওর স্কুলে। হেডমিস্ট্রেস আমায় নিজের রুমে বসালেন। আমার উপন্যাসের একটা চরিত্রের সঙ্গে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পেয়েছেন বলে আপ্লুত হলেন। এমন অবস্থায় আমি পটলার হয়ে সওয়াল করতে গেলাম, উনি বললেন, ম্যাডাম আমি জানি আপনি ওকে বিশেষ স্নেহ করেন, স্নেহের বশে হয়তো বলছেন, কিন্তু সুপ্রভ লেখাপড়ায় ভালো ঠিকই কিন্তু অসম্ভব বিচ্ছু, তাই ওর কথায় বিশ্বাস না করাই ভালো। আমি আমার চাইল্ড সাইকোলজি নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বললাম, দেখুন বাচ্চাদের অবিশ্বাস করলে ওরা সত্যিটা বলতে চাইবে না। তাই আমাদের উচিত ওদের বিশ্বাস করা।

মাছের গাড়ি উল্টে কাতরাচ্ছে চালক, দু'হাতে দুটো কাতলা নিয়ে ছুট বিজেপি নেতার, ভাইরাল ভিডিয়ো

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯ আগস্টঃ বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাছ। একজন ব্যক্তি দু'হাতে দুটো কাতলা মাছ নিয়ে দৌড়চ্ছেন। আর ভাইরাল এই ভিডিয়ো ঘিরেই রাজনৈতিক তরজা বেড়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। কারণ, ভিডিয়োতে কাতলা মাছ নিয়ে যাঁকে দৌড়তে দেখা যাচ্ছে, তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের বিরোধী নেতা বামদেব গুছাইত। বিজেপি এই নেতার মাছ কুড়িয়ে দৌড় লাগানো নিয়ে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তাদের বক্তব্য, গাড়ি উল্টে মাছগুলি রাস্তায় পড়ে যাওয়ার পর চালক কিংবা খালাসিকে উদ্ধার না করে মাছ চুরি করে দৌড়ে পালাচ্ছেন বিজেপি নেতা। মাছ কুড়িয়ে দৌড় লাগানোর কথা অস্বীকার করেননি বামদেব গুছাইত। তবে তিনি বলেন, গাড়ির চালকের পরামর্শেই মাছ কুড়িয়েছিলেন। ভিডিয়োটি বছর চারেকের পুরনো বলে জানা গিয়েছে। শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুমিত সামন্ত গতকাল ওই ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। সুমিন সামন্ত বলেন, ''কোলাঘাট-হলদিয়া জাতীয় সড়কে মেচেদার শান্তিপুরে প্রবল বৃষ্টি চলাকালীন উল্টে গিয়েছিল মাছের গাড়িটি। রাস্তায় ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে প্রচুর মাছ। গাড়ির চালক এবং খালাসি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। সুমিত সামন্তের অভিযোগ, চালক কিংবা খালাসিকে উদ্ধার না করে মাছ কুড়োতে ব্যস্ত ছিলেন বিজেপি নেতা। দুটো কাতলা মাছ নিয়ে দৌড় দিয়েছিলেন। একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে কীভাবে এতটা অমানবিক হতে পারেন? এটা বিজেপির চরিত্র। আরও অনেক তথ্য রয়েছে। আগামী দিনে দেখতে পাবেন, আরও কত তথ্য প্রকাশ পায়।'' মাছ কুড়োনোর কথা

অস্বীকার করেননি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বামদেব গুছাইত। তৃণমূলকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ''গতকাল এখানে তৃণমূল একটি সভা করেছিল। জেলার তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। তারপরও সভায় লোক হয়নি। বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে না পেরে তৃণমূল আমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। চার বছর আগে আমি যখন জনপ্রতিনিধি ছিলাম না, সেই সময়ের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে। মেচেদা বাজারে একটি মাছ ভর্তি গাড়ি উল্টে গিয়েছিল। মাছগুলি জাতীয় সড়কে পড়ে যায়। সেইসময় সাধারণ মানুষ মাছগুলি কুড়োচ্ছিলেন। আমি মোটরবাইকে একটি রাজনৈতিক সভা করতে যাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম, গাড়িটিকে রাস্তা থেকে না তুলে সবাই মাছ কুড়োচ্ছেন। আমি স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে গাড়িকে তুলে রাস্তার ধারে সরিয়ে রাখি। মানুষের যাতায়াতের সুবিধা করে দিই। সেইসময় ওই গাড়ির চালকের পরামর্শে দুটি মাছ কুড়োই। ওই সময় বৃষ্টি হচ্ছিল বলেই ছুটেছিলাম। তার মানে এই নয় যে আমি মাছ চুরি করছিলাম। আমি এত নিঃস্ব হয়ে যাইনি যে আমাকে চুরি করে জীবনযাপন করতে হবে।'' তৃণমূলকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ''আমার বিরুদ্ধে এই কথা কারা বলছে? যারা চিহ্নিত চোর। যারা প্রতিষ্ঠিত চোর। ওই ভিডিয়ো দেখিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রচারও করেছিল। তৃণমূলের যারা এই ভিডিয়ো দেখিয়ে প্রচার করেছিল, তারা হেরেছে। আমি জিতেছি। তৃণমূল কংগ্রেস কতটা দেউলিয়াপনা হয়ে গিয়েছে যে চার বছর আগের ভিডিয়ো দেখিয়ে কুৎসা করছে। তবে এতে আমি খুশি। আমার প্রচার হয়ে যাচ্ছে। ছাব্বিশের নির্বাচনের পর ওদের মিষ্টিমুখ করাব।''

‘কপালের নীচে চোখ রাখব না’, চরম বিতর্কিত মন্তব্য তৃণমূল নেতার

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ১৯ আগস্টঃ এসআইআর নিয়ে বলতে গিয়ে প্রকশ্যে দুই চোখ উপড়ে নেওয়ার হুমকি। আবারও বিতর্কিত মন্তব্য মালদহের তৃণমূল নেতা আবদুল রহিম বক্সীর। তিনি বলেন, ''যাঁদের চোখ এই রাজ্যে বাংলাদেশি আছে কিনা তা দেখবে, তাঁদের সেই চোখ দুটো আমরা উপড়ে নেব। কপালের নীচে চোখ রাখব না।'' কেবল মঞ্চ থেকে নয়, সাংবাদিকরা যখন এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তখনও নিজের বক্তব্যের সমর্থনে একই মন্তব্য করেন তিনি। মালদহের সুজাপুর বিধানসভার জালালপুরে এক পরিযায়ী শ্রমিকের সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এহেন মন্তব্য করেন মালদহ জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। সরব হয়েছে বিরোধীরা। সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করে আব্দুর রহিমের মন্তব্য, ''মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে বিজেপি বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অপমান করছে গোটা বাঙালি জাতিকে।'' সেকারণেই তাঁর এই হুঁশিয়ারি বলেও দাবি করেন তিনি। সম্প্রতি রাজস্থানে কালিয়াচকের বাসিন্দা আমির শেখকে 'বাংলাদেশি' বলে ধরে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে

সে রাজ্যের পুলিশের বিরুদ্ধে। পরে রাজ্যের উদ্যোগেই তাঁকে ফেরানো হয় পশ্চিমবঙ্গে। সোমবারের সভা থেকেই সেই আমির শেখকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সংবর্ধনা মঞ্চ থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান জেলা সভাপতি। একই সঙ্গে দক্ষিণ মালদহের সাংসদকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ''সাংসদ নয়, রাজ্য সক্রিয় হয়েছিল বলেই আমিরকে ফেরানো সম্ভব হয়েছে। যাঁরা গায়ে 'সাংসদ' পদ লাগিয়ে ঘুরছেন, তাঁরা কোনও ভূমিকাই নেননি।'' প্রসঙ্গত, ভিন রাজ্যে বাঙালিদের উপর লাগাতার হেনস্থার অভিযোগ উঠছে। এর প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে 'শ্রমশ্রী প্রকল্প'। ভিনরাজ্য থেকে ঘরে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের ৫ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা, স্বাস্থ্যসাথী, আবাস যোজনা, পড়াশোনার সহায়তা সহ একাধিক সুযোগের কথা জানানো হয়েছে। দু'দিন আগেই বিজেপি নেতাদের পদাঘাত করে বাংলাদেশে পুশব্যাকের হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। তাতেই বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। তারপর আবারও এহেন মন্তব্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। বিজেপি জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''আগে কম কথা বলতেন, লোকে তাও ঠিকঠাক ভাবতেন। এখন যা বলছেন, তাতে হাসির খোরাক হচ্ছেন। ওর কর্মীরাই, আত্মীয়রাই এত হাসাহাসি করছেন, কী বলব! আগে বামফ্রন্ট করতেন, তখন চুপচাপ থাকতেন। এখন যা মুখে আসে, তাই বলেন!'' উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে 'পুশব্যাক' বঙ্গ রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য সে রাজ্যের পুলিশের কাছে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। পরে তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে পুশব্যাকেরও অভিযোগ উঠেছে। যদিও রাজ্য পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে তাঁদের ফিরিয়েও এনেছে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেতার এহেন বক্তব্য যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

যাত্রাশিল্পে নবীন প্রতিভার খোঁজে অভিনয় শিক্ষণ কর্মশালা

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, ১৯ আগস্টঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের ব্লক কার্যালয়ের নজরুল মঞ্চে এক বিশেষ অভিনয় শিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য, যাত্রাশিল্পে আগ্রহী নবীন প্রতিভাদের খুঁজে বের করে তাঁদের অভিনয়দক্ষতা উন্নত করা এবং বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য ধারাকে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা একাডেমীর সচিব শ্রিমতী লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাত্রা সম্মেলনের সম্পাদক কনক ভট্টাচার্য, রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বর্ধমান জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম সংকর মন্ডল, পূর্বস্থলী ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে বক্তারা যাত্রাশিল্পের গুরুত্ব ও তা নবীন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন। তারা জানান, এই ধরনের কর্মশালার মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিভারা একটি উপযুক্ত মঞ্চ পাবে, যা তাঁদের দক্ষতা বিকাশে সহায়ক হবে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য অভিজ্ঞ নাট্যব্যক্তিত্ব ও প্রশিক্ষকদের দ্বারা অভিনয়, সংলাপ প্রক্ষেপণ, মঞ্চ ব্যবহার, আবেগের প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অভিনয় শিক্ষণ কর্মশালা আগামী ২৫শে আগস্ট পর্যন্ত চলবে এবং শেষে অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এছাড়াও একটি সমাপনী অনুষ্ঠান এবং প্রদর্শনীমূলক যাত্রা নাটকের আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন।

OFFICE OF THE PRADHAN
ANARA GRAM PANCHAYAT
VILL & POST – ANARA, DIST. – PURULIA (W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK

e-TENDER NOTICE
NIT Memo No -418/AGP/2025Dated – 13.08.2025
NIeT No – WB/PUR/PARA/ANARA/2/AGP/2025(2ND CALL)

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Anara Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/.** 1. Date and Time of Bid Submission: from **14/08/2025 to 22/08/2025 upto 4.00 pm.** 2. Date and time of Bid opening **25/08/2025 at 11.00am.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.
Sd/- **Pradhan, Anara Gram Panchayat**

আমার মক্কেল অর্ণব ব্যানার্জী, পিতা- অসিত ব্যানার্জী, সাং ও পোঃ- উত্তর ঝাঁপরদহ, থানা- ডোমজুর, জেলা- হাওড়া, সঞ্জয় দাস নিযুক্ত আমমোক্তার অভিষেক দাস মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডিঃ সাবঃ রেজিঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৭০৭৫/২০২১ ও ৪৬৪/২০১২ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল.আর. খতিয়ান ১৯৪১, ২৯৪৫ নম্বর হাল দাগ ২৪৪১ নং দাগে ০২.৬৯ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৭১৮০/২০২১ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

OFFICE OF THE
LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT
UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY
P.O.-LAKHANPUR, P.S.-HURA, DIST.-PURULIA (W.B.), PIN- 723104

E-Tender No: WBPUR/HURA/PRADHAN LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT/(15th FC)/NIT(e)-9/2025-26. E-tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 3(Three) Nos. different works. Last date of Submission of Bid (Online) **26.08.2025 at 6.55 PM.** Bid Opening Date (online) **29/08/2025 at 4.00 PM.** **For details please visit website www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Pradhan**
Lakhanpur Gram Panchayat

NOTICE
I, Nripendra Nath Debnath, aged 66 years, son of Late Jogendra Nath Debnath, by occupation Grihasti, residing at Village Dumair, P.O. Kamarpara, P.S. Balurghat, District Dakshin Dinajpur, do hereby solemnly affirm and declare that I am an Indian citizen otherwise than by naturalization; that I am a householder; that I am not a solicitor or agent of any person; and that I have personal knowledge of and intimate acquaintance with the applicant in connection with his application for naturalization. I further state that the statements contained in the said application are true to the best of my knowledge and belief. I support the 10 No. Amrita Khanda Gram Panchayet Pradhan's Residential Certificate for the applicant's naturalization and vouch for his good character and loyalty. This affidavit has been duly executed before the Notary Public at Balurghat, Dakshin Dinajpur on this 18th day of August, 2025.
Sd/- Nripendra Nath Debnath
Identified by me
Smt Subrata Basu
Advocate, Balurghat District court
Dakshin Dinajpur

Notice Inviting e-Tender
Applications are invited from Bonafide contractors/agencies vide NIT bearing memo no. are- 04/A-II GP/25-26 (Sl. No 01 to Sl. No 03), Dt-19/08/25 for CONSTRUCTION OF CC ROAD: 05/A-II GP/25-26 (Sl. No 01 to Sl. No 02), Dt. 19/08/25 for construction of Children Park & Renovation of ICDS Kitchen Room and 06/A-II GP/25-26 (Sl. No 01) Dt-19/08/25 for Installation of Solar Light under 15TH FC 2025-26 1st INSTALLMENT UNTIED GRANT and OSR Grant. Bid Submission last dt-30/08/25, up to 11.00 AM. The N.I.eT. Documents and others details is available in the website wbtenders.gov.in.
Sd/- Prodhan
Ashuti-II Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

Bedrabad Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda
Vill: Dhulauri, P.O.- Bedrabad, P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda-732210
eTender Notice
Malda, eTender No.- 15(e)/BGP/25-26, Dated: 18th August, 2025, 16(e)/BGP/25-26, Dated: 18th August, 2025, 17(e)/BGP/25-26, Dated: 18th August, 2025, 18(e)/BGP/25-26, Dated: 18th August, 2025, 19(e)/BGP/25-26, Dated: 18th August, 2025, 20(e)/BGP/25-26, Dated: 18th August, 2025, 21(e)/BGP/25-26, Dated: 18th August, 2025, & Manual Tender.- 22/BGP/25-26, Dated: 18th August, 2025, Bonafied contructors are requested to visit-www.wbtenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in or Contact Office Notice Board.
Sd/- Pradhan
Bedrabad Gram Panchayat

e-TENDER NOTICE
e-NIT no. WB/TMPS/EO/3757/NIT-114/25-26 Dt. 18.08.2025 for **Sl. no. 1** Construction of Drain from Pailan bazar towards Smart Bazar at Rasapunja GP, **Sl. no. 2** Construction of 1 Nos. ACR at Chatta Kalikapur F.P. School at Chatta GP **EO,T.M. Panchayet Samity. Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as details below:
Name of Work - Publishing of matter against WB/TMPS/EO/3757/NIT-114/25-26 Dt. 18.08.2025 for Sl. no. 1 to 2 Schemes. Thakurpukur Maheshtala Panchayet Samity.
Bid Submission date Started on **19.08.2025 at 5 P.M**. (As per server clock) and Bid Submission End date **29.08.2025 at 11 A.M.** (As per server clock). Technical Bid Opening date **01.09.2025 at 11 A.M.** (As per server clock) details on NIT & Tender Documents may be download from: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Thakurpukur Maheshtala Panchayet Samity, South 24 Parganas

e-TENDER NOTICE
e-NIT no. WB/TMB/BDO/1594/NIT-115/25-26 Dt. 18.08.2025 for **Sl. no. 1** Supply of different Kitchen Utensils/Appliances of standard quality at various educational institutions **BDO,T.M. Development Block. Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as details below:
Name of Work - Publishing of matter against WB/TMB/BDO/1594/NIT-115/25-26 Dt. 18.08.2025 for Sl. no. 1 Schemes. Thakurpukur Maheshtala Dev. Block.
Bid Submission date Started on **19.08.2025 at 5 P.M**. (As per server clock) and Bid Submission End date **29.08.2025 at 11 A.M.** (As per server clock). Technical Bid Opening date **01.09.2025 at 11 A.M.** (As per server clock) details on NIT & Tender Documents may be download from: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Thakurpukur Maheshtala Dev. Block, South 24 Parganas

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ (০৩৩) ২৬৩৮-৩২১১/১২/১৩ টেলি ফ্যাক্সঃ ২৬৪১-০৮৩০ www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/06/EE-II/BEUP/25-26 তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৫
ই-দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া পৌর কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে সিমেন্ট কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণের জন্য এইচএমসির নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক) কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। একই ধরণের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে এই সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II বিভাগ/https://www.wbtender.gov.in (টেন্ডার আইডিঃ 2025_MAD_891172) থেকে জানা যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শেষ তারিখঃ **৩০.০৮.২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা** পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১০৫(২)/২৫-২৬ **সচিব**
১৯.০৮.২৫ **হাওড়া পৌরনিগম**

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice
The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following 01 nos Development workwithinTarakeswar Municipality under Green City Mission:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1.	2025_MAD_892423_1	20.08.2025	17.09.2025	19.09.2025

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**
Sd/- **Chairman,**
Tarakeswar Municipality

ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. অফিসঃ ওল্লাস টাওয়ার, ১৩৯/১৪০/বি/১, তৃতীয় তল, শহর রোড ক্রসিং এবং ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে ক্রসিং, ভিলে পার্লে পূর্ব, মুম্বই, মহারাষ্ট্র-৪০০০৫৭, ভারত, ফোনঃ ০২২-৬৮৪৯২৪৫০, ফ্যাক্সঃ ০২২-৬৭৪১২৩১৩, সিআইএনঃ ইউ৬৭১৯০এইচএম২০০৭পিটিসি১৬৮৩০৩, ইমেলঃ info@phoenixarc.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.phoenixarc.co.in

দখল হস্তান্তরের বিজ্ঞপ্তি
যদিও এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা (এখন থেকে 'এইচডিএফসি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (উল্লিখিত আইন) এর বিধান অনুসারে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (উল্লিখিত নিয়ম) এর বিধি ৩ সহ পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন যার বিবরণ নীচের সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/জামিনদাররা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এইচডিএফসি-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ১৪.০৮.২০২৩ তারিখে অন্তর্নিহিত সুরক্ষিত সম্পদের (নিচে বর্ণিত) প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছেন, যা উক্ত বিধি সহ পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তাকে/তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
পরবর্তীতে, এইচডিএফসি ২৭.০৩.২০২৫ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তির মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের দ্বারা প্রদেয় এবং প্রদেয় ঋণের ক্ষেত্রে এইচডিএফসি কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা এবং অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিগুলির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অধিকার, স্বত্ব, সুদ এবং সুবিধাগুলি ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেডকে অর্পণ করেছে, যা নিরাপত্তা রসিদের ধারকদের সুবিধার জন্য ফোনিক্স ট্রাস্ট আর্থিক বছর ২৫-২ (ফোনিক্স) এর ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করছে। অতএব, উক্ত অ্যাসাইনমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে, ফোনিক্স এখন এইচডিএফসি-এর পরিবর্তে সাবরোগেট হয়েছে এবং ফিনিক্স ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের বিরুদ্ধে সমস্ত এবং যেকোনো মামলা প্রতিষ্ঠা/চালিয়ে যাওয়ার এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের দ্বারা সম্পাদিত এবং তৈরি করা গ্যারান্টি এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ সহ আর্থিক নথির অধীনে অধিকার এবং সুবিধাগুলি প্রয়োগ করার অধিকারী হবে। উক্ত অ্যাসাইনমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে, ফোনিক্সের অনুমোদিত কর্মকর্তা 'যেমন আছে যেখানে আছে এবং যা আছে তার ভিত্তিতে' এইচডিএফসি-এর অফিসারের কাছ থেকে অন্তর্নিহিত সুরক্ষিত সম্পদের (নীচে বর্ণিত) প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছেন।

ঋণগ্রহীতার নাম এবং জামিনদার	চাহিদা বিজ্ঞপ্তি	দখল গ্রহণের তারিখ
ঋণগ্রহীতা **১. শ্রীমতি মজুমদার জয়ন্তী** **২. শ্রী স্বপনিক মজুমদার** **৩. বইয়ের মানুষ জ্যোতি**	নোটিশে উল্লেখিত তারিখ অনুসারে **১,৯৯,৯৩,২৭৮ টাকা** (এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ তিরানব্বই হাজার দুইশ আটাশ টাকা মাত্র) এবং নোটিশে উল্লেখিত হারে খরচ এবং খেলাপি সুদ। **নোটিশের তারিখঃ ১৬.১০.২০১৯** **৫১,২৩,৭৪২১ টাকা** (একান্ন লক্ষ তেইশ হাজার সাতশ বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) এবং নোটিশে উল্লেখিত হারে খরচ এবং খেলাপি সুদ। **নোটিশের তারিখঃ ১৬.১০.২০১৯** **৪০,২১,৭০৭ টাকা** (চল্লিশ লক্ষ একুশ হাজার সাতশ সাত টাকা মাত্র) এবং নোটিশে উল্লেখিত হারে খরচ এবং খেলাপি সুদ। নোটিশের তারিখঃ **০৮.০১.২০২০**	**১৩.০৮.২০২৫**

সম্পত্তির বিবরণঃ ১. সম্পত্তিটি হল একটি ফ্ল্যাট নংঃ এ-১, প্রায় ১৬০০ বর্গফুট, প্রথম তলায় পূর্ব-উত্তরমুখী এবং একটি গ্যারেজ স্থান নংঃ ৮, প্রায় ১২৫ বর্গফুট, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে মৌজাঃ ইব্রাহিমপুর, দাগ নংঃ ১০০, ১৮৪২৯, খতিয়ান নংঃ ৮৭, ৯১, ৮৩, ওয়ার্ড নংঃ ৯৩, প্রাঙ্গণ নংঃ ৩, যাদবপুর নর্থ রোড, থানাঃ যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৩২-এ অবস্থিত, ১২ কাঠা ১৪ ছটাক ৪২ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত ভবনে, জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যতে সেখানে নির্মাণ।
২. সম্পত্তিগুলি হল মৌজাঃ বাদেরিয়াপুর, জেএল নংঃ ৩৪, ইপি নংঃ ৮২৫, এসপি নংঃ ৭১৩, সিএস প্লট নং ৫৮৬ (পি), প্রাঙ্গণ নংঃ ৬৮বি/৩৪৫, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড (মেইলিং ঠিকানা বি৭, বাঘাটিয়ান কলোনি), যাদবপুর, থানাঃ যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৯২, জেলাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণের জন্য ০২কাঠা এবং ১২ছটাক জমির উপর নির্মিত ভবনের মোট (সুপার বিল্ট এরিয়া) আনুমানিক ২৯০০ বর্গফুট (২৬৯.৫১ বর্গমিটার) আয়তনের সম্পূর্ণ প্রথম এবং দ্বিতীয় তলা। উক্ত সম্পত্তিটি নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ এবং বেষ্টিতঃ উত্তরেঃ প্লট নং ইপি ৮১৭, দক্ষিণেঃ কলোনির জমি দ্বারা, পূর্বেঃ ট্যাঙ্ক এবং কলোনির সীমানা দ্বারা, পশ্চিমেঃ ইপি নং ২৮৪ দ্বারা।
৩. সম্পত্তিটি হল ফ্ল্যাট নংঃ ১, প্রায় ১২৭০ বর্গফুট (১১৮.০৩ বর্গমিটার) আয়তনের, প্রথম তলায় এবং কল্পনা অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত জি+৪ তলা ভবনের নিচতলায় প্রায় ১২০ বর্গফুট একটি গাড়ি পার্কিং স্থান সহ। ০৩ কাঠা ০৯ ছটাক ২৩ বর্গফুট কমবেশি জমির উপর নির্মিত, মৌজাঃ রাজাপুর, জেএল নংঃ ২৩, স্কিম প্লট নংঃ ১৩১, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নংঃ ১০২, কর্পোরেশন প্রাঙ্গণ নংঃ ১৭৮, সেন্ট্রাল পার্ক, থানাঃ যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২-এ অবস্থিত, জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যতে সেখানে নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, বন্ধকী সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি।
স্থানঃ কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার
তারিখঃ ১৩.০৮.২০২৫ — ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড, (ফোনিক্স ট্রাস্ট-অর্থ বছর ২৫-২-এর ট্রাস্টি)

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT
The **Director General (L & E), KMC** invites e-Tender online in two bid system for following work:
NIT No.: KMC/LTG/HQ/DG-SET/25-26
Name of Work: **Operation & maintenance of 100 KVA & 40 KVA diesel generator sets situated at Br.-IV & Br.-V office under KMC.** Estimate Amount: ₹ **4,12,340.00**. Earnest Money: ₹ **8,300.00.** Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of Bid: **04.09.2025 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.08.2025 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-I, KMC** invites e-Tender online percentage rate bid system for the following works:
(1) NIT No.: LTG/139/WD-16/BR-II/Z-I/25-26 (2nd Call)
Name of Work: **Electrical wiring and power arrangement new constructed Hall Room at Sahitya Parisad Street in Ward No.-16, Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **1,74,833.02**. Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of Bid: **28.08.2025 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2025 (12 Noon).**
(2) NIT No.: LTG/254/WD-13/BR-III/Z-I/25-26
Name of Work: **Miscellaneous repairing work for lighting system at K.B.M. Road, 82 U. M. Road and others water logging areas in Ward No.-13, Br.-III.** Estimated Amount: ₹ **1,77,196.42**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of Bid: **30.08.2025 – 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.08.2025 (4 p.m.)**. The website **https://wbtenders. gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-II, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: LTG/42/47/VI/Z-II/25-26
Name of Work: **Improvement of lighting system at Nirmal Chandra Street and other different places in Ward No.-47.** Estimate Amount: ₹ **4,89,249.05**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **30.08.2025 upto 1 p.m.** Bid opening date: **01.09.2025.** The bid forms and other details are available on and from **21.08.2025 on 1 p.m.**
(2) NIT No.: LTG/86/55/VI/Z-II/25-26
Name of Work: **Renovation of street lighting system by supplying luminaries and other electrical accessories for essential works in Ward No.-55 under Br.-VI.** Estimate Amount: ₹ **4,98,796.58**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.**
(3) NIT No.: LTG/88/62/VI/Z-II/25-26
Name of Work: **Renovation of street lighting system by supplying luminaries and other electrical accessories for essential works in Ward No.-62 under Br.-VI.** Estimate Amount: ₹ **4,98,543.07**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **28.08.2025 upto 4 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **20.08.2025 on 4 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).
(4) NIT No.: LTG/168/45/V/Z-II/25-26
Name of Work: **Improvement work of lighting system along with other electrical works at Hare Street and other places in Ward No.-45 under Br.-V.** Estimate Amount: ₹ **2,99,530.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(5) NIT No.: LTG/192/INST/V/Z-II/25-26
Name of Work: **Supply, installation, testing & commissioning of air conditioning system along with other electrical works at Br.-V Office Building KMC, Br.-V.** Estimate Amount: ₹ **4,99,988.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of Bid: **28.08.2025 upto 4 p.m.** (For Sl. No. 4 & 5). The bid forms and other details are available on and from **20.08.2025 at 6 p.m.** (For Sl. No. 4 & 5).
(6) NIT No.: KMC/LTG/70/WD26/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Electrification work of KMC Labour Quarter situated at Premises No.-9B & 9C Nanda Mallick Lane in Ward No.-26 under Br.-IV.** Estimate Amount: ₹ **3,64,391.00**. Earnest Money: ₹ **7,500.00.**
(7) NIT No.: KMC/LTG/73/WD39/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Installation of lighting system at Marcus Square, Madan Mohan Burman Street and other places in Ward No.-39 under Br.-IV.** Estimate Amount: ₹ **3,99,451.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days** (For Sl. No. 6 & 7). Last date and time of submission of Bid: **01.09.2025 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 6 & 7). The bid forms and other details are available on and from **20.08.2025 (2 p.m.)** (For Sl. No. 6 & 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 4 to 7).

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-III, KMC** invites e-Tender online percentage rate two part bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/405
Name of Work: **Temporary lighting arrangement at Belvedere Road and other adjacent areas of Uttirna for festive season in Ward No.-74 under Br.-IX.** Estimated Amount: ₹ **1,98,066.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **04 days**.
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/406
Name of Work: **Temporary lighting arrangement at D. L. Khan Road and other adjacent areas for festive season in Ward No.-74 under Br.-IX.** Estimated Amount: ₹ **1,98,099.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **04 days**. Last date and time of completion of Bid: **27.08.2025 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender (Technical) opening date & time: **27.08.2025 at 4 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **19.08.2025 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). For full and further details, please visit the website **https://etender. wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/414
Name of Work: **Renovation of street lighting system at Hazra Road, Panditiya Road and other surrounding areas in Ward No.-85 under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **2,85,966.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **12 days**.
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/423
Name of Work: **Repairing of Bustee lights by replace-ment with new LED lights in Ward No.-86 under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **1,49,202.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **14 days**.
(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/424
Name of Work: **Repairing of Bustee lights by replacement with new LED lights in Ward No.-70 under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **1,49,288.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **12 days**. Last date and time of submission of Bid: **27.08.2025 – 6 p.m.** (For Sl. No. 3 to 5). Bid opening date & time for technical proposal: **27.08.2025 – 6.30 p.m.** (For Sl. No. 3 to 5). The bid forms and other details are available on and from **18.08.2025 – 6 p.m.** (For Sl. No. 3 to 5).
(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/425
Name of Work: **Supply of service of electrical system for operation & routine upkeeping of Tolly-Tax Deptt., Licence Deptt, E-Governance Market Office, Staff Qtr., Labour Qtr. etc of Gariahat Market Complex under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **4,95,936.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 days.**
(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/426
Name of Work: **Supply of service of electrical system for operation & routine upkeeping of the electrical service Gariahat Market, KMC Offices & Staff Quarter under Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **4,95,936.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of Bid: **28.08.2025 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 6 & 7). Tender (Technical) opening date & time: **28.08.2025 at 4 p.m.** (For Sl. No. 6 & 7). The bid forms and other details are available on and from **19.08.2025 from 5 p.m.** (For Sl. No. 6 & 7).
(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/419
Name of Work: **Repairing and replacement of K.M.C. Street light feeder boxes and street lighting system at Dr. G. S. Bose Road, Picnic Garden Road, Bose Pukur Road in Ward No.-67 under Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **2,49,467.98**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/420
Name of Work: **Supply and delivery of LED street light fittings at Jawaharlal Nehru Road in Ward No.-63 under Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **1,93,756.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 days.**
(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/433
Name of Work: **Supply and delivery of LED street light fittings at Bedia Danga Masjid Bari by Lane and P. Naskar Lane in Ward No.-67 under Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **2,60,360.00**. Earnest Money: ₹ **5,200.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **29.08.2025 at 12 Noon.** (For Sl. No. 8 to 10). Bid opening date & time for Technical Proposals (Online): **29.08.2025 at 2 p.m.** (For Sl. No. 8 to 10). The bid forms and other details are available on and from **19.08.2025 (6 p.m.)** (For Sl. No. 8 to 10). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 3 to 10).

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-IV, KMC** invites e-Tender online, two part bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/256/25-26
Name of Work: **Repairing works of Bustee lightng arrangement at 10 No. Bustee, Netajinagar Colony and adjacent areas in Ward No.-98, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,95,491.56**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 days**.
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/263/25-26
Name of Work: **Installation of street lighting system at 168, 167, B. B. Chatterjee Road and adjacent areas in Ward No.-91, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,96,255.12**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **20 days**.
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/264/25-26
Name of Work: **Improvement of street lighting system at Gupta Para, 30 Selimpur and adjacent areas in Ward No.-92, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,98,210.48**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **20 days**. Last date and time of completion of Bid: **02.09.2025 upto 9 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **20.08.2025 from 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-VI, KMC** invites e-Tender online two part bid system for following work:
(1) NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/333/OM/5/25-26 (1st Call)
Name of Work: **Annual maintenance contract of four number Lifts installed at Abahan Community Hall and Br.-XVI Office Building under KMC Borough XVI.** Estimated Amount: **Quotation**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of Bid: **30.08.2025 – 3 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **01.09.2025 – 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.08.2025 – 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** **(899/25-26)**

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

সাবেকিয়ানা থেকে বেরিয়ে বালুচরিতে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা শিল্পীদের

দুর্গাপুজোয় এবার নতুন ট্রেন্ড নিয়ে এসেছেন বলে শোনা গেল। বালুচরীর ফ্যাশন ট্রেন্ডে এবার রামায়ণের কাহিনি তুলে ধরে শাড়ি বানানো হচ্ছে।। বিষ্ণুপুরের এক শিল্পী প্রতি বছরই তাঁর তৈরি শাড়িতে সাহিত্য-সংস্কৃতির রূপ ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর বুননে কখনও উঠে এসেছে শকুন্তলার কাহিনি, কখনও বা আদিবাসী নৃত্য। এবছর তাঁর হাতের জাদুতে শাড়ির আঁচল ও জমিতে ফুটে উঠেছে বাল্মীকির রামায়ণ। দাম রাখা হয়েছে দেড় লক্ষ টাকা। তবে এই দাম কেবল সুতোর বা সময়ের নয়, বরং এক মহাকাব্যের কাহিনিকে ধরে রাখা শিল্পেরও। আঁচল থেকে বর্ডার, পাল্লু থেকে খোপা, সবখানেই ফুটে উঠেছে মহাকাব্যের ধারাবাহিক ছবি। সেখানে দেখা যাচ্ছে রাবণকে বাধা দিতে আসছে জটায়ু, যুদ্ধের ঘোড়া আটকে রাখা লব-কুশ, আশ্রমে লব-কুশকে বাল্মীকির পড়ানো, রাম, লক্ষ্মণ, সীতার বনবাস যাত্রার মতোকাহিনী। পুরো শাড়িটি যেন এক চলমান চিত্রকাহিনি, যেখানে চোখ বোলাতেই গল্পের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন। শিল্পীর কথায়, বালুচরীর প্রাণই হল গল্প। আমি চাইছিলাম রামায়ণের প্রতিটি মুহূর্ত যেন এই শাড়ির বুননে জীবন্ত হয়ে ওঠে। পরতে পরতে যেন একটি আখ্যান গড়ে ওঠে। শিল্পী আরও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তন্তুজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবীন্দ্রনাথ রায়কে। তাঁর উৎসাহ ও আর্থিক সহায়তা ছাড়া এই স্বপ্নপূরণ সম্ভব হত না বলে জানিয়েছেন বালুচরি শিল্পী। অমিতাভ জানালেন, রবীন্দ্রনাথবাবু আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এই কাজকে শুধু শিল্প নয়, ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ হিসেবেই দেখেছেন।পুজোর বাজারে এই শাড়ি এক বিশেষ দিক নির্দেশ করছে। এবার ক্রেতারা কেবল সাজগোজের পোশাক চাইছেন না, বরং খুঁজছেন গল্পসমৃদ্ধ শিল্পকর্ম। শহরের বুটিক থেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম-সবখানেই থিমভিত্তিক বালুচরীর চাহিদা বাড়ছে। ফ্যাশন বিশেষজ্ঞদের মতে, পুজোর ফ্যাশনে এবারের বড় প্রবণতা হল 'ন্যারেটিভ টেক্সটাইল'। অর্থাৎ পোশাককে ক্যানভাস করে গল্প বলা। ঐতিহ্যবাহী বালুচরীর বুননে রামায়ণের পূর্ণ কাহিনি এই প্রবণতারই সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে হাতে বোনা ঐতিহ্যবাহী শাড়ির প্রতি ঝোঁক উৎসাহিত করেছে বালুচরি শিল্পকে। ব্যবসায়ীদের কথায়, বিলাসপণ্যের বাজারে মন্দা নেই। বরং যারা কিনছেন, তাঁরা শাড়ির পেছনের গল্প, নকশার আখ্যান ও শিল্পীর নাম জেনে তবেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। বালুচরী শাড়ির উৎপত্তি মুর্শিদাবাদের বালুচর গ্রামে হলেও ১৯ শতকের শেষদিকে সেই শিল্প প্রায় হারিয়ে যায়। পরে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে তাঁতিরা এই বয়নশিল্পকে নতুন করে প্রাণ দেন। এখানে রেশমের উপর সূক্ষ্ম বুননে দেবদেবীর কাহিনি, রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্য ও লোকজ আখ্যান ফুটিয়ে তোলা হয়। ধীরে ধীরে বিষ্ণুপুরই বালুচরীর প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং আজ বালুচরী মানেই বিষ্ণুপুরের সুনাম বিশ্বজোড়া। কয়েক বছর ধরে সাবেকিয়ানা থেকে বেরিয়ে বালুচরিতে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছেন নবীন প্রজন্মের শিল্পীরা। শাড়িতে উঠে এসেছে মন্দিরের গায়ের টেরাকোটাও। বুনেছেন মুগা, কটকি, এরি, নকশিকাঁথার ডিজাইন। অতীতে বিভিন্ন থিমের উপর বালুচরি, কারুকলা, অরুণিমা, অষ্টমী, তিলাখি বালুচরিও নজর টেনেছে ভালো। এবার নজর টানবে তুলনায় কমদামী এই বালুচরি শাড়ি। পুজোয় নজর কাড়বেন মহিলারা।

স্ট্রবেরি স্কিনের সমস্যায় জেরবার? এই সহজ উপায়েই পাবেন রেহাই

স্ট্রবেরি স্কিন বা স্ট্রবেরি লেগসের মতো সমস্যা নতুন কিছু নয়য়। কিন্তু এই সমস্যা ত্বকে দেখা দিলে বা।তি যত্ন ত্বকের নিতে হয় বইকি। সাধারণত ত্বকের কোনও জায়গায় রেজার দিয়ে শেভিং করলে এই সমস্যা দেখা যায়। স্ট্রবেরি স্কিনের সমাধানে কী কী উপায় মেনে চলবেন জেনে নিন।

রেজার দিয়ে ত্বকের কোনও অংশে শেভিং করার পর অনেকেরই এই সমস্যা দেখা যায়। তাই যে কোনও রেজার ব্যবহার না করে এক্ষেত্রে বিশেষ সচেতনতা অবলম্বন প্রয়োজন। শেভিং করার আগে অবশ্যই ত্বকে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন।

স্ট্রবেরি স্কিন মূলত ওপেন পোরস বা রোমকূপ উন্মুক্ত হয়ে গেলে এই সমস্যা দেখা যায়। যা দিয়ে অতিরিক্ত ঘাম ও দেহের অতিরিক্ত তেল বেরিয়ে গেলে তাতেই স্ট্রবেরি স্কিনের সমস্যা দেখা যায়। তাই এই ওপেন পোরস বন্ধ করার জন্য সামান্য অ্যাপেল সিডার ভিনিগার অল্প জলে মিশিয়ে টোনার হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তাতে এই সমস্যার সমাধান ঘটবে।

ব্যবহার করতে পারেন টি ট্রি তেল। নারকেল তেল অথবা অলিভ ওয়েল সঙ্গে সামান্য টি ট্রি তেল মিশিয়ে ত্বকের যে জায়গায় এই সমস্যা দেখা গিয়েছে সেখানে মেখে নিন। তাতে ত্বকের এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

একে অফিসের ব্যস্ততা। তার উপর আবার বাড়ির কাজ। সবমিলিয়ে পার্লারে যাওয়ার অবকাশ নেই। ম্যানিকিওর তো দূর অস্ত। হাতের যাচ্ছে তাই দশা। বহু গৃহিণী এই সমস্যায় ভোগেন। মনখারাপও করেন কেউ কেউ। তবে তাদের জন্য রয়েছে সহজ উপায়। পার্লারে

না গিয়ে বাড়ি বসেই পেতে পারেন নরম হাত। সহজ কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করলেই হতে পারে মুশকিল আসান।

ভুল করে নখ দিয়ে কোনও লেবেল ছেঁড়ার চেষ্টা করবেন না। তাতে নখ দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এবড়ো খেবড়ো নখ হাতের সৌঃদর্য নষ্ট করে। তাই প্রথমে হাতের নখ সমান করে কেটে ফেলুন। ফাইল দিয়ে ঘষে নিতেও পারেন। নখের আশপাশ যেন শুষ্ক না হয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। কিউটিকল অয়েল কিংবা হ্যান্ড ক্রিম দিয়ে মাসাজ করুন। এরপর একটি নরম তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে নিন।

প্রতিদিন হ্যান্ড ক্রিম ব্যবহার করুন। তাতে হাতের ত্বকের পাশাপাশি নখের আশপাশও শুষ্ক হয় না।

বাসন মাজার ফলে নখের ক্ষতি হয়। অনেক সময় কোণ থেকে ভেঙে যায়। কিংবা ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। নিজের নখের সুরক্ষায় বাসন মাজা কিংবা জামাকাপড় কাচার আগে গ্লাভস ব্যবহার করুন।

একটানা বেশিদিন কোনও নেলপলিশ পরে থাকবেন না। তাতে নখের রং বদলে যাওয়ার সমস্যা তৈরি হয়। তাই নেলপলিশ মাঝে মাঝে তুলে ফেলুন। ' দিন নখকে। তাতে নখের স্বাস্থ্যোন্নতি হবে। শুধু নখ কিংবা হাতের যত্ন নিলে হবে না। নখের ভঙ্গুরতা কমাতে অবশ্যই খাদ্যতালিকার দিকে বিশেষ নজর দিন। বায়োটিন, ভিটামিন ই, আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খান। বেশি করে জল এবং অবশ্যই ফল খান। তাতে নখ আরও শক্ত হবে। আচমকা ভেঙে যাওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পান।

চুলের চর্চায় অপরিহার্য ভিটামিন ডি! জেনে নিন কী উপায়

ভিটামিন ডি এর অভাবে শরীরে না সমস্যা তৈরি হয়। হা।রে সমস্যা, হাত-পায়ে ব্যথা, দুর্বলতা ইত্যাদি। কিন্তু এসব ছা।াও ভিটামিন ডি'র অভাবে শরীরে নানা সমস্যার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় চুলও। শরীরে ভিটামিন ডি এর অভাবে চুল প।ার মত সমস্যায় জেরবার হলে জেনে নিন কী উপায় অবলম্বনে এই সমস্যার সমাধান করবেন।

চুলের গোড়া মজবুত থাকলে তবেই চুলের বাড়বৃদ্ধি সঠিক হবে। তার জন্য ভালো থাকতে হবে ফলিকল। ফলিকলেরও তাই পুষ্টি দরকার। আর এই ফলিকল তৈরিতে সাহায্য করে ভিটামিন ডি। তাই ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার অবশ্যই আপনার খাদ্যতালিকায় রাখবেন।

ডিমের কুসুম এক্ষেত্রে অত্যন্ত পুষ্টিকর একটি খাদ্য। এতে থাকা প্রোটিন, খনিজ, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট চুলের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে সাহায্য করে। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ মাছ এক্ষেত্রে উপযোগী। মাছে থাকা এই উপাদান চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে।

এ তো গেল খাবারের কথা। কিন্তু আপনি চাইলে ভিটামিন ডি চুলে ব্যবহার করতেও পারেন। কী উপায়ে করবেন? চুলে ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ প্যাক মাখতে পারেন। এক্ষেত্রে সবথেকে উপকারী ডিমের কুসুম। দু'টি ডিমের কুসুমের সঙ্গে ১টেবিল চামচ নারকেল তেল, কয়েক ফোঁটা মধু দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর ২০ মিনিট মতো চুলে মেখে রেখে দিয়ে তারপর ধুয়ে শ্যাম্পু করে নিন।

যদি আপনার স্ক্যাল্প তৈলাক্ত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই প্যাকে পাতিলেবুর রস ও অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে নিয়ে মাখতে পারেন চুলে একই পদ্ধতি অবলম্বনে। পাবেন হাতেনাতে ফলাফল।

চুল উঠে যাচ্ছে। কুঁচকে যাচ্ছে ত্বক। সঙ্গে হারাচ্ছে ঔজ্জ্বল্য। সময়ের আগেই যেন ত্বক ও চুলকে গ্রাস করছে বার্ধক্য। আপনিও কি একই সমস্যায় ভুগছেন? বারবার আয়নার সামনে দাঁড়ালেই মনখারাপ হয়ে যাচ্ছে? তবে আপনার দিনলিপিতে আজই বদল করুন। এই ভুলগুলি করছেন কিনা, তা খতিয়ে দেখুন।

সানস্ক্রিন ব্যবহার নিয়ে অবহেলা- ত্বকের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সানস্ক্রিন। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে ত্বককে বাঁচাতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত অর্থা সারাবছরই সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত। নইলে ত্বক সময়ের অনেক আগেই বুড়িয়ে যেতে পারে।

স্ক্রাবারের ব্যবহারিক পদ্ধতিগত ত্রুটি ঃ

মৃত কোষকে দূর করে ত্বককে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে স্ক্রাবারের জুড়ি মেলা ভার। তবে অতিরিক্ত জোরে স্ক্রাবার ঘষে ত্বক পরিষ্কার করবেন না। তাতে ত্বক খারাপ হয়ে যেতে পারে। দ্রুত হারাতে পারে ঔজ্জ্বল্য।

ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারে অনীহাঃ

ত্বক শুষ্ক না দেখালে অনেকে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেন না। তার ফলে ত্বকের ক্ষতি হয়। রূপচর্চা বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার ত্বক শুষ্ক হোক আর না হোক। প্রতিদিনের রুটিনে ময়েশ্চারাইজার থাকা প্রয়োজন। তাতে ত্বক আরও নরম এবং সুন্দর হবে।

মেকআপ না তোলা ঃ ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে রাতে মেকআপ তুলতে চান না অনেকেই। এই অভ্যাস কি আপনারও আছে? উত্তর ' হলে আজই অভ্যাস বদলান। রোজকার এই অভ্যাসের ফলে আপনার ত্বক কালচে হয়ে যাবে। তাতে সুদূর ভবিষ্যতে ক্ষতি হবে আপনারই।

জোরে ঘষে আই ক্রিম ব্যবহার ঃ

চোখের তলার চামড়া কুঁচকে যাওয়ার সমস্যা হয় অনেকের। এই সমস্যা দূর করতে আই ক্রিম ব্যবহার করেন কেউ কেউ। জোরে ঘষবেন না। তাতে ত্বকের ক্ষতি হয়। পরিবর্তে হালকা হাতে আই ক্রিম মাসাজের অভ্যাস করুন।

রূপটান সামগ্রী বাছাইয়ে ভুল ঃ

বেশি পরিমাণ অ্যালকোহলযুক্ত সামগ্রী রূপচর্চার জন্য ব্যবহার করবেন না। তা ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। তার পরিবর্তে হালকা (মাইল্ড) কোনও ক্রিম ব্যবহার করুন।কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঃ শুধু মুখ নয়। গলার ত্বকেরও যত্ন নিন। নইলে তাড়াতাড়ি চামড়া ঝুলে যেতে পারে।

অসময়ে ত্বকের বুড়িয়ে যাওয়া রুখতে অবশ্যই খাদ্যাভ্যাসের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। ডায়েট ফল, সবজি এবং প্রচুর পরিমাণ জল যাতে থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। পর্যাপ্ত ঘুমও কিন্তু সন্দর ত্বকের গোপন চাবিকাঠি। তাই রাতে কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা ঘুমনোর চেষ্টা করুন।

পুতিন-জেলেনস্কিকে মুখোমুখিতে বসাতে মরিয়া ট্রাম্প, অবশেষে থামছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ?

১৯ ঃ দীর্ঘ তিন বছরেরও বেশি সময়ের পর বৈঠকে বসছেন ভ্লাদিমির পুতিন এবং ভলোদিমির জেলেনস্কি! এবং সেই বৈঠকের আয়োজন করতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, ইতিমধ্যেই তিনি পুতিনকে ফোন করেছেন। কোথায় শান্তি বৈঠক হতে পারে সেই নিয়ে কথা হয়েছে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের। ট্রাম্প জানান, পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকে হাজির থাকবেন তিনি নিজেও। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করতে সোমবার হোয়াইট হাউসে যান জেলেনস্কি। সঙ্গে একাধিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রপ্রধান। ওয়াশিংটনে ভারতীয় সময় রাত সড়ে ১০টার পর ওই বৈঠক শুরু হয় বলে খবর। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, প্রয়োজনে ইউরোপীয় দেশগুলির নিরাপত্তার স্বার্থে যে কোনও সামরিক পদক্ষেপে নেতৃত্ব দিতে আমেরিকা তৈরি। শুধু তাই নয়, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। এদিন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের কাঁধে হাত রাখতেও দেখা যায় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে।

বৈঠক শেষে ট্রুথ সোশালে দীর্ঘ পোস্ট করেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি লেখন, ' অফিসের বৈঠক অত্যন্ত সফল হয়েছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইউক্রেনের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। মার্কিন সহযোগিতায় ইউক্রেনের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে ইউরোপীয় দেশগুলি।'ট্রাম্প আরও জানান, রাশিয়া-ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে এবার দুই দেশের প্রধানকে নিয়ে বৈঠকের চেষ্টা করছেন তিনি। প্রথমে আলোচনা হবে পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে। তারপর দুই রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন ট্রাম্প নিজেই। প্রায় চার বছর ধরে চলতে থাকা যুদ্ধের অবসান হবে বলে আশাবাদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জানা গিয়েছে, ফোনে পুতিনের সঙ্গে প্রায় ৪০ মিনিট কথা বলেছেন ট্রাম্প। যথেষ্ট ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলেই সূত্রের খবর।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে স্বয়ংক্রিয় ব্লক সিগন্যালিং চালু

গোরখপুর, ১৯ আগস্ট ঃ যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী ট্রেন চলাচল সুষ্ঠু করার জন্য ভারতীয় রেলওয়েতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং শক্তিশালীকরণের কাজ দ্রুত গতিতে করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী সৌম্য মাথুরের দক্ষ নির্দেশনায়, উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে রেল বিভাগ, তৃতীয় লাইন, নতুন রেল লাইন, স্টেশনগুলির পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় ব্লক সিগন্যালিং দ্বিগুণ করার কাজ দ্রুত গতিতে করা হচ্ছে।চলতি আর্থিক বছরে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের লখনউ বিভাগের গোবিন্দনগর-টিনিচ-গৌড়-ভাবানন (২৪.৬৪ কিমি) অংশের স্বয়ংক্রিয় ব্লক সিগন্যালিং সিস্টেম চালু করার কাজ ১৯ আগস্ট, ২০২৫ সালে সফলভাবে সম্পন্ন হয়। চালু হওয়ার পর, ১৫৬৫১ গৌহাটি-জাম্মুতভি এক্সপ্রেসের প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেনটি এই অংশ থেকে চালানো হয়েছিল। এই কাজটি খুব মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়েছে, কোনও ট্রেন চলাচলে

কোনও প্রভাব না ফেলে। এর পাশাপাশি, উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে এখন পর্যন্ত ১২৬.৫৭ কিলোমিটার রুটে স্বয়ংক্রিয় ব্লক সিগন্যালিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা এই রেলওয়ের জন্য একটি বিশেষ অর্জন।গোবিন্দনগর-বাভানান সেকশনের স্বয়ংক্রিয় ব্লক সিগন্যালিং কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর, লখনউ বিভাগের ডোমিনগড় থেকে বাভানান পর্যন্ত ৯০.৩৬ কিলোমিটার এবং বারাণসী বিভাগের কুস্মী থেকে দেওরিয়া সদর পর্যন্ত ৩৬.২১ কিলোমিটার। স্বয়ংক্রিয় ব্লক সিগন্যালিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে আরও ট্রেন পরিচালনা সম্ভব হয়েছে, লাইনের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ট্রেনের সময়ানুবর্তিতাও উন্নত হবে।উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে স্বয়ংক্রিয় ব্লক সিগন্যালিং সিস্টেম গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শুরুতে জগবেলা-মাঘর (১৪.৬৫ কিলোমিটার) অংশ চালু করার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, যার পরে গত অর্থবছরের শেষ নাগাদ, এই রেলওয়ে ১০০ কিলোমিটার স্বয়ংক্রিয় ব্লক সিগন্যালিং সিস্টেম সম্পন্ন করার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জন করেছে। স্বয়ংক্রিয় অংশে ট্রেনগুলি মসৃণ এবং নিরাপদে চলছে।

খুনে বিশ্বরেকর্ড ইউক্রেনের স্নাইপারের

১৯ ঃ লসকলের নজর এড়িয়ে শত্রুকে চিরঘুমে পাঠাতে স্নাইপার যোদ্ধাদের জুড়ি মেলা ভার। এবার ১৩ হাজার ফুট বা প্রায় ৪ কিলোমিটার দূর থেকে রুশ সেনার মাথার খুলি উড়িয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ইউক্রেনের এক স্নাইপার। এই অসম্ভব সম্ভব হল আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ড্রোন গাইডেন্সের যৌথ মিশেলে। বেনজির এই কীর্তিতে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙল ইউক্রেন।জানা যাচ্ছে, ইউক্রেনের ১৪.৫ এমএম-এর অ্যালিগেটর রাইফেলের সাহায্যে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। কিয়েভ পোস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই মারণ শটটি চালানো হয় ১৪ আগস্ট ২০২৫ সালে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ড্রোন গাইডেন্সের মাধ্যমে অতদূরের লক্ষ্যে নির্ভুল আঘাত হানে ইউক্রেন সেনার অত্যাধুনিক এই রাইফেল। গুলিটি চালানো হয়েছিল ইউক্রেনের পকরোভস্ক থেকে। যে রাইফেলের সাহায্যে এই হত্যালীলা চালানো হয় তার কার্যক্ষমতাও নেহাত কম নয়। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৪.৫ এমএম-এর অ্যালিগেটর রাইফেল এক ম্যাগাজিনের। যার ' ভেলোসিটি' ৩২১৫ থেকে ৩২৮১ ফুট প্রতি সেকেন্ড। এই বন্দুকের নির্মাতা খারকিভে অবস্থিত XADO-Holding নামের এক সংস্থা। ২০২১ সালে তাদের তরফে জানানো হয়েছিল এই বন্দুকের রেঞ্জ ১.২ মাইল। রাইফেলটির ওজন ২৫ কেজি। তবে গত কয়েক বছরে এই রাইফেলকে আরও অত্যাধুনিক করে তোলা হয়েছে। তার প্রমাণ দফায় দফায় মিলেছে।তথ্য বলছে, সবচেয়ে দূর থেকে স্নাইপারের গুলিতে মৃত্যুর রেকর্ড একটা সময় ছিল কানাডা সেনার ঝুলিতে। ২০১৭ সালে ইরাকে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন ৩৫৪০ মিটার দূর থেকে এক আইএসআইএস জঙ্গিকে খতম করেছিল স্নাইপার। এরপর সেই রেকর্ড ভেঙে ২০২৩ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নয়া রেকর্ড গড়নে ৫৮ বছর বয়সি ইউক্রেন সেনার এক স্নাইপার। ১২,৪০০ ফুট বা ৩৮০০ মিটার দূর থেকে গুলি করে মারা হয় রাশিয়ার এক যোদ্ধাকে।

ঘন্টার দূরত্ব এখন মিনিটে, কলকাতা মেট্রোর নতুন সম্প্রসারণ

১৯ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শীঘ্রই কলকাতায় মেট্রো সংযোগকে নতুন গতিতে নিয়ে আসতে চলেছেন। যেখানে একসময় যাত্রায় ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগত, এখন নতুন মেট্রো লাইনের মাধ্যমে দূরত্ব কমে মিনিটে নেমে আসবে। শহর এবং আশেপাশের অঞ্চলগুলিকে সংযুক্ত এই নতুন পরিষেবাগুলি কলকাতার জীবনে এক নতুন শক্তি সঞ্চার করবে।প্রথমত, গ্রিন লাইন - এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ (২.৪৫ কিমি)। এই ছোট অংশটি শহরের জন্য সবচেয়ে বড় স্বস্তি প্রমাণিত হবে। বর্তমানে, হাওড়া এবং শিয়ালদহের মতো দুটি প্রধান রেল টার্মিনালের মধ্যে পৌঁছাতে সড়ক পথে ৪০-৪৫ মিনিট সময় লাগে। এখন মেট্রোতে এই যাত্রা মাত্র ১১ মিনিটে সম্পন্ন হবে। এই সময় সাশ্রয় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জন্য আশীর্বাদের চেয়ে কম হবে না।দ্বিতীয় বড় অর্জন হল ইয়েলো লাইন - নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর (৬.৭৭ কিমি)। এখন বিমানবন্দরে পৌঁছানোর জন্য সড়ক পথে দীর্ঘ ভ্রমণের প্রয়োজন হবে না। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক যাত্রী, বিমান কর্মী এবং বিমানবন্দর কর্মীরা সকলেই দ্রুত, নিরাপদ এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। দমদম ক্যান্ট থেকে ইন্টারচেঞ্জ সুবিধা চালু হলে, পুরো শহর এবং প্রধান রেলস্টেশনগুলির সাথে সরাসরি যোগাযোগও সহজ হবে। এখন এসপ্ল্যানেড থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত এই দূরত্ব মাত্র ৩০ মিনিটে অতিক্রম করা যাবে।তৃতীয় সংযোগ হল অরেঞ্জ লাইন - হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা (৪.৪ কিমি)। এই সম্প্রসারণটি সায়েন্স সিটি, বড় হাসপাতাল, স্কুল এবং ব্যবসা কেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করবে। এখানে যাত্রী সংখ্যা দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ বিষয় হল বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত যাত্রা এখন মাত্র ৩২ মিনিটে সম্পন্ন করা যাবে। এর ফলে দক্ষিণ কলকাতা এবং পূর্ব কলকাতার মধ্যে যাত্রা খুব সহজ হয়ে যাবে।এই নতুন লাইনগুলি যুক্ত হওয়ার ফলে, কেবল কলকাতা নয়, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীরাও একটি বড় সুবিধা পাবেন। শহরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছাতে যে সময় লাগত, এখন একই যাত্রা কয়েক মিনিটে সম্ভব হবে।কলকাতা মেট্রোর এই নতুন অধ্যায়টি কেবল ট্র্যাকে চলমান একটি মেট্রো নয়, বরং শহরের গতি বৃদ্ধি এবং কলকাতার বাসিন্দাদের জীবনকে সহজ করার একটি পদক্ষেপ।

জগাছা যুব সাঁতার প্রশিক্ষণের পক্ষ থেকে সাঁতারের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ আগস্ট ঃ জগাছা যুব সাঁতার প্রশিক্ষণের পক্ষ থেকে গত ১৭ ই আগস্ট একটি ১০ কিঃমিঃ র সাঁতারের আয়োজন করা হয়েছিল। যেটি উপস্থাপনা হয়েছিল বাগনানের প্রশাদপুর থেকে বোয়ালিয়া পর্যন্ত। যেখানে ৮ বছরের বাচ্চা ও তাঁর সাথে ১০,১১,১২,১৩ বছরের বাচ্চারাও অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাঁর সাথে ৫৬ বছরের একজন মহিলাও অংশগ্রহণ করেছিল। এরা সবাই ভিন্ন সময় ১০ কিঃমিঃ অতিক্রান্ত করে। সাবর্ণ সিংহ তার মধ্যে ছিল। সে একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু হয়েও সবার সাথে পাল্লা দিয়ে করে দেখলো। এই সংস্থার কর্ণধার পুষ্পেন সামন্ত সবাইকে সুন্দর করে প্রশিক্ষণ করিয়ে এই রকম এক দুর্গম কাজে সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁদের সাহায্য করেন প্রানোতোষ স্যার ও কেকা ম্যাডাম। ভবিষ্যতে আরো বড়ো কাজে এই সংস্থা উন্নতি করবে এই আশাই রাখি।

৩৭তম সর্বভারতীয় রেলওয়ে দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু

কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ ৩৭তম সর্বভারতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ আজ (১৯.৮.২০২৫) ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাজেরহাটে শুরু হয়েছে। এই বছর ১৬টি রেলওয়ে দল অংশগ্রহণ করছে, মোট ১২৭ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করছেন। এই টুর্নামেন্টটি ৭ দিন ধরে অর্থাৎ ১৯ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। এই টুর্নামেনন্টটি দলগত এবং ব্যক্তিগত উভয় স্তরেই পরিচালিত হয়এবং ১২ জন গ্র্যান্ড মাস্টার্স এবং ১৭ জন আন্তর্জাতিক মাস্টার্স এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছেন।

বোল্ট তার 'গোবোল্ট' উপস্থাপন করেছে

কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ ভারতের দ্রুততম বর্ধনশীল পরিধেয় পণ্য ব্র্যান্ড বোল্ট, একটি নতুন পরিচয় - গোবোল্ট নিয়ে একটি নতুন প্রবৃদ্ধির পর্যায়ে প্রবেশ করছে, যার মধ্যে একটি নতুন লোগো এবং একটি তীক্ষ্ণ বিসনেস স্ট্র্যাটেজি রয়েছে। কোম্পানিটি টেকনোলজি, ডিসাইন এবং রিটেল এক্সপানশনে বড় বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে। অর্থবছর ২০২৫ এর শেষে ৮০০ কোটি আয় করার পর, গোবোল্ট এখন অর্থবছর ২০২৬ সালে ১,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছানোর লক্ষ্য রেখেছে।

Name Change

I, Arvind Biswas S/o Debendra Nath Biswas Residing at 22A Deshbandhu Sarani, P.o - Konnagar, P.s - Uttarpara, District - Hooghly, Pin - 712235, West Bengal India shall henceforth be known as Arabinda Kumar Biswas. I declare that Arvind Biswas and Arabinda Kumar Biswas is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-08-2025.

Name Change

I, Papiya Biswas W/o Arabinda Kumar Biswas Residing at 22A Deshbandhu Sarani, P.o - Konnagar, P.s - Uttarpara, District - Hooghly, Pin - 712235, West Bengal India shall henceforth be known as Papia Biswas. I declare that Papiya Biswas and Papia Biswas is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-08-2025.

Name Change

¸I, ABDUL WOHAB SARKAR (Old Name) S/O ABDUR RAJJAK SARKAR Residing at Dakshinpara Purba Narayanpur, PO-Lakshmipul, PS-Habra, District - North 24 Parganas, Pin - 743234 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL WOAHAB SARKAR (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barasat, North 24 Parganas vide affidavit no 5068 dated 25-07-2013. ABDUL WOHAB SARKAR (Old Name) and ABDUL WOAHAB SARKAR (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Khetani Saritaben Ratilal W/o Nitesh Patel Residing at 396/1, N.S.C Bose Road, P.o - Naktala, P.s - Netaji Nagar, District - Kolkata, Pin - 700047, West Bengal India shall henceforth be known as Sarita Patel. I declare that Khetani Saritaben Ratilal and Sarita Patel is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-08-2025.

Name Change

I, SUBHOJEET MUKHERJEE (Old Name) S/O SANJEEB MUKHERJEE Residing at Vill-Raghunathpur, P.O.-Nayasarai, District - Hooghly, Pin - 712513 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SUBHAJIT MUKHERJEE (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 19-08-2025. SUBHOJEET MUKHERJEE (Old Name) and SUBHAJIT MUKHERJEE (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Ganir Uddin Molla (Old Name) S/o Achir Uddin Molla Residing at Ghuni Mollah Para, VTC - Ghuni(CT), P.o - Ghuni, District- North 24 Parganas, Pin - 700157, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Ganiruddin Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 008/2025 Dated 19-08-2025. Md Ganir Uddin Molla (Old Name) and Ganiruddin Molla (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sekh Raju পিতা Sekh Sirajuddin DOB 01011986 স্থায়ী ঠিকানা- বলরামপুর, থানা- গোঘাট, জেলা- হুগলী, প ঃ বঃ। ভুলবশত কিছু নথিতে SK Raju পিতা SK Sirajuddin নাম উল্লেখ আছে। গত ১৪.০৮.২০২৫ তারিখে আরামবাগ কোর্টে নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে Sekh Raju পিতা Sekh Sirajuddin এবং SK. Raju এবং Sk Sirajuddin উভয়েই এক ও আভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, Tuhina Khatun (DOB: 04.10.1973, daughter of Hazarat Molla), wife of Abdul Hannan Laskar (DOB: 01.04.1961, Aadhaar: 7506 8802 8542, Pen name: Hannan Ahsan), residing at Kabi Nazrul Sarani, P.O. & P.S. Baruipur, District South 24 Parganas, Kolkata – 700144, have changed my name and have been known as Tuhina Ahsan (Aadhaar No. 6665 9613 4959, Voter ID Card No. TYK1081009), as declared before the Judicial Magistrate (1st Class), Baruipur, South 24 Parganas, vide Affidavit No. 6340 dated 19.08.2025. Both names, Tuhina Khatun and Tuhina Ahsan, refer to one and the same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Saleha Khatun DO Sk Saidul Islam (পুরাতন নাম) ঠিকানা গ্রাম- মালিপুকুর পোঃ-হাটবসন্তপুর থানা- আরামবাগ জেলা-হুগলী পিন নাঃ- ৭১২৪১৩প ঃ বঃ -স্থায়ী বাসিন্দা। ফার্স্ট ক্লাস এল. ডি. জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা SK seidul (নতুন নাম) পরিচিত হলাম। তারিখ - ১৮০৮২০২৫ এফিডেভিট (SL. NO 2166) Saleha khatun DO. SK saidul Islam (পুরাতন নাম) এবং. SK Seidul (নতুন নাম) উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

Name Change

I, Mahendra Kumar Gupta S/O BENI RAM GUPTA, residing at 16, Kings Road P.S. Golabari, Dist.-Howrah, Pin-711101 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name Mahendra Kumar Gupta instead of Mahendra Gupta, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Howrah on dated 18/08/2025. Mahendra Kumar Gupta and Mahendra Gupta both are same and one identical person.

Name Change

I, Nitesh Kumar Patel S/o Vithal Das Patel Residing at 396/1, N.S.C Bose Road, P.o - Naktala, P.s - Netaji Nagar, District - Kolkata, Pin - 700047, West Bengal India shall henceforth be known as Nitesh Patel. I declare that Nitesh Kumar Patel and Nitesh Patel is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-08-2025.

আমি Apsar S/o-Shek Noor, Vill-Domanpur, P.S-Illambazar, Dist-Birbhum আমার আসল নাম Apsar যা আমার আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে আছে। আমার মেয়ে Rehena Khatun -এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম Apsar এর পরিবর্তে SK Absar করা হয়েছে। বোলপুর কোর্টে এফিডেভিট বলে Apsar এবং Absar এক ও অভিন্ন।

১৯৩৯-এ কুমার জয়ন্তনাথ রায়কে রবীন্দ্রনাথ যেমন মৃত্যুর প্রসঙ্গে বলেন, ‘ মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় করিনি। ভয় করি অপঘাত মৃত্যুকে

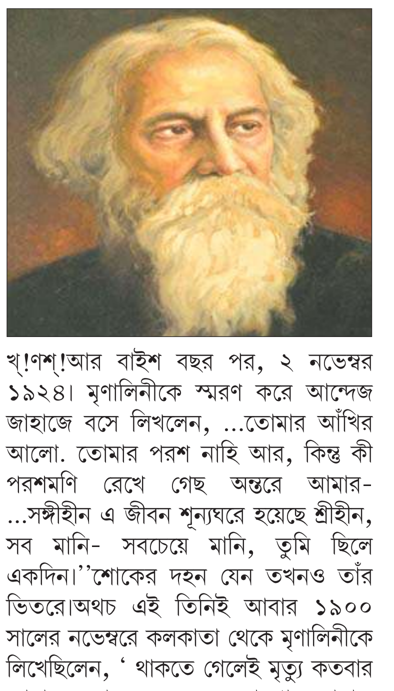

খ্যাংশ।আর বাইশ বছর পর, ২ নভেম্বর ১৯২৪। মৃণালিনীকে স্মরণ করে আর্জেন্টিনায় জাহাজে বসে লিখলেন, ...তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর, কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার-- ...সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন, সব মানি- সবচেয়ে মানি, তুমি ছিলে একদিন।’’শোকের দহন যেন তখনও তাঁর ভিতরে।অথচ এই তিনিই আবার ১৯০০ সালের নভেম্বরে কলকাতা থেকে মৃণালিনীকে লিখেছিলেন, ‘ থাকতে গেলেই মৃত্যু কতবার আমাদের দ্বারে এসে কত জায়গায় আঘাত করবে- মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত ঘটনা ত নেই- শোকের বিপদের মুখে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ বন্ধু জেনে যদি নির্ভর করতে না শেখ তাহলে তোমার শোকের অন্ত নেই।’’ প্রত্যক্ষ বন্ধু জেনে যদি নির্ভর করতে না শেখ তাহলে তোমার শোকের অন্ত নেই।’’মা আর কোনও দিন ফিরবেন না।ছোটভাই বুধেন্দ্রনাথ যখন মারা যান রবীন্দ্রনাথ তখন এতই ছোট যে সেই মৃত্যু তাঁর স্মৃতিতে দাগই কাটেনি কোনও।রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চোদ্দো, একদিন গভীর রাতে বাড়ির পুরনো এক দাসীর সর্বনাশা চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর।তিনতলার ঘরে মা সারদাদেবী তখন প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাথের স্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান কাদম্বরী, বিদ্যুৎ-গতিতে সরিয়ে নিয়ে গেলেন সেই দাসীকে।অত রাত্রে, টিমটিমে প্রদীপের আলোয় ঘুম-চোখে, রবীন্দ্রনাথ কিছুই বুঝলেন না, শুধু বুকটা যেন হঠাৎ একটু দমে গেল তাঁর।পরদিন শুনলেন মায়ের মৃত্যুসংবাদ।কিন্তু সেটা যে ঠিক কী, ভাল বুঝে উঠতে পারলেন না। বাইরে বারান্দায় এসে দেখলেন, সু ন্দভাবে সাজানো মায়ের দেহ প্রাঙ্গণে শোয়ানো। সকালের আলোয় তাঁর মুখ দেখে মনেই হল না মৃত্যু ভয়ংকর!বরং মনে হল সেই মৃত্যু ‘ মতোই প্রশান্ত ও মনোহর’, এক জীবন থেকে মা যে আর এক জীবনে চলে গেলেন, তাতে যে একটা বিচ্ছেদের শূন্যতা তৈরি হল- এমন কিছুই কিন্তু মনে হল না রবীন্দ্রনাথের।শুধু মায়ের দেহ যখন বাড়ির সদর দরজার বাইরে নিয়ে যাওয়া হল, পিছন পিছন শ্মশানের উদ্দেশে সবাই চললেন, তখন যেন দমকা এক বাতাসের মতো হু হু করে উঠল রবীন্দ্রনাথের মন।জীবনস্মৃতি-তে আছে সেই মুহূর্তের কথা, ‘ বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘর করনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।’’বেলা হলে শ্মশান থেকে ফিরে দেখলেন তেতলায় নিজের ঘরের সামনে বারান্দায় ধ্যানস্থ তাঁর বাবা। কাদম্বরীর চলে যাওয়া।১৮৮৪। চরাপাশের গাছপালা, মাটিজল, চন্দ্রসূর্য, গ্রহতারা সব যেমন ছিল তেমনই। কিন্তু তাদের থেকেও সত্যি হয়ে দেহ-প্রাণ-হৃদয়-মনের হাজার রকম ছোঁওয়ায় যিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভুবন জুড়ে, সেই নতুন বৌঠান কাদম্বরী, অভিমানে আফিম খেয়ে মারা গেলেন ঠাকুরবাড়ির এক বিমর্ষ, করুণ ঘরে।এত কাছের, এত হাসিখেলার সাথী এক নিমেষে স্বপ্নের মতো মিলিয়েই যেন গেলেন না শুধু, রবীন্দ্রনাথের জন্য রেখে গেলেন নিকষ কালো এক-জীবন অন্ধকার।এই অন্ধকারই তার পর যেন তৈরি করে দিল সর্বকালের সেরা এক কবিকে।আড়ালে একটা চারাগাছকে রাখলে, যেমন সে আলোর খোঁজে মাথা তোলে, কাদম্বরীর না-থাকার অন্ধকারের বেড়া ঠেলে রবীন্দ্রনাথ তেমনই যেন খুঁজে বেড়ালেন এক আলোর পথ।লিখলেন ,‘ সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দু ঃখ আর কী আছে!’’ছেলেবেলা থেকে ব্রহ্মদর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়েছিলেন তাঁর বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও, এই দর্শনে দীক্ষিত হয়েই জীবন আর মৃত্যু নিয়ে তাঁর নিজের একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল।জীবনের মধ্যে থেকে মৃত্যুকে আর দু ঃখকে সহজে বরণ করার কথা তিনি বারবার বলেছেন।উপনিষদ থেকে তাঁর ভাবানুবাদ করা এই শ্লোক যেন তাঁর নিজের মৃত্যু চিন্তারই প্রতিধ্বনিঃ ‘ বিশ্বজন, শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ দিব্যধামবাসী। আমি জেনেছি তাঁহারে মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।’’ জীবনের মধ্যে থেকে মৃত্যুকে আর দু ঃখকে সহজে বরণ করার কথা তিনি বারবার বলেছেন।উপনিষদ থেকে তাঁর ভাবানুবাদ করা এই শ্লোক যেন তাঁর নিজের মৃত্যু চিন্তারই প্রতিধ্বনিঃ ‘ বিশ্বজন, শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ দিব্যধামবাসী। আমি জেনেছি তাঁহারে মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।’’আত্মহননের প্রবণতাএকে অস্বাভাবিক অকালমৃত্যু, তার উপর সেই মৃত্যু নিয়ে অস্বস্তিকর সব কাটাছেঁড়া।কাদম্বরী মারা যাওয়ার কিছু দিন পর ‘পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যার নাম দিয়েছিলেন ‘বোঝাই গেল’, নাম না করেও কাদম্বরীর মৃত্যু নিয়েই নিজের মতামত লিখেছেন সেখানে।লিখলেন, ‘ভরসা করতে পারে, আত্মার উপর শ্রেষ্ঠ অধিকার শুধু তারই জন্মাতে পারে।’’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেন ইঙ্গিত দিলেন, কাদম্বরীর মারা যাওয়া আসলে এক জরুরি ‘আত্মহত্যাকে যদি ‘ বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে তেমন একটা ইচ্ছে জীবনে অন্তত একবার কিন্তু তাড়া করেছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও। মৃত্যুর আগেই মৃত্যুর গভীর আকাঙ্ক্ষা একবার গ্রাস করেছিল তাঁকেও।২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪।শ্রীনিকেতন থেকে রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ইউনানি ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে তাঁর শারীরিক সমস্যা দূর হলেও কিছু মানসিক উপসর্গ দেখা দিয়েছে।‘ মেডিকা’ পড়ে নিজের সেই সব উপসর্গ চিহ্নিত করলেন রবীন্দ্রনাথঃ অবসাদ, মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা, কান্নার তাগিদ, হতাশা, আত্মহত্যার প্রবণতা, আক্রোশ ইত্যাদি।রথীকে লিখলেন, ‘ মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করেছে. মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবেনা। আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ...।’’২৯ জানুয়ারি ১৯১৫। বন্ধু সিএফ অ্যান্ড্রুজকে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন প্রায় একই কথাঃ I feel that I am on the brink of a breakdown.লিখলেন পদ্মার নির্জনতায়, প্রকৃতির কোলে তিনি চান ছুটি।অথচ এর দিন কয়েক বাদেই উধাও গভীর অবসাদের সেই পলাতকা-ছায়া!২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫।রথীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ জানালেন, শিলাইদহে এসে তাঁর ক্লান্তি আর দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে। লিখলেন, ‘আগে থেকে মনে হচ্ছিল মৃত্যু আমাকে তার শেষ বান মেরেছে এবং সংসার থেকে আমার বিদাযের সময়. এসেছে-- কিন্তু তস্য ছায়ামৃতং তস্য মৃত্যু- মৃত্যু যাঁর ছায়া অমৃতও তাঁরি ছায়া-- এতদিনে আবার সেই অমৃতেরই পরিচয় পাচ্ছি।’’জীবন কী বৈচিত্রময়! ‘ থেকে মনে হচ্ছিল মৃত্যু আমাকে তার শেষ বান মেরেছে এবং সংসার থেকে আমার বিদায়ের সময় এসেছে-- কিন্তু তস্য ছায়ামৃতং তস্য মৃত্যু- মৃত্যু যাঁর ছায়া অমৃতও তাঁরি ছায়া-- এতদিনে আবার সেই অমৃতেরই পরিচয় পাচ্ছি।’’জীবন কী বৈচিত্রময়!বিদায় মৃণালিনীআবার সেই দোলাচলের ছোঁয়া!’’ রবীন্দ্রনাথকে বলতে শোনা যায় যে, ব্যক্তি হিসেবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা কত উৎকট, যার মধ্যে কোনও সান্ত্বনা নেই।কিন্তু ‘ হিসেবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা অতি সু ঃন্দর ও মানবাত্মার সান্ত্বনাস্থল।’’অথচ মৃত্যুর সেই ‘ ‘ মুখ তাঁর নিজের সন্তানদের মায়ের মৃত্যুর সময় তিনি দেখতে দিলেন না কেন, তার যেন কোনও উত্তর নেই।মাধুরীলতা, রথীন্দ্র, রেণুকা, মীরা, শমীন্দ্র- পাঁচ সন্তানের মা মৃণালিনীর শরীর তখন সংসার আর শান্তিনিকেতনে কবির আশ্রম-বিদ্যালয় সামলিয়ে একেবারে ভেঙে গেছে। শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে জোড়াসাঁকোয়। ডাক্তারদের সঙ্গেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই।শান্তিনিকেতন থেকে রথী এসে থেকে গেলেন মায়ের সঙ্গে। মীরা আর শমী তখন খুবই ছোট। শমী রইল শান্তিনিকেতনেই।অসুখের কষ্ট থেকে একটু নিস্তার পেতে মৃণালিনীকে মাঝেমাঝেই ঘুমোতে বলেন রবীন্দ্রনাথ।তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মৃণালিনী তখন বলেন, ‘শমীকে রেখে এলেন, আমি কি ঘুমতে পারি তাকে ছেড়ে! বোঝেননা সেটা।’’এর পর একদিন।মৃণালিনীর তখন বাকরোধ হয়েছে। রথীন্দ্রনাথকে ডেকে মায়ের বিছানার পাশে বসালেন রবীন্দ্রনাথ। মৃণালিনীর চোখ দিয়ে তখন শুধুই অঝোর জলের ধারা।সে-রাতে রথী আর ছোটদের পুরনো বাড়ির তেতলায় পাঠিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ।কোনও এক অনির্দিষ্ট আশংকায় তাঁদের সারা রাত কাটল নির্ঘুম।পরদিন ২৩ নভেম্বর, ১৯০২।ভোররাতে রথী গিয়ে দাঁড়ালেন বারান্দায়। তাকালেন লাল-বাড়ির দিকে।বাড়িটা তখন অন্ধকারে ঢাকা। নিস্তব্ধ, নিঃঝুম, সাড়াশব্দহীন।রথী বুঝলেন, তাঁদের মা আর নেই, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যাওয়া হয়েছে।চেয়েছিলেন মেয়ের অপঘাতে মৃত্যুমৃত্যুর আগে যেমন কখনও চেয়েছিলেন নিজের অকালপ্রয়াণ। তেমনই অসম্ভব কষ্ট পেয়ে, সংসারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে, চেয়েছিলেন নিজের মেয়ের অপঘাতে মৃত্যু।অপঘাতে মৃত্যুকে নিজে খুবই ভয় পেতেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৯-এ কুমার জয়ন্তনাথ রায়কে রবীন্দ্রনাথ তেমন মৃত্যুর প্রসঙ্গে বলেন, ‘ মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় করিনি। ভয় করি অপঘাত মৃত্যুকে।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে বাড়ছে কুমিরের সংখ্যাও! আশার কথা বন আধিকারিকদের মুখে

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১৯ আগস্ট ঃ সামনেই দুর্গাপুজো। লম্বা ছুটি। বহু ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে

যান এই সময়। হাতে কম সময় থাকলে কারওকারও গন্তব্য হয় সুন্দরবনও। বিশ্বের সর্ববৃহ ম্যানগ্রোভ অরণ্যের সাক্ষী থাকেন পর্যটকরা। আর তার আগেই ভালো খবর। ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায ক্রমেই বাড়ছে কুমিরের সংখ্যা। গত দু'বছরে কুমির গণনার রিপোর্টে এমনটাই দেখা গিয়েছে বলে দাবি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকদের। গত শনিবার ব্যাঘ্র দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর সেখানেই একথা জানান বন আধিকারিকরা। সজনেখালি ব্যাঘ্র প্রকল্পের কার্যালয়ে ‘ রামবেলস’ শীর্ষক একটি সেমিনারের আযোজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বন বিভাগের মুখ্য সচিব দেবল রায়, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা রাজেন্দ্র ঝাখের, জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মণ্ডল, জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ মুক্তার শেখ সহ ৪ টি অঞ্চলের প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যরা। ওই অনুষ্ঠানে কুমির গণনার আনুমানিক রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন আধিকারিকরা। আর সেই আলোচনাতেই আধিকারিক কুমিরের সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়। পাশাপাশি পরবর্তী পর্যায়ে কুমির গণনার কাজে গুরুত্ব দেওয়ার কথাও বলা হয়। একই সঙ্গে ব্যাঘ্র এলাকায় কুমিরের সংখ্যা আরও কীভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়েও আলোচনা হয়। অনুষ্ঠান শেষে জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মণ্ডল জানান, কুমির গণনার কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ওই বন আধিকারিকরা আরও জানিয়েছেন গত দু বছর ধরে কুমির গণনার কাজ চলছে। আগামী বছরও হবে। তারপর বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। তবে ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ এই দুই বছরে সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় কুমিরের সংখ্যা বেড়েছে।জানা গেছে ২০২২-২৩ সালের গণনায় মোটামুটি ১১০-১৩২ এবং ২০২৩-২৪ সালের গণনায় মোটামুটি ১২০-১৪০ টার মতো কুমির দেখা গিয়েছে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় এবার ২০২৫-২৬ সালের গণনার পর এই তিন বছরের কুমির গণনার রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। আর তাতে আরও স্পষ্ট হবে যে গত তিন বছরে ঠিক কত কুমিরের সংখ্যা বেড়েছে।

তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবন করলেই গুনতে হবে ফাইন

রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ১৯ আগস্ট ঃ কালনা হসপিটাল চত্বরে তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবন করলেই গুনতে হবে ২০০ টাকা ফাইন। ইতিমধ্যেই হসপিটালে লাগানো হয়েছিল পোস্টার, এরপর এদিন জেলা টোবাকো কন্ট্রোলের তরফে তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল কালনা মহকুমা হসপিটালে আসে। হসপিটাল চত্বরে ধূমপান করা ব্যক্তিদের হাতেনাতে ধরে তাদেরকে ফাইন করা হয় এদিন মঙ্গলবার। তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন কালনা মহকুমা হসপিটালের সহকারী সুপার, এবং কালনা হসপিটালের ক্যাম্পের পুলিশকর্মীরা। কালনা হসপিটাল চত্বরে বিভিন্ন দোকানে এমনকি হসপিটাল এর মধ্যেও থাকা ক্যান্টিনে ধূমপান জাতীয় বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রি হওয়াকে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কয়েকজন ব্যক্তি। তাদের সাথে পুলিশের তর্ক হতো দেখা যায় এদিন মঙ্গলবার। জেলা টোবাকো কন্ট্রোল দপ্তরের তরফে সুবর্ণময়ী সামন্ত তিনি বলেন, আমরা জেলায় বিভিন্ন হসপিটালে এইরকম অ্যাওয়ারনেস চালিয়েছি সেখানে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে এই বিষয়টি। আজ মঙ্গলবার কালনা মহকুমা হসপিটালে এই প্রোগ্রাম চালানো হয়েছে।

চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাসকে

দুরন্তবার্তা, হুগলি,৯ আগস্ট ঃ অডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল হওয়ার পরই অ্যাকশনে পুলিশ। হিংসাত্মক আঃে দালনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, এমনটাই অভিযোগ পুলিশের। এসএসসি অভিযানের আগেই ধরপাকড়। যোগ্য চাকরিহারা সুমন বিশ্বাসের বাড়িতে পুলিশ। চাকরিহারাদের এসএসসি অভিযানে হামলার আশঙ্কা। তাই অভিযান শুরুর আগেই চাকরিহারা শিক্ষকের বাড়িতে হাজির হল পুলিশ। তবে সুমন বিশ্বাসকে না পেয়ে ফিরে যায় পুলিশ। পরে আদি সপ্তগ্রাম স্টেশন থেকে সুমন বিশ্বাসকে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।এসএসসি অভিযানে অশান্তি ছকের অভিযোগে চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাসকে আটক করে পুলিশ। গ্রেফতার করে বিধাননগর পুলিশ। আদি সপ্তগ্রাম স্টেশনে তাঁকে আটক করে পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/৫৩, তারিখ ঃ ১৮.০৮.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা; বর্ণনা; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি** এবং **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ ঃ **১; ১০২৫২৪৬৮;** উইন্ড স্ক্রীন ওয়াইপার অ্যাসেম্বলি; ০ টাকা; ২,১৮,৯১০ টাকা ও ১১.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২; ১৫২৩৫১১৫ই;** ৬ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস (স্ট্রেস রিলিভিং) সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা; ২,৩৬,৫৪০ টাকা ও ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৩; ২১২৫৫০১৩;** উন্নতমানের হাই টেনসাইল সেন্টার বাফার কাপলার ইত্যাদি; ০ টাকা; ৫০,০০,০০০ টাকা ও ১০.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৪; ১১২৫১৮১১;** ডাবল অ্যাক্টিং হাইড্রলিক শক ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ৮,২৮,৭৬০ টাকা ও ০৯.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৫; ১১২৫২৬৫৪এ;** বায়ো ট্যাঙ্ক মাউন্টিং ব্র্যাকেট-এর সেট ইত্যাদি; ০ টাকা; ৩,৪৩,১০০ টাকা ও ১১.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৬; ২০২৫২১৮২;** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন সি-কে-৪০৭, রীভ-০৪ অফ মার্চ ২০২৩ অনুযায়ী ইএমইউ কোচগুলির এয়ার স্প্রীং সাসপেনশনের জন্য লেভেলিং ভাল্‌ভ; ০ টাকা; ৪,৫৫,২৭০ টাকা ও ০৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **৭; ২০২৫১০৯৩;**ইএমইউ কোচগুলির এয়ার সাসপেনশন সিস্টেমের জন্য ইনস্টলেশন লিভার; ০ টাকা; ২,১২,১৪০ টাকা। **৮; ২০২৫২১১৯;** ভেল ইএমইউ-এর টিএম আর্মেচার টাইপ ৪৬০১ এজেড-এর জন্য কমিউটেটর অ্যাসেম্বলি; ০ টাকা; ১৪,৩০,৯১০ টাকা ও ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ৭ ও ৮-এর জন্য)। **৯; ২০২৫৩০৩১এ;** কেপিএ ড্রইং নং টিএম. ২এইচই.৭৫৫ এবং টিএম.৩এইচই.২৪৪৪ অনুযায়ী টিএম টাইপ ৪৩০৩ ডিওয়াই-এর জন্য আর্মেচার পাওয়ার ও ইকোয়ালিয়ার কয়েল-এর সেট; ০ টাকা; ২,১৮,০৬০ টাকা ও ০৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **১০; ১৪২৫১০০১;** সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড নির্মিত এসএসডিএসি, ফেজ রিভার্সাল টাইপ-এর উপযুক্ত মাইক্রো কন্ট্রোলার লজিক কার্ড (আরডিএসও/এসপিএন/১৭৭/২০১২ ভার্সান ৩ (সাম্প্রতিকতম ভার্সান ও সাম্প্রতিক তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী, যদি থাকে) অনুযায়ী এমএলবি ১ = ৫০% ও এমএলবি ২ = ৫০% সিঙ্গেল সেকশন ডিজিটাল টাইপ অ্যাক্সেল কাউন্টার এসএসডিএসি) সংগ্রহ ইত্যাদি; ০ টাকা ও ১,৮৫,১০০ টাকা। **১১; ১৪২৫১০৩৬;** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং এসটিএস/ই/রিলেস/এসি এলআইটি এলইডি সিগনাল/০৯-২০০২, এএমডিটি.১ বিআরএসঃ ৯৪১এ, আইআরএসঃ এস-৩৪ এবং আইআরএস ঃ এস-২৩ (প্রযোজ্য মতো) অনুযায়ী ১১০ ভোল্ট এসি, এলইডি সিগন্যাল ল্যাম্প রেটেড অ্যাট ১৫ ওয়াট-এর সাথে সিরিজে কাজের উপযুক্ত রিলে, প্লাগ ইন টাইপ, স্টাইল ‘‘এসি-এলইডি’’ অল অ্যাসপেক্ট, এসি ল্যাম্প প্রুভিং রিলে ইউনিট উইথ ইন-বিল্ট কারেন্ট ট্রান্সফর্মার টাইপ, স্লো রিলিজ নিউট্রাল লাইন রিলে, ৪এফ, ৪বি, কন্ট্যাক্টস, ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক কন্ট্যাক্টস, মেটাল টু কার্বন সংগ্রহ। এই ইউনিটের ইন্টারলকিং কোড হবে এবিডিএইচকে ইত্যাদি; ০ টাকা ও ১,৩৯,৮৬০ টাকা। **১২; ১৪২৫১০৪৩;** বিআরএস-৯৩০, আইআরএস-এস-৩৪ এবং আইআরএস-এস-২৩ (এএমডিটি. সাম্প্রতিকতম তারিখ পর্যন্ত যেরূপ প্রযোজ্য) অনুযায়ী প্লাগ বোর্ড, রিটেইনিং ক্লিপ ও কানেক্টর সহ সম্পূর্ণ রিলে, নন-এসি ইমিউন প্লাগ-ইন-টাইপ, স্টাইল ‘‘কিউএন১’’ ডিসি নিউট্রাল লাইন, ২৪ভি, ৮এফ/৮বি কন্ট্যাক্টস, ফ্রন্স অ্যান্ড ব্যাক কন্ট্যাক্টস মেটাল টু কার্বন সংগ্রহ। এই ইউনিটের ইন্টারলকিং কোড হবে এবিসিডিএফ ইত্যাদি; ০ টাকা; ১,২৫,৭৪০ টাকা ও ০৩.০৯.২০২৫ তারিখ বেলা ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১০ থেকে ১২ প্রতিটির জন্য)। **১৩; ২১২৫১৪১১;** লক বোল্ট পিন ৭/৮ (২২.২ মিমি.) ডায়া ইত্যাদি; ০ টাকা; ১০,০১,৫০০ টাকা ও ১০.০৯.২০২৫ তারিখ বেলা ১.৩০ মিনিট। **১৪; ০৮২৫১৬৯৪এ;** ডিসকানেক্টিং ও আর্থিং ডিভাইস, ৮ পোল ২ ওয়ে ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,০৬,৮৪০ টাকা ও ০৩.০৯.২০২৫ তারিখ বেলা ১.৩০ মিনিট। **১৫; ১৫২৫৫০৭৯;** সিএনসি আন্ডার ফ্লোর হুইল লেদ মেশিন (বিজি) সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা; ১৬,১৫,৯৬০ টাকা ও ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ বেলা ১.৩০ মিনিট। **১৬; ২০২৫১০৮২;** ইএমইউ কোচগুলির শাকু কাপলার-এর জন্য ইয়োক; ০ টাকা; ৩,৫৫,৫৩০ টাকা ও ১৭.০৯.২০২৫ তারিখ বেলা ১.৩০ মিনিট। **১৭; ২২২৫১৩১৬এ;** ইঞ্জেকশন এমিসিজুমাব ৬০ মিগ্রা./ভায়াল; ০ টাকা; ০ টাকা ও ০১.০৯.২০২৫ তারিখ বেলা ১.৩০ মিনিট। **সংশোধনীঃ** নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলির ক্ষেত্রে প্রকাশিত সংশোধনীর জন্য **www.ireps.gov.in** দেখুনঃ ২১২৫১৩৮১এ যার নির্ধারিত তারিখ ০১.০৯.২০২৫; ২১২৫১২০৮ যার নির্ধারিত তারিখ ১০.০৯.২০২৫। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি সব ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির এবং অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

(STORES-30/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

Follow us at: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ভেলোর ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে ৪০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান

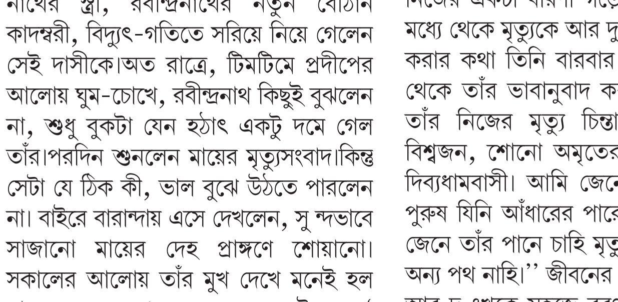

দুর্গাপুর, ১৯ ঃ ভেলোর ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি (ভি.আই.টি)-তে অনুষ্ঠিত হলো ৪০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর ডঃ জি. বিশ্বনাথন বলেন, ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করতে শিক্ষাই প্রধান হাতিয়ার। সমাবর্তনে মোট ৮,৩১০ জন শিক্ষার্থী স্নাতক, ২,৮০২ জন স্নাতকোত্তর এবং ৪৫১ জন পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও ২০৩ জন শিক্ষার্থীকে মেধা তালিকায় বিশেষ স্বীকৃতি ও ৬৮ জনকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আর. মহাদেবন। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সিইও শিবকুমার সু ন্দরমও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। এই দিনে ডঃ এ. পি. জে. আব্দুল কালাম ও আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর নামে নতুন হোস্টেল ভবনেরও উদ্বোধন করা হয়।

রাজহাটির মতো খানাকুলের জনবহুল এলাকাতেও প্রভাব পড়েছে এই বন্ধের

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল, ১৯ আগস্ট ঃ খোলা নেই অধিকাংশ দোকানপাটও। খানাকুল থানা, খানাকুল বাজার, রামনগর, রাজহাটির মতো খানাকুলের জনবহুল এলাকাতেও প্রভাব পড়েছে এই বন্ধের। বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বন্ধে মিশ্র প্রভাব পড়ল হুগলির খানাকুলে। সোমবার সকাল থেকে যান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। যদিও বেলা বাড়লে রাস্তায় কিছু গাড়ির দেখা মিলেছে। যদিও তৃণমূলের দাবি, বন্ধের কোনও প্রভাব পড়েনি। বন্ধের সমর্থনে বিজেপি কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় জমায়েতও করেন। খানাকুলের নন্দনপুর এলাকায় রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। যদিও পুলিশ তা হঠিয়ে দেয়। এ দিন বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে পুলিশের কড়া নজরদারি দেখা গিয়েছে। যদিও খানাকুল বিধানসভা এলাকার বাইরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

তবে আচমকা ১২ ঘণ্টার বন্ধ ডাকায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। কারণ, সোমবার সপ্তাহের কর্মব্যস্ত প্রথমদিন। রাস্তায় বেরিয়ে চরম নাকাল হন। তৃণমূলের খানাকুল-২ ব্লকের সভাপতি রমেন প্রামাণিকের দাবি, বিজেপি সকাল থেকে বন্ধ সফলের চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়েছে। অধিকাংশ দোকানপাট খোলা। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বন্ধ সফল করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় রয়েছে। বন্ধকে সমর্থন করেছে ১০ শতাংশ মানুষ। যদিও পাল্টা বিজেপির বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, ‘ বন্ধ করতে চাই না। খানাকুলের মানুষকে বাঁচানোর তাগিদে এই বন্ধ করতে হচ্ছে। খানাকুলে যে হেতু বিজেপির সমর্থক বেশি, তাই এখানে মানুষের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে।’

রবিবার তৃণমূলের এক বাইক মিছিলকে কেন্দ্র করে বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় খানাকুলে। পলাশপাই থেকে নতিবপুর পর্যন্ত বাইক মিছিলের কথা ছিল তৃণমূলের। অভিযোগ, সেই মিছিলে ইটবৃষ্টি করেন বিজেপির কর্মীরা। পাল্টা বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পুলিশের সামনেই ইটবৃষ্টি চলতে থাকে বলে অভিযোগ ওঠে। তারই প্রতিবাদে এ দিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা খানাকুল বন্ধের ডাক দেয় বিজেপি।

হাওড়া-বর্ধমান মেনলাইনে মালিপাড়া গ্রামে

আনুমানিক ৬৫০ বছরের তেলান্ডু রাজবাড়ীর দুর্গাপুজা

মলয় সুর ঃ হাওড়া-বর্ধমান মেনলাইনে তেলান্ডু স্টেশন থেকে পশ্চিমদিকে সু ন্দর প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশের মধ্যে দু'ধারে সবুজ ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা ধরে হাঁটা ২০ মিনিটের পথ মালিপাড়া গ্রাম। এখানেই আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাংলার ১০৫ বঙ্গাব্দে ৬০০ বছরের বেশি সময় ধরে হয়ে চলেছে মুখোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজো। এই পুজোর প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন পাকড়াশীরা। পরবর্তী পর্যায়ে পাকড়াশীদের মেয়ের বিয়ে হয় এই গ্রামেই মুখোপাধ্যায় পরিবারের ছেলের সঙ্গে। সেই থেকে মুখোপাধ্যায়ের বংশধররা দুর্গা দালানে পুজো করে আসছেন। আজও দুর্গামন্দিরে একইভাবে প্রতিমাশিল্পী একচালার প্রতিমা।করে আসছেন। ২০ তম বংশ পরম্পরায় গ্রামবাসীদের বুড়িমা নামে পরিচিত হয়ে পুজো চলছে। এই বুড়ীমার পুজোয় রয়েছে নানান বৈশিষ্ট্য পুজো উদ্যোক্তা মুখোপাধ্যায় বংশধরদের গৃহবধূ চিত্রলেখা মুখোপাধ্যায় (৮৫) বললেন, এই পুজো পূর্ব পুরুষের রীতি অনুযায়ী হয়। সপ্তমীর দিন বিশাল দিঘির জলে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে স্থাপিত করানো হয় দুর্গামন্দিরে। এরপর দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু হয়। সেখানেই হয় দেবীর বোধন। দেবী দুর্গাকে আহ্বান করা হয়। এখানে প্রতিমার গঠনে রয়েছে বিশেষত্ব। ৬ হাত তৈরি প্রতিমার প্রধান বাহন সিংহের রং হলুদ কিন্তু মহিষাসুরের গোয়ের রঙ গাঢ় সবুজ। প্রতিমাকে লাল রঙের মাটির শাড়ি পরানো হয়। এছাড়া সোলার ডাকের সাজসজ্জা থাকে। তৎকালীন ছিল নবাবী আমল। হ্যাজাকের আলোয় গ্যাসবাতি বা কেরোসিনের আলোয় পুজোর আয়োজন হত। চারিদিকে তখন ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভর্তি ছিল। তবে এখানকার দেবী দুর্গা খুবই জাগ্রত ক্ষেত্র। এখানে দু'জন পুরোহিত পুজো করেন। সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়।

অভিজিৎবাবু জানালেন, কেবলমাত্র এই প্রত্যন্ত গ্রামে একটি মাত্র দুর্গাপুজো হয়। এই গ্রামে ১৫০ টি পরিবারের বসবাস। এখানে প্রতিদিন পুজোর দিনগুলিতে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে ছাগবলি হয়। পুজোয় নবমীর দিন আখ, ছাঁচি কুমড়ো এবং তিনটে ছাগবলি হয়। পুজোয় অষ্টমীর দিনকুমারী পুজোয় আকস্মিক দুর্ঘটনার ঘটায় তা বন্ধ হয়ে যায়। অধিবাসের দিন মাকে পরানো হয় সোনার গহনা এবং অস্ত্রগুলি। এ পুজোয় শাস্ত্র মেনে মন্ত্রোচারণ মাধ্যমে পুজো হয়। সন্ধিপুজোর নৈবেদ্য বিরাট পিতলের থালায় ১ মণ চাল ২ কেজির বিরাট নাড়ু তৈরি করে দেওয়া হয়। পুজোর কটা দিন গ্রামের মানুষ ও অতিথি অভ্যাগতদের ঠাকুর দালানের বাইরে এলাহি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। সকলের সঙ্গে বসে পাওয়ার মধ্যে যে আবেগটুকু থাকে তার স্বাদই আলাদা। এছাড়া এই পুজোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবী দুর্গাকে অন্নভোগে মাছ এবং মাংসের টুকরো নিবেদন করা হয়। সঙ্গে ভাজা, ডাল তরকারি চাটনি থাকে। দশমীর দিন দেবীদুর্গাকে বাসি ভাত (পান্তা) নিবেদন করা হয়। বাড়ির নববধুরা উপবাস করে নবমীর নিশিরাতে রান্না করেন তা হল পান্তা ভাত বা একক যার আরন্ধন বলা হয়। যা ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে গৃহস্থের ঘরে রান্না হয়। নাটমন্দিরে পান্তাভাত আর নৈবেদ্য মহাপ্রসাদ হিসাবে গ্রামের পরিবাররা সকলে গ্রহণ করেন। এই গ্রামেই ঠাকুর দালান থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বামফ্রন্টের আমলে লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদি বাড়ি রয়েছে।বর্তমানে পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন। এখানে আলোর রোশনাই নেই। নেই আলোর চাকচিক্য-কিন্তু প্রাণের ঐশ্বর্যে ভরপুর ঠাকুরবাড়ির দালান। গ্রামের সাধারণ মানুষজন সকাল থেকেই ঠাকুর দালানে হাজির হয়। এখন জমিদার বাড়ির বিশাল ঐতিহ্যের নিদর্শনের কিছু অংশ পড়ে রয়েছে। এই পুজোয় মাইক বাজানো নিষিদ্ধ। ভক্তি নিষ্ঠা শাস্তবিধির নিয়মাচারে মাতৃ আরাধনা। তবে এই পুজোর বিশেষ কয়েকটি আচারবিধি রয়েছে যা অন্য দুর্গাপুজোর থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। সারা বছর নাটমন্দিরে পরিবারের বংশধররা নিত্য সন্ধ্যায় ধূপ, ধূনো দিয়ে থাকেন। অধ্যাপক গবেষক ডঃ রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এই নাটমন্দিরে আর কোনও দেবদেবীর পুজো হয় না। একমাত্র ফাল্গুন মাসে মধুসূদন বাসুদের মূর্তি বসিয়ে দোল উৎসব ও পূজার্চনা হয়। তিনি বেশ কয়েকটি ইতিহাস সমৃদ্ধ বই লেখেন । এরপর দশমীর সন্ধ্যায় গ্রামের সহবা মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এখানে বুড়ীমাকে গ্রামের ছেলেরা কাঁধে করে নিয়ে দিঘিতে বিসর্জন দেন। যাওয়ার পথে রীতিনীতি মেনে পীরতলায় একবার নামানো হয়। তারপর আবার সারা বছরের প্রতীক্ষা। এই পুজো শুধু পারিবারিক নয়। গোটা গ্রামে সামাজিক মেলবন্ধনেরও মাধ্যম।

আর.কে. ওয়্যার প্রোডাক্টস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ইউনিট নং ১৫০৭, ১৫ তলা, টাওয়ার ১, থানা সৃজন কর্পোরেট পার্ক, ব্লকইপি অ্যান্ড জিপি, সেক্টর ভি, সল্ট লেক কলকাতা- ৭০০০৯১
ই-মেইল আইডি ঃ info@rkwire.com
সিন নং-এল১৭২৩৩ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি০৩৬৯৪৮

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস, ইউনিট নং ১৫০৭, ১৫তম তলা, টাওয়ার ১, পিএস. সৃজন কর্পোরেট পার্ক, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর ভি, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১-এ ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, সোমবার সকাল ১১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী এবং সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫-এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

আর.কে. ওয়্যার প্রোডাক্টস লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর-চেতন বাগারিয়া
পরিচালক
ডিন নং-১২২৬৮০৮

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২০.০৮.২০২৫

ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ওল্লাস টাওয়ার, ১৩৯/১৪০/বি/১, তৃতীয় তল, শহর রোড ক্রসিং এবং ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে ক্রসিং, ভিলে পার্লে পূর্ব, মুম্বই, মহারাষ্ট্র-৪০০০৫৭, ভারত, ফোনঃ ০২২-৬৮৪৯২৪৫০, ফ্যাক্সঃ ০২২-৬৭৪১২৩১৩, www.phoenixarc.co.in, info@phoenixarc.co.in

দখল হস্তান্তরের বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি	দখল গ্রহণের তারিখ
ঋণগ্রহীতাঃ ১. [illegible] ২. [illegible]	নোটিশে উল্লিখিত তারিখ অনুসারে ১,১৭,৮৩,২৯৮ টাকা [illegible]	১৩.০৮.২০২৫

সম্পত্তির বিবরণঃ [illegible] আরেকটি ফ্ল্যাট নং 'সি', যার আয়তন প্রায় ৮৫৬ বর্গফুট এবং সংযুক্ত টেরেস ১৫০ বর্গফুট। [illegible] ২০.৯৭ একর জমির উপর নির্মিত, যা ৩৭৫ নং (পূর্ববর্তী আবাসন নং ৩৭৫ এবং ৩৫৭১) [illegible] এ অবস্থিত, এবং আবাসিক কমপ্লেক্স বিভাগের সাধারণ অংশ এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যতে [illegible] অথবা স্বার্থের সাথে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, বন্ধকী সম্পত্তি সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধারে [illegible] এর বিধানগুলির প্রতি

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ১১০৮.২০২৫

অনুমোদিত কর্মকর্তা
ফিনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য, (ফিনিক্স ট্রাস্টি [illegible])

পাকিস্তানকে বিশ্বের সব প্রান্তে হারাব'ঃ প্রাক্তন ভারতীয় তারকার

১৯ আগস্ট ঃ এশিয়া কাপ শুরু হতে বাকি মাত্র কয়েকদিন। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে থেকেই ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে উত্তাপ চাছে। ইতিমধ্যেই দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। সেই স্কোয়াড নিয়ে পাক নির্বাচক প্রধান আকিব জাভেদ হুঙ্কার দেন, এই দল এশিয়া কাপে ভারতকে হারাতে পারে। এবার আকিবকে পালটা দিয়ে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার কেদার যাদবের তোপ, যেকোনও জায়গায় পাকিস্তানকে হারিয়ে দেবে ভারত। আগামী ৯ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। টুর্নামেন্টে চলবে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে মূলত দুটি ভেন্যুতে ম্যাচগুলি খেলা হবে। যার মধ্যে ১১টি ম্যাচ হবে আবু ধাবিতে। বাকি আটটি ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। তার মধ্যে ফাইনালও আছে। ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচ খেলা হবে ১৪ সেপ্টেম্বর। এই ম্যাচ ঘিরে বরাবরই উত্তেজনা থাকে। 'অপারেশন সিঁদুর' এর পর পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা কোনও অংশে ' কম হবে না। দেশবাসী যেনতেন প্রকারেণ পাকিস্তানের হার দেখতে চাইবে।

উল্লেখ্য, এশিয়া কাপে একই গ্রুপে রয়েছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে এক নয়, দুই নয়, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সঙ্গে তিন-তিন বার ভারতের সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই দ্বৈরথ নিয়ে আকিবের হুঙ্কার ছিল, এই পাক দলের ক্ষমতা রয়েছে এশিয়া কাপে ভারতকে হারানোর। আমাদের দল তৈরি। যেকোনও প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতে পারে। বর্তমানে দুই দেশের কী পরিস্থিতি সেটা সবাই জানে। তবে সেটা নিয়ে ক্রিকেটারদের উপর চাপ সৃষ্টি করার দরকার নেই। আকিবের এই মন্তব্যের পাল্টা দিয়েছেন কেদার। তিনি বলেন, ভারতকে নিয়ে যদি বলতেই হয়, তাহলে বিশ্বের যেকোনও প্রান্তেই পাকিস্তানকে হারিয়ে দেবে ভারতীয় দল। যদিও কেদারের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের খেলতে নামা উচিত নয়।

কেরালার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার নাম্ব্রথেরকে দলে টানল গোকুলাম

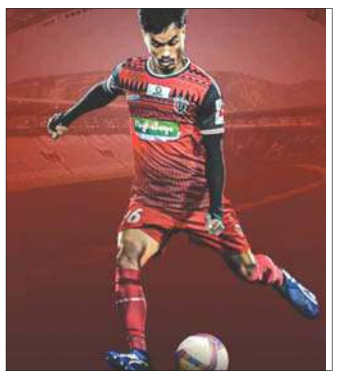

১৯ আগস্ট ঃ লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে থেকেই গত আই লিগ শেষ করেছে গোকুলাম কেরালা এফসি। তা কিছুতেই ভালোভাবে নেয়নি ম্যানেজমেন্ট। প্রবল হতাশা দেখা দিয়েছিল দলের ফুটবলারদের মধ্যে। তবে পুরনো সমস্ত কিছু ভুলে আসন্ন নয়া সিজনে ঘুরে দাঁড়িয়ে সাফল্য পেতে মরিয়া দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। সেজন্য ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছিল গোকুলাম। বিদেশি ফুটবলারদের পাশাপাশি একাধিক ভারতীয় প্রতিভার দিকেও নজর ছিল ক্লাবের। বর্তমানে তাঁদের নজরে থাকা একাধিক দেশি ও বিদেশি ফুটবলারদের ইতিমধ্যেই দলের সঙ্গে যুক্ত করেছে এই ক্লাব। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল শিঘিল নাম্ব্রথের নাম। পূর্বে জন আব্রাহামের ফুটবল দল তথা নর্থইস্ট ইউনাইটেডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই ফুটবলার। সেই দলের হয়ে খেলেছিলেন প্রায় ছয়টি ম্যাচ। রিলায়েন্স কতৃক আয়োজিত ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট লিগের পাশাপাশি ডুরান্ডের মতো টুর্নামেন্টে ও তাঁকে মাঠে নামিয়েছিল নর্থইস্ট শিবির। তবে নতুন সিজন শুরু হওয়ার আগে থেকেই এই তরুণ প্রতিভার দিকে নজর ছিল গোকুলাম কেরালা এফসির। সেইমত কথাবার্তাও এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটা দূর। অবশেষে সোমবার বিকেলে তাঁর যোগদানের কথা ঘোষণা করে দিল আই লিগ জয়ী এই ফুটবল ক্লাব। কেরালার এই ফুটবলের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অনেকটাই শক্তিশালী করে তুলবে দলের আক্রমণভাগকে। বলাবাহুল্য, গত সিজনের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে আসতে শুরু করেছিল এই দলের নাম। কিন্তু পরবর্তীতে বজায় থাকেনি জয়ের ধারাবাহিকতা। সেই হতাশা ভুলে এবার নিজেদের ভুল ত্রুটি শুধরে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। এই নতুন দলে যোগদান করে শিঘিল বলেন, এই দলের অংশ হতে পেরে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ এবং উচ্ছ্বসিত। আগামী বছরগুলিতে দলকে গর্বিত করতে এবং আরও বড় সাফল্য অর্জনের জন্য আমি আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।

ঘোষিত এশিয়া কাপে ভারতীয় দল, বড় দায়িত্ব পেলেন গিল

১৯ আগস্ট ঃ ঘোষিত এশিয়া কাপে ভারতীয় দল। মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের প্রধান কার্যালয়ে ভারতীয় দল ঘোষণা করেন টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর। ১৫ জনের দলে বড় দায়িত্ব পেলেন শুভমান গিল। টেস্ট অধিনায়ককে এশিয়া কাপে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে সুযোগ পেলেন না শ্রেয়স আইয়ার। ডাক পাননি যশস্বী জয়সওয়ালও।

এশিয়া কাপ-ভারতীয় দলঃ অভিষেক শর্মা,সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার)

তিলক বর্মা,সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক),শুভমান গিল (সহ-অধিনায়ক),হার্দিক পাণ্ডিয়া,অক্ষর প্যাটেল,বরুণ চক্রবর্তী,জশপ্রীত বুমরাহ,অর্শদীপ সিং,হর্ষিত রানা,জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার)

রিঙ্কু সিং,কুলদীপ যাদব,শিবম দুবে ।প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে মুম্বই। ইতিমধ্যেই ২৫০টি বিমান পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাহত যানবাহন পরিষেবাও। যে কারণে পিছিয়ে যেতে পারে, মুম্বইয়ে ভারতীয় পুরুষদের ক্রিকেট দলের এশিয়া কাপের দলঘোষণাও। এমনকী, মুম্বইয়ে লাল সতর্কতার মধ্যে নাকি সেই বিষয়ে নির্দেশিকা গিয়েছে।গত মঙ্গলবার সকালেও প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বইয়ের সাধারণ জনজীবন। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রতিটি বিমান অন্তত ৪৫ মিনিট দেরিতে চলছে। সব মিলিয়ে ১৫৫টি বিমানের উড়ান পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরও ১০২টি বিমান পরিষেবাও ব্যাহত। শহরেও জল জমে যানবাহন

পরিষেবা বিপর্যস্ত।

মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা থেকে মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের প্রধান কার্যালয়ে এশিয়া কাপের দলঘোষণা করা হল০। ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর সেখানে উপস্থিত থাকবেন। তবে প্রবল বৃষ্টিতে সেই সাংবাদিক সম্মেলন পিছিয়ে যেতে পারে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বোর্ডের এক কর্তা সকালেই হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় জানিয়েছেন, 'বৃষ্টির কারণে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনটি পিছিয়ে যেতে পারে'।সূত্রের খবর, পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠলে, মঙ্গলবার দলঘোষণা স্থগিত রাখা হতে পারে। এমনকী তা অন্যদিনও হতে পারে। যদিও তার সম্ভাবনা খুব কম। এশিয়া কাপের দলঘোষণার পর বেলা ৩,৩০ থেকে মহিলাদের বিশ্বকাপের দলঘোষণাও আছে। সেটা নিয়েও এখন সংশয় তৈরি হয়েছে। মুম্বইয়ে লাল সতর্কতা জারি রয়েছে। সমস্ত সরকারি ও আধা সরকারি অফিস বন্ধ রাখা হয়েছে।উল্লেখ্য, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এশিয়া কাপ। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে মূলত দুটি ভেন্যুতে ম্যাচগুলি খেলা হবে। যার মধ্যে ১১টি ম্যাচ হবে আবু ধাবিতে। বাকি আটটি ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। তার মধ্যে ফাইনালও আছে। ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে দুবাইয়ে।

আইএসএল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি ২২ আগস্ট, কাটবে অচলাবস্থা?

১৯ আগস্ট ঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলা এগারোটি ক্লাব সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে জানিয়েছিল, আইএসএলের অচলাবস্থার বিষয়টি

সুপ্রিম কোর্টের নজরে আনতে। ফেডারেশন প্রথমে ক্লাবগুলিকে সুপ্রিম কোর্টে শুনানির প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তী পর্যায়ে সরে দাঁড়ায়। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২২ আগস্ট এই বিষয়ে শুনানি হবে। আইএসএলের ক্লাবগুলি বর্ষীয়ান আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টে আইএসএলের অচলাবস্থা কাটাতে আবেদন করে। তিনি টুর্নামেণ্টের আয়োজন নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য বিচারপতি পিএস নরসীমা এবং বিচারপতি অতুল চন্দুরকরের বেঞ্চের কাছে আবেদন করেন। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, ফেডারেশনের খসড়া সংবিধান চূড়ান্ত করার বিষয়টির আগে জাতীয় ক্রীড়া বিলকেও মাথায় রাখতে হচ্ছে। সব পক্ষের মতামতই শুনবে তারা। গত সপ্তাহে জাতীয় ক্রীড়া বিল সংসদে পাশ হয়েছে। বিচারপতি নরসীমা জানিয়েছেন, এই বিলটি শীর্ষ আদালত পরীক্ষা করে দেখছে এবং খসড়া সংবিধানেও দরকারি বদলা আনা হতে পারে।

উল্লেখ্য, আইএসএলের ভবিষ্য নিয়ে জট এখনও কাটেনি। এফএসডিএলের সঙ্গে এআইএফএফের চুক্তি মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ এমআরএ নবীকরণ নিয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে কারণে আগামী মরশুমের আইএসএল নিয়ে ডামাডোল অব্যাহত। দেশের শীর্ষ ফুটবল লিগ নিয়ে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ওড়িশা এফসি এবং বেঙ্গালুরু এফসি'র পথে হেঁটে দু'বারের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন চেন্নাইয়িন এফসি ফুটবলার ও কর্মচারীদের বেতন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যৌথভাবে এআইএফএফ এবং আইএসএলের ১১টি ক্লাব শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। ফেডারেশনের আর্জি, দ্রুত ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নিক সুপ্রিম কোর্ট।

ঘোষিত মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপের ভারতীয় দল, সুযোগ পেলেন বাংলার রিচা

মুম্বাই, ১৯ আগস্ট ঃ ঘোষিত আসন্ন ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের মহিলা দল। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের দলও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন হরমনপ্রীত কৌর, সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা। দলে রয়েছেন বাংলার উইকেটকিপার রিচা ঘোষ। তবে বাদ পড়েছেন বিধ্বংসী ওপেনার শেফালি বর্মা।

সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফরে ভালো ফল করেছে ভারতীয় দল। অধিনায়ক হরমনপ্রীতের বক্তব্য, আমাদের দলে যথেষ্ট ভারসাম্য রয়েছে। ইংল্যান্ড সিরিজেও মোটামুটি এই দলটাই ছিল। অন্যদিকে মহিলা দলের প্রধান নির্বাচক নীতু ডেভিডের বক্তব্য, এই দলটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে তৈরি করেছি। আমরা বেশি পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চাইনি। ভারত এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। বিশ্বকাপের আগে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ রয়েছে। সেখানে যে দল ঘোষণা হয়েছে, তাতে শুধু আমনজ্যোতের বদলে সুযোগ পেয়েছেন সায়লি সাতঘড়ে।মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতীয় দল-হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক),স্মৃতি মন্ধানা (সহ-অধিনায়ক),প্রতিকা রাওয়াল,হরলিন দেওল,দীপ্তি শর্মা,জেমাইমা

রদ্রিগেজ,রেণুকা সিং ঠাকুর,অরুন্ধতী রেড্ডি,রিচা ঘোষ (উইকেটকিপার),ক্রান্তি গৌড়,অমনজ্যোত কৌর,রাধা যাদব,শ্রী চরণী,যস্তিকা ভাটিয়া (উইকেটকিপার),স্নেহ রানা।

৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে চলবে মহিলাদের বিশ্বকাপের আসর। ১২ বছর পর ভারতের মাটিতে ফিরতে চলেছে এই মেগা টুর্নামেন্ট। দেশের মোট পাঁচটি স্টেডিয়াম ও শ্রীলঙ্কার একটি স্টেডিয়ামে ম্যাচগুলি হবে। ভারতের প্রথম ম্যাচ ৩০ সেপ্টেম্বর। বেঙ্গালুরুতে হরমনপ্রীতদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। তারপরই আছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহামোকাবিলা। ৫ অক্টোবর, শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় মুখোমুখি হবে দুই দল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো এই টুর্নামেন্ট ও হাইব্রিড মডেলে হচ্ছে। ফলে পাকিস্তানকে ভারতে আসতে হচ্ছে না। প্রথম সেমিফাইনাল ২৯ অক্টোবর, দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ৩০ অক্টোবর। ফাইনাল হবে বেঙ্গালুরুতে, ২ নভেম্বর। আর পাকিস্তান উঠলে হবে কলম্বোতে।

কাজাকাস্থানে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ১০ মিটারে সাফল্য মনু ভাকেরের

কাজাকাস্থান,১৯ আগস্ট ঃ দুরন্ত ফর্ম অব্যাহত মনু ভাকেরের। কাজাকাস্থানে এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতলেন তিনি। এবারের এশিয়ান শুটিং টুর্নামেন্টে যা ভারতের নবম মেডেল। উল্লেখ্য, ১৪৪ বছরের ইতিহাস ভেঙে প্রথম ভারতীয় হিসেবে একটি অলিম্পিকে দুটি মেডেল জিতেছিলেন মনু।মনুর ইভেন্টে তাঁর ভারতীয় সতীর্থ সুরুচি সিং ও পলক ফাইনালে উঠতে পারেননি। কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে ভুল করেননি মনু। যদিও চিনের কিয়াঙ্কে মা ২৪৩.২ স্কোর করে সোনা জেতেন। অন্যদিকে রুপো জেতেন কোরিয়ার জিন ইয়াং। মনু থামেন ২১৯.৭ পয়েন্টে। এর আগে যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৫৮৪ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছিলেন মনু। সুরুচি ৫৭৪ পয়েন্টে ১২তম স্থানে শেষ করেন। পলক ৫৭৩ পয়েন্টে ১৭তম স্থানে শেষ করেন। দলগত ক্ষেত্রে মনু, সুরুচি ও পলক ১৭৩০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে শেষ করেন। গতবছর অলিম্পিকে জোড়া ব্রোঞ্জ জেতার পর থেকে দারুণ ছন্দে আছেন মনু। চলতি বছরের এপ্রিলে লিমা লিগে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে রুপো জিতেছিলেন তিনি। তবে জুন মাসে ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে মিউনিখ বিশ্বকাপে ষষ্ঠস্থানে শেষ করেন মনু।অন্যদিকে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টের প্রথম দিনে ভারতের পুরুষ দল রুপো জিতেছে। অনমোল জৈন (৫৮০), আদিত্য মালরা (৫৭৯) ও এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী সৌরভ চৌধুরী (৫৭৬) মিলিতভাবে ১৭৩৫ স্কোর করে চিনের (১৭৪৪) ঠিক পিছনে শেষ করে। যদিও ব্যক্তিগত ইভেন্টে ফাইনালে উঠেও সপ্তম স্থানে শেষ করেন আনমোল।

আরসিবিও তো', আর্থিক অনিয়ম নিয়ে চেন্নাইকে বিঁধেছিলেন, এবার অশ্বিনের নিশানায় বিরাটরা!

১৯ আগস্ট ঃ নিজের দলের বিরুদ্ধেই আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ এনেছিলেন। এবার সুর নরম করে মুখ খুললেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সাফাই দিয়ে তাঁর মত, আসলে কোনও পক্ষই ভুল করেনি। অশ্বিন বলতে চেয়েছিলেন, আসলে শেষ বেলায় ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে সই করিয়ে কার্যত মাস্টারস্ট্রোক খেলেছে চেন্নাই সুপার কিংস। কিন্তু সেই মন্তব্যের অপব্যাখ্যা হয়েছে বলেই মত তারকা স্পিনারের।

চলতি বছরের আইপিএলের মাঝপথে চোট পেয়ে ছিটকে যান সিএসকে পেসার গুরজাপনীত সিং। তাঁর পরিবর্ত হিসাবে ২.২ কোটি টাকায় সই করানো হয় ব্রেভিসকে। কিন্তু অশ্বিনের দাবি, খাতায় কলমে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি অর্থ ব্রেভিসকে দেওয়া হয়েছে। ইউটিউবে অশ্বিন বলেন, পরিবর্ত হিসাবে সই করাতে গেলে বেস প্রাইসে নিতে হত। সেই কারণেই বেশ কয়েকটি দলের আগ্রহ থাকলেও তারা শেষ পর্যন্ত ব্রেভিসকে নেয়নি। এহেন পরিস্থিতিতে এজেন্টদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটাররা অনেক সময় দাবি করেন, বাড়তি টাকা দিলে দলে আসব। ব্রেভিসের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে বলে দাবি অশ্বিনের।

এই মন্তব্য ঘিরে হইচই পড়ে যায় ক্রিকেটমহলে। গোটা ঘটনায় বিবৃতি দিয়ে সিএসকে জানায়, নিয়মবিরুদ্ধভাবে ব্রেভিসকে সই করানো হয়নি। চেন্নাইয়ের বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পরেই ফের মুখ খোলেন অশ্বিন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন, আজকাল এমন অবস্থা হয়েছ যে সত্যি বললেও সেটা নিয়ে আবার ব্যাখ্যা করতে হয়। আমি বলতে চাই এখানে কারোর দোষ নেই। ক্রিকেটার, ফ্র্যাঞ্চাইজি বা প্রশাসন, কেউই ভুল নন। অশ্বিনের অনুরোধ, বিষয়টি এখানেই থামিয়ে দেওয়া উচিত। তাঁর মতে, ভিডিওটি বানাতে চেয়েছিলেন যেন প্রমাণ করা যায় যে ব্রেভিসকে দলে নেওয়াটা সিএসকের কত বড় মাস্টারস্ট্রোক। চোটের কারণে বদলি ক্রিকেটার নেওয়ার নিয়মের প্রশংসাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সাফাই দিতে গিয়ে আরসিবির প্রসঙ্গও টানেন অশ্বিন।

এশিয়া কাপের আগে মাথায় হাত তারকা ক্রিকেটারের, নেতৃত্বে বাংলার মুখ

১৯ আগস্ট ঃ চোট যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না ঈশান কিষাণের। দীর্ঘদিন ধরেই জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখছেন ঝা।খণ্ডের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। কিন্তু ফের একবার সেই লক্ষ্যে ব। ধাক্কা খেলেন তিনি। আসন্ন দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চল দলের অধিনায়ক হিসেবে নাম ঘোষণা করা হলেও, চোট সারিয়ে পুরোপুরি ফিট না হওয়ায় এবারের টুর্নামেন্টে খেলতে পারছেন না ঈশান। ঈশানকে নিয়ে দলের পরিকল্পনা ছিল বিস্তর। ঋষভ পন্থ এখনও পুরোপুরি ফিট না হওয়ায় ইংল্যান্ড সিরিজে তাঁর বিকল্প হিসেবে ঈশানের নাম উঠেছিল। কিন্তু ই-স্কুটার দুর্ঘটনায় বাঁ হাতে গুরুতর আঘাত পান ঈশান। হাতে সেলাই পড়ে। এর জেরে ইংল্যান্ড সফরে যাওয়া তো দূর, অনুশীলনেই ফিরতে পারেননি এখনও। সূত্রের খবর, বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিমের নজরে রয়েছেন তিনি। চোট গুরুতর না হলেও এখনও হাতে সেলাই রয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহ তাঁর রিহ্যাব চলবে। বোর্ড চাইছে, তিনি শতভাগ ফিট হয়ে মাঠে ফেরেন। দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক হিসেবে ঈশান কিষাণের নাম ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে চোট না সারায় অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণের হাতে। অভিমন্যুর নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। ভারতীয় 'এ দল ছাড়াও বহুবার বাংলার হয়ে

সফলভাবে অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। ঈশানের পরিবর্তে পূর্বাঞ্চল দলে নেওয়া হয়েছে ওড়িশার তরুণ উইকেটরক্ষক আশীর্বাদ সোয়াইনকে। বয়স মাত্র ২০ বছর হলেও বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে তিনি নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে বৈভব সূর্যবংশীকে। বিসিসিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ঈশানের প্রত্যাবর্তনের সময়সীমা এখনও নির্দিষ্ট হয়নি। তবে বোর্ড আশাবাদী, আগামী সেপ্টেম্বরে ভারত 'এ দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে তিনি পুরোপুরি ফিট হয়ে যাবেন। সেই সফরের চার দিনের ম্যাচগুলির জন্য তাঁর নাম ভাবা হচ্ছে। ঈশানের না থাকাটা অবশ্যই পূর্বাঞ্চলের বড় ধাক্কা, তবে সুযোগ হয়ে গেল বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটারের। দলের স্কোয়াডে রয়েছেন মুকেশ কুমার, মহম্মদ শামির মতো অভিজ্ঞরা। রিয়ান পরাগ, কুমার কুশাগরা, ডেনিশ দাস, শ্রীদাম পলের মতো তরুণরাও নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ পাবেন এবার।

পূর্বাঞ্চলের দলীপ ট্রফি স্কোয়াডঃ অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), সন্দীপ পট্টনায়েক, বিরাট সিং, ডেনিশ দাস, শ্রীদাম পল, শরণদীপ সিং, কুমার কুশাগরা, রিয়ান পরাগ, উৎকর্ষ সিং, মনীষী, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, মুকেশ কুমার, মহম্মদ শামি, আশীর্বাদ সোয়াইন।

স্ট্যান্ডবাই ঃ মুখতার হুসেন, বৈভব সূর্যবংশী, স্বস্তিক সামল, সুদীপ কুমার ঘরামি, রাহুল সিং।

স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের দিকে নজর আইএসএলের দুই ক্লাবের

১৯ আগস্ট ঃ নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গত সিজন শেষ করতে পারেনি বেঙ্গালুরু এফসি। ডুরান্ডের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে ধরাশায়ী হওয়ার পর দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর ছিল কর্নাটকের এই ফুটবল ক্লাব। যেমন ভাবনা ঠিক তেমনি কাজ। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে তাঁরা পরাজিত করেছিল কলকাতা ময়দান এর অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলকে। যা নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল সকলের। পরবর্তীতে সময় যত এগিয়েছে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে শুরু করেছিল সুনীল ব্রিগেড। সেই সুবাদে খুব সহজেই দল স্থান করে নিয়েছিল সুপার সিক্সে। পরবর্তীতে ও দেখা গিয়েছিল জেরার্ড জারাগোজার ছেলেদের দাপট। যারফলে অনায়াসেই দল চলে গিয়েছিল সেমিফাইনালে। তারপর মানোলো মার্কুয়েজের শক্তিশালী এফসি গোয়ার বিপক্ষে আসে জয়। দ্বিতীয় লেগে গোয়া দলের দাপট থাকলেও শেষ পর্যন্ত সুনীল ছেত্রীর গোল বদলে গিয়েছিল সমস্ত কিছু।তারপর ফাইনালের লড়াইয়ের দিকে মুখিয়ে ছিল সকলে। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিল কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। একটা সময় এই ম্যাচে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করেছিল মোহনবাগান। আগেরবারের সেই হতাশা ভুলে নতুন সিজনে ভালো পারফরম্যান্স করতে বদ্ধপরিকর বেঙ্গালুরু। সেজন্য অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে বিদেশি ফুটবলারদের মধ্যে যে বদল আসতে চলেছে সেই ইঙ্গিত মিলে

ছিল আগেই। সেইমতো মাস কয়েক আগেই জর্জ পেরেইরা দিয়াজ থেকে শুরু করে আলবার্তো নগুয়েরার মত ফুটবলারদের বিদায় জানিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। যা কিছুটা হলেও হতবাক করেছিল সকল সমর্থকদের। তবে সেই ফুটবলারদের রিলিজ করে দেওয়া হলেও মনে করা হচ্ছিল যে এডগার মেন্ডেজের পাশাপাশি রায়ান উইলিয়ামসের মতো ফুটবলারদের হয়তো রেখে দেবে ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে দিন কয়েক আগেই এডগার মেন্ডেজকে বিদায় জানিয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি। মাস খানেক আগে তাঁর সঙ্গে চুক্তি বাড়ানো হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে রিলিজ করে দিতে বাধ্য হয় আইএসএল জয়ী এই ফুটবল দল। এসবের মাঝেই এবার উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত খবর রায়ান উইলিয়ামসকে এবার দলে নিতে যথেষ্ট আগ্রহী দেশের দুই ফুটবল ক্লাব। যার মধ্যে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং জামশেদপুর এফসির নাম। যদিও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত নয় বিষয়টি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com